প্রেম-রহস্য।

ক্রিয়াযোগ, জ্ঞানযোগ, লণ্ডভণ্ড যবে।
প্রেমযোগ, যোগাযোগ, নির্ম্মল তবে ॥

বি, মিত্র।

প্রেম-রহস্য।

শ্রীবিহারীলাল মিত্র

প্রণীত।

কলিকাতা।

শকাব্দা ১৮১৯।

প্রেম-রহস্য।

শ্মশান মশান গায়ে ছাই, তবে পাই প্রেমরে ভাই,
দর্শন পুরাণ স্মৃতি ছাই, কালে এটা ওটা সবই চাই
কারে কবকে রহস্য ভাই,
কিন্তু লীলা তাই তাই।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

চণ্ডাল-গ্রাম।

কোন সময়ে মহানিধির কিঞ্চিন্মাত্র দূরে একটী গ্রাম ছিল, তথায় অনেক চণ্ডাল একত্র বাস করিবার কারণ উহা চণ্ডাল গ্রাম বলিয়া কথিত হইত। চণ্ডালগ্রামটী পক্ষী চক্ষু দৃশ্যতে বড় মন্দ নয়। থরে থরে যেথা সেথা বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষ বহুদিনের পরিচয় দিত। মধ্যে মধ্যে অনেক পর্ণকুটীর, কিন্তু সমস্ত পর্ণকুটীরের সম্মুখ দেয়াল ষোড়শীর অঙ্গুলির দ্বারা নানাবর্ণে চিত্রিত। চালের মটকাতে মাথার খুলি ও কিনারাতে ফেলা তীর, ধনুক ও খোঁতা অস্ত্র শস্ত্র শোভা করিত। দ্বারে দ্বারে

প্রায় কোল গোঁত গোঁত করিত। রাস্তা এঁকা বাঁকা। ঘেঁটু, আকন্দ ও সজন' ফুল আমোদিনীদের আমোদ দিত।

মিউনিসিপ্যালিটী, পাবলিক্ লাইব্রেরী, এসোসিয়েসন, থিয়েটার, গার্ডেন, কলেজ, ডিস্পেন্সারি, হসপিটেল, বাজার, ঘাট, ও মন্দির সমস্তই অভাব ছিল। কিন্তু একটি পঞ্চাত এই সব্ দুঃখকে মোচন করিয়া গ্রামবাসীদিগকে আনন্দ দিত। চিন্তামনি সর্দ্দার এই পঞ্চাতের নায়ক। সে হৃষ্টপুষ্ট ও বলিষ্ঠ ছিল, তার রং আঁস্তাকুড়ের হাঁড়ি অপেক্ষা এক পোঁচ বেশী। পায়ের ও হাতের গঠন এবড়ো খেবড়ো, কেঁচোর মতন সমস্ত শির সজ্জিত, পেট কুকুরে খেয়ে গেছে, বুক বিশাল এমন কি মধ্যে নৌকাচলে, কাঁধ উয়ের ঢিপি, গলা মোটা, কিন্তু রেখা সমন্বিত, ঠোঁট উলটান ও পুরু, যেন কাফরি, চিনবাসীর মতন নাক থেবড়া ও চক্ষু গোল, কপাল বিস্তৃত যেন দার্শনিক, কেশ-রীর কেশরের মত বেশ লম্বা, অন্ দি হোল, মোট কথা,— বিধি যেন নির্জ্জনে বসে গড়িয়াছেন। চিন্তামনি সর্দ্দার বনে শিকার করিয়া দিন কাটাইত, এবং রাত্রিতে কাত্লা মারিয়া, লুণ্ঠন করিয়া আনন্দ করিত। সে একদিন দাওয়ার উপর বসিয়া চিন্তা করিতেছে, এমন সময়ে একজন গ্রামবাসী আসিয়া খবর করিল, সর্দ্দার! কেলেবেটা আমার মেয়ের উপর অত্যাচার করেছে, যখন সে বনের ভিতর কাঠ্ আন্তে গেছল, তার মাথা নিতে হবে, আর তা নাহলে আমিই এক কাঁড় দিব।

সর্দ্দার বলিল,—তোর কিছু কর্‌তে হবে না, আমিই সব্ কর্‌বো, তুই ঘরে যা, পরশু আসিস্, ভুলিস্‌নি। হরিয়া বাটিতে ফিরিয়া গেল।

চিন্তামনি একজনকে ডাকিয়া বলিল,—অরে, কেলেকে পরশু আস্‌তে বলিস্। সে হরিয়ার মেয়ের উপর কি করেছে?

সে উত্তর করিল, আমি কিছুই জানি না; আমি খবর দিইগে। এই বলিয়া সে খবর দিতে গেল।

চিন্তামনি সর্দ্দারও নিজ চিন্তাতেই মগ্ন রহিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

পঞ্চাত।

চণ্ডালগ্রামের ভিতর পঞ্চাত কুটীরটী অন্য সব্ কুটীর অপেক্ষা বৃহৎ এবং ইহার মট্‌কা বহুদূর হইতে নজর হয়। সুমুখের দেয়াল ষোড়শীদের দ্বারায় চিত্রিত না হইয়া, যুবক বৃন্দের দ্বারায় হইয়াছিল। বন্য পশু ও নানারকম অস্ত্রশস্ত্র দেয়ালে নানারংয়ে অঙ্কিত ছিল। মট্‌কাতে ও কিনারাতে অন্য কুটীর অপেক্ষা মাথার খুলি ও ভোঁতা অস্ত্রসস্ত্র বেশী ছিল। চিন্তামনি সর্দ্দার ও আর চারিজন সর্দ্দার আসিয়া উপস্থিত হইল। ক্রমে ক্রমে অনেক লোক জমায়াত হইল। বাদী ও

প্রতিবাদী আসিল। পঞ্চাত কুটীরে একটুও স্থান ফাঁক রহিল না। কিন্তু কোন গোল্‌মাল্ নাই, ফুস্‌ফুস্ ও ইশারা ব্যতীত আর কিছুই শোনা ও দেখা যায় নাই। বৃদ্ধার ও বালিকার অভাব ছিল না। স্বভাব যেন দয়া করিয়া উহাদিগকে রামচন্দ্র সভার সভ্যতা শিক্ষা দিয়াছিলেন। নাইন্‌টীন্‌থ সেন্‌চুরির সভ্য বাঙ্গালী বাবুরা, বোধ হয়, এই রকম সভ্যতা বিবাহে, শ্রাদ্ধে ও বাটীতে উৎসব উপলক্ষে দেখাইতে পারেন কিনা সন্দেহ।

চিন্তামনি সর্দ্দার জিজ্ঞাসা করিল, হাঁরে কেলে, তুই হরিয়ার মেয়ের উপর অত্যাচার করেছিস্, যখন সে বনে কাঠ্ আন্‌তে গেছ্‌ল?

কেলে উত্তর দিল, সর্দ্দার! যখন তাকে বনের ভিতর দেখ্‌লুম্, তখন মনের ভিতরটা কেমন কর্‌লো। অমনি আর সইতে না পেরে ধরলুম্, সেও ত কিছু বল্‌লে না। তা সর্দ্দার, আমি বিয়ে কর্‌বো। হরিয়ার মেয়ে কি বলে, সে বিয়ে কর্‌তে রাজী আছে?

চিন্তামনি সর্দ্দার। শ্যামকি! তুই কেলেকে বিয়ে কর্‌বি, তোর বয়স কত?

শ্যামকী বলিল। হাঁ সর্দ্দার, আমি কেলেকে বিয়ে কর্‌বো, আমার বয়স চার্ গণ্ডা।

চিন্তামনি সর্দ্দার। হাঁরে হরিয়া, তোর মেয়ে কেলের

সঙ্গে নিজে নচ্‌পচে হয়েছে, তোর মেয়ে বিয়ে কর্ত্তে রাজী আছে, তোর মেয়ে ডাগর্‌ হয়েছে, তুই কি বলিস্‌?

হরিয়া বলিল। কেলে আমায় না বলে, কেন এমন কাণ্ডটা করলে? আমায় কতলোক কত কথা বলচে, তা সর্দ্দার, কেলেকে সাজা দিতে হবে।

চিন্তামনি সর্দ্দার। কেলে তোর মেয়েকে ভাল বাসে, তোর মেয়েও কেলেকে ভালবাসে, তুই ও যে জাত কেলেও সে জাত, তোর মেয়েও কুচ্‌কুচে কাল, কেলেও কুচ্‌কুচে কাল, তোর মেয়েও ডাগর, কেলেও ডাগর, তোর মেয়ে কি জানে?

হরিয়া উত্তর করিল। শ্যামকী সব্‌ জানে, জল আন্‌তে পারে, বন থেকে কাঠ্‌ আন্‌তে পারে, রাধ্‌তে পারে, শোর মার্‌তে পারে। সর্দ্দার! শ্যামকীর কথা আর কি বল্‌বো, সেদিন যখন আমি মান্নার মাঠে একটা কাত্‌লা মারলুম্‌, শ্যামকী আমার সাথে ছিল, সে অমনি পা ধরে টেনে নিয়ে এসে ফেল্‌লে। তখন কাত্‌লা হা করে বল্‌লে, জল, অমনি শ্যামকী একমুটো শুক্‌নো বালি মুখের ভিতর দিলে। কাত্‌লাও অমনি চিতিয়ে পড়্‌লো।

চিন্তামনি সর্দ্দার। তোর্‌ শ্যামকীতো খুব্‌ মেয়ে। তা কেলে তোকে না বলে তাকে বিয়ে করেচে, তার দরুণ একটা শোর দিবে, আর শ্যামকীর গুণের দরুণ চার্‌টে দেবে। কেমনরে হরিয়া, ঠিক্‌ হয়েছে তো?

হরিয়া। আর আর সর্দ্দারেরা যা বল্‌বে তাই হবে।

চারিজন সর্দ্দার বলিল। চিন্তামনি ভায়া যা করেছে, তা ঠিক্ হয়েছে।

কেলে ও শ্যামকীর পঞ্চাত কুটীরের ভিতর বিবাহ্ হইল, এবং তারপর সকলে যে যার স্থানে প্রস্থান করিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

শ্মশান।

চণ্ডালগ্রামের অন্তে এক শ্মশান। তিন্ চার্ ক্রোশ ব্যবধানের লোক ঐ শ্মশানে শবদাহ করিতে আসিত। শ্মশানটী অতি প্রাচীন, বহুদিন হইতে কিম্বদন্তী আছে যে, শ্মশানের নিকট যে এক মহাবটবৃক্ষ আছে, উহাতে ভূত আছে। ভূতের উপদ্রবের দরুণ দুই চারিজন কেহই রাত্রিকালে শবদাহ করিতে যাইত না। শ্মশানের মালিক্ এক বৃদ্ধ চণ্ডাল। প্রেমিকা ব্যতীত উহার আর অন্য সন্তান সন্ততি ছিল না, ইহার কারণ প্রেমিকাকে পেমী বলিয়া ডাকিত। পেমী পুরুষের মত লম্বা চওড়া, রং ডিমার্টিন কালী অপেক্ষা কিছু উঁচু। পা রাবণ রাজার মতন, কিন্তু এঁকা বেঁকা শিরের খাত্তিরে আরও উৎকৃষ্ট ছিল। বাহু ও উরু শালবৃক্ষের মত লম্বা ও কঠিন, পেট নাঁদা, স্তন

ধানের ছালা, বুক পাঞ্জাবি পালোয়ানের মতন বিশাল, কাঁধ বৃষের মত উচ্চ, গলা সিংহের মত মোটা। চিবুক বার করা, ঠোঁট উলটানি, দাঁত মিশির দরুণ দেহের রংকে ঝক মেরেছে। নাক ছোট, চোক কুটুরেপেঁচা, কান বড় ও পুরু, ভিটে ধাপার মাঠ, মাথা ছোট, কিন্তু কোঁকড়া কোঁকড়া ছোট ছোট চুলের কারণ অতি শোভাযুক্তা। মোট কথা, জলধর ও জগদম্বা পেমীর কাছে বালক বালিকা। পেমীর বাসস্থান ও বড় ফ্যালনা নয়, সাম্নে অনেক শূকর গোঁদ্গোঁদ্ করে। দেয়ালের রং বেরংয়ের চিত্রের ভিতর থেকে সাদামানিক উকি মারে। মট্কা উড়ে গেছে। চালের ভিতর দিয়া, লাল মানিক্ ঘরের ভিতর যাইয়া খেলা করে। মড়ার খুলি, চিতা নিবাইবার কলসী, মড়ার খাট ও কেঁথা ঘরের আসবাব্ হয়। ঘরের দাওয়াতে বেহিসাবি রকমের মড়ার আধপোঁড়া কাঠ ছড়ান। বড় মজার কথা, এই কাঠই পেমীর বলির কাঠ হয়। বাপের বেশী বয়সের কারণ নিজেই ঘাটের কাজ করে, দান লইতে পেমীর মত আর কেহ প্রায় নাই, মড়ার উপর কথার খাঁড়ার ঘা দিতে খুব্ মজ্বুত্। সময়ে সময়ে আবার মহাবটবৃক্ষের ডালে পা ঝুলাইয়া বসিয়া ভূত হয়। পেমীর গুণ অনেক, দয়া কাকে বলে তা স্বপ্নেও জানে না। মাঝে মাঝে সুবিধা পেলেই কাত্লা মেরে দিনগত পাপক্ষয় করে। পেমী রাত্দিন পুরুষের সঙ্গে একত্রে বাস করে, কিন্তু কোন পুরুষকে খারাপ্ভাবে দেখেনা। প্রেম কি

তা পেমী কিছুই জানে না। যদিও পূর্ণ যৌবনা তত্রাচ ইন্দ্রিয়ের কোন উদ্রেক নাই, নিজ ব্যবসাতেই ব্যতিব্যস্ত হয়ে দিন কাটায়।

পেমীর বাসস্থানের নিকট একটী শ্মশানেশ্বরের মন্দির আছে, প্রতিদিন পেমী শ্মশানেশ্বরের মাথায় জল ঢালে এবং ফুলের সুবিধা পাইলেই আকন্দ, ঘেঁটু ও চাঁপা দিয়া সাজাইয়া থাকে। যে দিন ঘাটে বেশী লাভ হয়, কিম্বা কাত্‌লা মেরে পয়সা বেশী পায় সেদিন শ্মশানেশ্বরের মাথায় আরও বেশী জল ঢালে।

পেমীর পিতা একদিন জিজ্ঞাসা করিল—পেমি! আজ কাল ঘাটে কেমন লাভ হচ্ছে?

পেমী বলিল,—বাবা, আজ্‌ কাল্‌ বড় কম্‌ হচ্ছে, কিন্তু আজ্‌ দুইদিন ধরে কিছুই নাই।

পিতা। কাত্‌লা ব্যবসা কেমন চল্‌ছে?

পেমী। পরশুদিন একজন পথ ভুলে শ্মশানেশ্বরের মন্দিরের দিকে পড়েছিল। আমায় জিজ্ঞাসা করিল,—অমুক পথ কোন্‌দিকে? আমি ঐদিক দেখাইয়া দিলাম। সে শ্মশানেশ্বরের মন্দিরের দিকে চলিল; আমিও তাহার পিছনে পিছনে চলিলাম। সে, যেমন মন্দির ঘুরে শ্মশানেশ্বরের সাম্‌নে অষ্টাঙ্গে গড়্‌ কর্‌লে, আমি অমনি সুবিধা পেয়ে চেপে ধর্‌লুম। কিন্তু বাবা, সে একটু পুরুষের মত ছিল; সেই দরুণ

ঝাপ্‌টা ঝাপ্‌টি করতে হয়েছিল। একটুক্ষণের পর তাকে নীচে আনে গলা চেপে মেরে ফেল্‌লুম্। তার যা কিছু ছিল, সব্ নিলুম্, কিন্তু দু'পয়সার বেশী ছিল না। আমি তার ঘাড় কেটে শ্মশানেশ্বরের মাথায় রক্ত দিয়ে চলে এলুম।

পিতা। বেশ, বেশ। তুই আজ সকলকে ডেকে কোদাল পূজা কর্‌গে, তা হলেই অনেক পয়সা পাবি।

পেমা আর সব্ মুর্দ্দারফরাসকে ডেকে কোদাল-পূজা করিতে লাগিল।

পেমা তার পরদিন রাত্রি নয়টার পর মহাবটবৃক্ষের ডালে দুইপা ঝুলাইয়া বসে নিজের চিন্তা করিতেছে,—এমন সময়ে "শিবনাম সত্য" এই আওয়াজ শুনিতে পাইয়া পেমার আনন্দের আর সীমা নাই। পেমা মনে করিল—আজ কিছু হবে, কি করে ইহাদের ভয় দেখান যায়, এই চিন্তা করিয়া পেমা আর দুইটা ডাল দুই হাতে ধরিয়া ভয়ানক আওয়াজ করিতে ও ডাল নাড়িতে লাগিল। যত পাখী গাছে ছিল প্রায় সব, যে যার রব করিতে করিতে বাসা ছাড়িতে লাগিল। যাহারা মড়া কাঁধে করিয়া আনিতেছিল, তাহারা সংস্কারের কারণ যত মহাবটবৃক্ষের নিকট হইতে লাগিল, ততই ভয়ে মানসিক তেজ হারাইতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে পা লাগালাগি ও পা জড়াজড়ি সুরু হইল। চিন্তামনি সর্দ্দার ব্যতীত সকলেই পাঁচ বৎসরের বালক হইল। চিন্তামনি উহাদিগকে বলিতে লাগিল,—ভয়

কি, আমি আগে আছি, যদি কিছু হয় তো আমার হবে। ভূত কোথায়—ভূত বেটা কিছু করেতো আমি ধর্‌বো। খুব্ জোরে নাম ডাকো। সকলে ভরসা করিয়া খুব্ জোরে "শিবনাম সত্য" হাঁকিতে লাগিল। সংস্কারের ক্ষমতা—কি অদ্ভুত। যাহারা পূর্ব্বদিন অন্ধকারে তেপান্তর মাঠে একলা ভয়ানক—ভয়ানক, অমানুসিক ও অসাহসিক কার্য্য করিয়াছে, অদ্য তাহাদের কণ্ঠ ভূতের নামে—ক্রমে ক্রমে রোধ হইয়া আসিতেছে। যতই মহাবটবৃক্ষের নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল, ততই কাষ্ঠের পুত্ত-লিকাবৎ হইল। চারিধারে পাখী রব করাতে ও মহাবট-বৃক্ষের ডাল নড়াতে, উহাদের আরও ভয় বাড়িতে লাগিল। এমন কি গায়ে গায়ে ঠেকাঠেকিতে দুই একটী পড়িল ও অপর কেহ কেহ পিছনে হাঁটিল। হঠাৎ পেমী গাছের উপর থেকে মহাচীৎকার করিয়া লম্ফ দিল। বাকী সকলে ওইগো বলিয়া মূর্চ্ছা—

কাঁধের মড়াও মাটীসাথ। খালি চিন্তামনি সর্দ্দার ভূত ধরিল। উভয়ের কিছুক্ষণ ঝাপ্‌টাঝাপ্‌টির পর চিন্তামনি ভূতকে নীচে আনিল। চিন্তামনির মর্দ্দনে ও গর্জ্জনে ভূত অস্থির। ভূতের অনেক অনুনয় ও বিনয়ের পর, চিন্তামনি বলিল,— দেখ, তুই মেয়ে-মানুষ, তাই তুই বেঁচে গেলি। তুই কে? আর তুই কি দিবি বল্?

সে উত্তর দিল—আমি পেমী; আমার বাবা ঘাটের

কর্ত্তা। আমি একটা শোর দিব, আর মড়া পোড়াবার ঘাটের দান্ লব না।

চিন্তামনি। এক কলসী হাঁড়ুয়া দিবি বল? আমি চিন্তামনি সর্দ্দার, তা না হলে মেরে ফেল্‌বো।

পেমী বলিল,—তাই হবে।

চিন্তামনি পেমীকে এক কলসী জল আনিবার হুকুম করিল। পেমী গা-টা ঝেড়ে জল আনিতে গেল। চিন্তামনি উহাদের নিকট যাইয়া দেখিল—দুই চারিজন কম, আর যাহারা আছে, তাহারা সকলেই মড়ার সঙ্গে মড়ার মতন পড়ে আছে। এমনসময় পেমী চিন্তামনির হাতে জলের কলসী দিল।

চিন্তামনি পেমীকে বলিল,—পেমি! চণ্ডালগ্রামে হারয়ার কাছে গিয়ে জেনে আয় যে, অমুক অমুক লোক গ্রামে আছে কি না। আর বলিস্ যে, অপর সকলে ভাল আছে, কোনও ভয় নাই, আর কারও আসিবার দরকার নাই।

পেমী চণ্ডালগ্রামের দিকে চলিল।

চিন্তামনি সর্দ্দার উহার বন্ধুদিগকে মুখে জলের ঝাপ্‌টা দিয়া মূর্চ্ছাভঙ্গ করিল। মূর্চ্ছাভঙ্গেও ভয় যায় না। অনেক রকমে চিন্তামনির পরিচয় পাইবার পর উহাদের ধড়ে প্রাণ আসিল। চিন্তামনি উহাদিগকে যত্ন করিতেছে, এমন সময়ে পেমী আসিয়া বলিল,—উহারা সকলে গ্রামে আছে। হরিয়া

ও অন্য সব্ আসিবার দরুণ অনেক বলিল, কিন্তু আমি তোমার কথাপ্রমাণ বলাতে আর আসিল না।

চিন্তামনি পেমীকে বলিল,—মড়াটাকে তুলে বাঁধ! পেমী তাহাই করিল। চিন্তামনি সর্দ্দার ও পেমী মড়া ঘাড়ে করিয়া চলিতে লাগিল।

চিন্তামনি অপর সকলকে বলিল,—তোরা সব্ পিছনে পিছনে আয়, তারাও তাহাই করিল।

কিছুক্ষণের পর শ্মশানে পঁহুছিল। শ্মশানবাসীরা পেমীকে দেখিয়া আশ্চর্য্য হইল। তাড়াতাড়ি মড়া উহাদের ঘাড় হইতে নামাইতে যাইল; কিন্তু পেমী ও চিন্তামনি মড়া কাঁধ হইতে ঝট্‌পট্ নামাইল।

পেমী হুকুম করিল,—তোরা শীঘ্র চিতা সাজাইয়া শেষ করে দে। দানের কথা কিছু বলিস্‌নি, আমি আস্‌চি। এই বলিয়া পেমী নিজের কুটীরের দিকে চলিল।

চিন্তামনি সর্দ্দার ও অন্য সকলে শ্মশানে বসিল। মুর্দ্দার-ফরাসেরা চিতার যোগাড় করিতে লাগিল।

কিছুক্ষণের পর পেমী একটী শোর ও একটী কলসী হাঁড়ুয়া নিয়া উপস্থিত হইল।

তার পর পেমী বলিল,—আমি যা দিব বলেছিলুম, তা এই নাও।

চিন্তামনি। পেমি! শীঘ্র চিতায় মড়া তুলে দিয়ে আগুন

দে, তারপর আয় হাড়ুয়া খাবি। ওরে পেমি! একটা পাত্র নিয়ে আয়, তা না হলে কি হবে।

পেমী। আমি নিয়ে আস্‌চি। পেমী মুর্দ্দফরাসদের হুকুম করিল,—ওরে, তোরা দেরি কর্‌ছিস কেন? শীঘ্র শেষ কর্‌। এই বলিয়া পেমী পুনরায় নিজের কুটীরের দিকে চলিল। মুর্দ্দারফরাসেরা আধপোড়া বাঁশ ও ধক্কে, যেখানে যা পেলে তাহাই লইয়া চিতা সাজাইয়া, চিতার উপর মড়া তুলিল। তাহার পর উহারা চিন্তামনিকে ডাকিয়া বলিল,—ওহে ভাই, কে মুখে আগুন দিবে, এস।

চিন্তামনি অমুককে বলিল,—ওহে চল, আগুন দিয়ে আসি। তারপর হাড়ুয়া খাওয়া যাবে, আর শোর ঝল্‌সান যাবে। অমুক চিন্তামনির সঙ্গে যাইয়া আগুন দিল।

মুর্দ্দারফরাসেরা উহাদিগকে বলিল,—তোরা যখন পেমীর মিত্র, তখন আমাদেরও মিত্র। তোরা বস্‌গে, তোদের কিছুই কর্ত্তে হবে না, আমরা সব্‌ই কর্‌বো। উহারা বসিতে আসিতেছে—এমন সময় পেমী আসিয়া মড়ার খুলি দিল।

চিন্তামনি। পেমি! হাড়ুয়া খাবি আয়। পেমী ও অন্য সকলে যাইয়া বসিল। চিন্তামনি সকলকে হাড়ুয়া দিতে সুরু করিল।

চিতার আলোতে প্রথম চিন্তামনি পেমীকে দেখিল।

পেমীও চিন্তামনিকে প্রথম দেখিল। ইহা যে পরস্পরের কি দেখা,—তাহা খালি চিন্তামনি আর পেমী জানে।

পুরুষকার, যুক্তি, জ্ঞান ও বিজ্ঞান কিছুই জানে না। যে মজেছে, সেই মজেছে এবং সেই জেনেছে। যে মজেনি, সে মজেনি এবং সে জানেনি। সকলে সমস্ত রাত্ আনন্দের লহর চালাইয়া দিল। চিন্তামনি ও পেমী যে যখন চক্ষু খুলিল, সে তখন পরস্পর পরস্পরকে দেখিল। আর সকলে দিন-মনিকে দেখিল।

চিন্তামনি বলিল,—ওহে দুই এক পাত্র হাঁড়ুয়া খেয়ে, ডোবায় নেয়ে, চল বাড়ী যাওয়া যাগ্।

সকলে বলিল,—হ্যাঁ ভাই; কিন্তু ভাই তুই কাল্‌কের ভূতের কথা কিছু ঘরে গিয়ে বলিস্‌নে।

চিন্তামনি। দূর পাগল, ও কথা কি বল্‌তে আছে। তা হলে সব্ ভুর্ ভেঙ্গে যাবে। আয় সকলে খাই।

সকলকার ভিতর হাঁড়ুয়া চলিতে লাগিল, নানারঙ্ তামা-সাও চলিল। সকলেই পেমীর গুণ গাইতে লাগিল। পেমী নীরব থাকিয়া খালি উহাদের সেবা করিতে থাকিল। দুই এক ঘণ্টার পর চিন্তামনি বলিল,—ওহে ভাই, চল ডোবায় নেয়ে ঘর্ যাওয়া যাক্। কাল্‌কে সে বেটারা ভেগে গেছে—সে বেটারা বাটী গিয়ে কতকথা বলেছে, আর সকলে কত কি মনে করেছে। তা আর দেরি করা ভাল নয়, চল শীঘ্র নেয়ে যাওয়া যাক্।

সকলে ডোবায় স্নান করিতে চলিল। পেমীও পিছনে পিছনে চলিল। পেমীর দৃষ্টি খালি চিন্তামনির উপর। যে পেমীর হৃদয় পাষাণের অপেক্ষা পাষাণ ছিল, আজ দ্রবের অপেক্ষাও দ্রব হইল। তাঁর কি অদ্ভুত লীলা। যে লীলা খালি লীলাময় বুঝিতে পারেন।

চিন্তামনি ও অন্য সকলে স্নানান্তে পেমীর নিকট আসিল, এবং পেমীকে চিন্তামনি হাসিতে হাসিতে বলিল্। পেমি! আমরা সকলে আসি, আবার কেহ মর্‌লে দেখা কর্‌বো।

পেমীর চক্ষু হইতে বারি ঝর ঝর বহিতে লাগিল, এবং কর্ কর্ করিতে লাগিল হিয়া। পেমীর কণ্ঠরোধ হইল, কথা সরে না। খালি ফ্যাল্ ফ্যাল্ দৃষ্টি ব্যতীত আর কিছুই নাই।

চিন্তামনি। অরে পাগলি! তুই কাঁদিস কেন? তোর মন কেমন করছে। ঘরে গেলে ভাল হবে, আমরা চল্‌লুম্, এই বলিয়া উহারা গ্রামাভিমুখে চলিল। পেমী চিন্তামনির উপর নজর রাখিল যতক্ষণ নজর চলিল, যখন নজর বন্ধ হইল, তখন হতাশ হইয়া নিজ কুটীরাভিমুখে ধাইল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

—○:○—

নদেরচাঁদ, ভুড়্ভুড়িচাঁদ, বোক্চাঁদ।

নদেরচাঁদ। কিহে ভুড়্ভুড়িচাঁদ! এতদিন কোথায় ছিলে, অনেকদিনের পর তোমার সঙ্গে দেখা হলো, ভাল আছত?

ভুড়্ভুড়িচাঁদ। ভাল আছি বই কি, তা না হলে কি করে হেথা এলুম, টোলে ও দেশভ্রমণে অনেক দিন গেল; তুমি ভাল আছ?

নদেরচাঁদ। তোমাদের সকলের কৃপায় বেঁচে আছি। তুমি অষ্টাদশ বিদ্যা শিখেছ, সমস্ত পৃথিবী দেখেছ, তবেত তুমি খুব্ বড়লোক হয়েছ। কিন্তু ভাই, বোক্চাঁদটা সেই রকমই আছে। আমি কত বলি যে, চিরকাল এই রকম করে কাল কাটাবি, একটু ভাল হ। আর বাঁচবিই বা কতদিন, বোক্চাঁদ হা হা করে হেসে রঙ্তামাসা করে উড়িয়ে দেয়। তা ভাই, তুমি এসেছ ভালই হয়েছে, এইবার জোঁকের মুখে নুণ পড়েছে। কিন্তু সে ছিনে জোঁক কিছুতেই ছাড়ে না, যা বল অমনি মিঠে মিঠে ঠোনা দেয়। বোক্চাঁদ, নিমক্হারাম্ নয়, এই গুণটী তার বড়, এইজন্যে সকলেই ভাল বাসে। বোক্চাঁদ হাসিয়ে হাসিয়ে পেটের নাড়িভুড়ি ছিঁড়ে ফেলে। বোক্চাঁদ বড়-লোকের বৈঠকখানার বড় উত্তম সাজ হয়।

ভুড়ভুড়িচাঁদ। তুমি যা বল্‌লে সমস্তই ভাল, যখন সে নিমক্‌হারাম্‌ নয়। আচ্ছা ভাই, বোক্‌চাঁদের কিছুই বদল হয় নাই—এ বড় আশ্চর্য্য কথা। বয়সে সমস্তই বদল হয়। আমি যখন অধ্যাপকের নিকট পাঠ্যাভ্যাস করিতাম, একদিন অধ্যাপক মহাশয় বলিলেন,—দেখ ভুড়ভুড়িচাঁদ, কালি সকলকার চেয়ে বড়, কারণ কাল হয় অনন্ত, কালেতে সমস্ত জিনিসকে বদল করে ফেলে। কালের সঙ্গে যুঝিয়া কেহ কালকে পরাস্ত করিতে পারে না। কালের আকার নাই, আদি নাই, মধ্য নাই, অন্ত নাই, কাল নিরবচ্ছিন্ন অজানিত রহিয়াছে, ইহার কারণ কালকে অজানিতবলে। অধ্যাপক মহাশয় আরও বলিলেন,—"কালের আর এক নাম—শিব, আবার কেহ কেহ মহেশ্বর বলে। আমরা যে কালকে সূর্য্যের দ্বারায় ঠিক্‌ করিয়া লইয়াছি, তাহা কল্পিত। যথা,—কাষ্ঠা, কলা, মুহূর্ত্ত, দিন, মাস, বর্ষ, ও যুগ। বাঘের ছেলে বাঘ বই মানুষ হয় না। সৎ থেকে অসৎ আসে না। সমস্ত জগৎ কল্পিত বই আর কিছুই নয়। অসভ্য জগতে দিন রাত ব্যতীত কালকে নিরূপণ করিবার আর কিছুই নাই। সভ্য জগতে—কাষ্ঠা, কলা, মুহূর্ত্ত, দিন, মাস, বর্ষ ও যুগ আছে। জাগ্রত অবস্থাতে সংস্কারের কারণ কালকে কত বড় বোধ হয়, চিন্তাতে কত কম বোধ হয়, গাঢ়চিন্তাতে আরও কম, স্বপ্নেতে আরও কম; সুষুপ্তিতে কিছুই নাই। এক দেহের ভিতর অবস্থাভেদে

কালের নিরূপণই কত রকম দেখ। অতএব কালের ঠিক্ নাই, যদি ঠিক্ না রহিল,—তাহা হইলে আমরা যাহা ঠিক্ করি, তাহাও সব্ অঠিক্ রহিল। আমরা যাহা কল্পনা করি, তাহাও যদি অঠিক্ হইল,—তবে কেননা অঠিকে অঠিকে বন্ধু হইবে? অবশ্যই হইবে। কাল অনন্ত,—কাল হইতে যাহা, তাহাও অনন্ত; অতএব সমস্ত জগতও অনন্ত।” বোক্‌চাঁদের যে কিছুই বদল হয় নাই; এটা যে কি, তাহা আমি ভালরূপ বুঝিতে পারিতেছি না। দেখ,—আমি অনেক দেশ ভ্রমণ করিয়া আসিলাম,—কিন্তু কোনও দেশ কোনও দেশের সহিত এক দেখিলাম না। দেশভেদে সমস্তই প্রভেদ দেখিলাম।

নদেরচাঁদ। তুমি যে কি বল্‌লে তা আমি কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। তুমি খুব্ বিদ্বান্ হয়েছ। বেশ—বেশ, কি বদল্—বদল; কাল—কাল বল্‌লে, সাটে বুঝিলাম যে, তুমি বোক্‌চাঁদের বয়সের বদল কি বল্‌লে।

বোক্‌চাঁদকে যা দেখে গিয়াছিলে, বোক্‌চাঁদ তা নাই। পাঁচ বৎসরের ছেলে—বিশ বৎসরের হলে কি তাই থাকে? তা নয়। বোক্‌চাঁদ আগে যেমন রঙ্-তামাসা কর্‌তো, এখন বুড়ো হয়েও তাই করে। আমি তাই বলেছিলাম যে, বোক্‌চাঁদ সেই রকমই আছে।

ভুড়ভুড়ি হা-হা করিয়া হাসিয়া বলিল,—তাই বলো, আমি

তাই মনে করেছিলাম যে, বোকচাঁদ বুঝি এক রকমই আছে, আমার মাথা ঘুরে গিয়াছিল।

নদেরচাঁদ। আমার মাথাও বোঁ-বোঁ করিয়া ঘুরিতেছে। তোমার বিদ্যা দেখে হিংসা হয়। যদি আমিও তোমার সঙ্গে যেতুম্, তা হলে আজ কি আনন্দ হতো, তুমি যা সব্ এখন বলিলে, সব্ বুঝিতে পারিতাম।

ভুড়্ভুড়িচাঁদ। তুমি বেশ আছ, ঘরে বসে পায়ের উপর পা দিয়ে সুখ করে ভাত খাচ্ছ, এর চেয়ে সুখ কি আর বেশী আছে? আমাদের মত কষ্ট সহ্য করিতে পারিবে কেন? মরে যাবে, আমরা এত কষ্ট সহ্য করে বিদ্বান্ হয়ে এসেও, তোমার মত বসে পায়ের উপর পা দিয়ে আহার যোগাতে পারি না। বসে আহার করা মহাপুণ্যের কার্য্য। ভাগ্যলক্ষ্মীর কৃপা না হইলে, বিনা পরিশ্রমে আহার হয় না। তোমার উপর ভাগ্যলক্ষ্মীর কৃপা আছে, তাই তুমি সকলকার চেয়ে বড়। তোমার লেখাপড়া শিখে কি হবে? যা বাপ দাদা রেখে গেছেন তোমার পক্ষে যথেষ্ট; তাতে আবার ছেলে নাই। আচ্ছা নদেরচাঁদ! কেন তুমি ছেলে হবার জন্য বাটীতে পুরাণপাঠ করাও না?

নদেরচাঁদ। আমি সব্ করেছি, কিছুই হয় না।

ভুড়্ভুড়িচাঁদ। বোধ হয়, তুমি এক মনে কার্য্য কর নাই। আর যারা ব্রতী ছিল, তারাও উপযুক্ত নয়। আমার ইচ্ছা

হয় যে, তোমার জন্যে কিছু করি ; কিন্তু সমস্ত দ্রব্য যদি ঠিক্ করিতে পার। আর যাহারা আমার সঙ্গে থাকিবে, তাহারা যদি শুদ্ধাচারে থাকে, আর তুমি যদি অর্থের কৃপণতা না কর, তা হলে বোধ হয়, আমি নিশ্চয়ই সফল হইতে পারি।

নদেরচাঁদ চুপ করিয়া রহিল। এমন সময়ে, বোক্‌চাঁদ আসিয়া উপস্থিত হইল। কিহে ভুড়্ভুড়িচাঁদ! এতদিন কোথায় লুকিয়েছিলে? এসেই বাপু, নদেরচাঁদকে জক্-সক্ করে ফেলেছ। কিহে নদেরচাঁদ! গুঁতো খেয়েই যে অস্থির হয়ে চুপ করে রইলে? বাক্ সরে না যে? ভুড়্ভুড়িচাঁদ বোবা করে ফেল্‌লে নাকি? ভাই ভুড়্ভুড়িচাদ! কি ঔষধ শিখে এসেছিস্ আমায় একটু দেনা ; আমার বড় উপকার হয়। অনেক বেটা গিধোড়ের কাছে যেতে হয়, বেটারা চীৎকার করে সব্ মাটী করে। বেটারা না জানে লেখাপড়া, না জানে রঙ্-তামাসা, না জানে ভোগ, বেটাদের চব্বিশ ঘণ্টাই শোক। কিন্তু অন্যকে দেখায় যে, বেটারা যেন নাড়ুগোপাল। বেটারা যদি মানুষ হতো, তাহলে কি বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা হতো। বেটারা খুব্ ষাঁড়ের মতন গাঁ-গাঁ করে নাদ্‌তে পারে। বেটাদের গুণ আর কি বল্‌বো, পরের কুচ্ছ করলে হাসির ধমকের চোটে রেলের গাড়ীর দম্ ঝক্ মেরে যায়। তাই বল্‌ছিলেম,—তুমি আমার ন্যাংটা ইয়ার, যদি কোথায় কিছু পেয়ে থাকো, দিলে আমার উপকার হয়। নদেরচাঁদ!

ভাই কিছু রাগ করো না ; তুমি তো জান যে, আর সব্ বেটা গিধোড়, খালি তুমি ছাড়া।

নদেরচাঁদ। দেখ্‌লে ভুড়্‌ভুড়িচাঁদ, আমি যা বলেছিলাম, ঠিক কিনা, রঙ্-তামাসা ছাড়া বোক্‌চাঁদ থাক্বে না।

বোক্‌চাঁদ। ভাই আমাদের বিষয়ও নাই, আশাও নাই, তার দরুণ সোটাও নাই, খালি রঙ্-তামাসা নিয়ে থাকি। একটাতো মানুষকে নিয়ে থাক্‌তে হয়, তা না হলে যে, পাগল হয়ে যায়। আচ্ছা ভাই, নদেরচাঁদ! তুমি ঠিক্ বলো দেখি,—যখন তোমার বাবা ছিলো, তখন কত রঙ্-তামাসা কর্‌তে, কিন্তু কর্ত্তার মৃত্যুর পর থেকে যেন এক রকম হয়ে গেছ, তা হতেই পারে। নানাকার্য্য দেখ্‌তে হয়, নানাচিন্তা কর্‌তে হয়, কোথায় কি হলো না হলো সব্ খবর রাখ্‌তে হয়, এক মুহূর্ত্তও ফাঁক নাই যে, দুই একটা আমোদ প্রমোদ কর। কিন্তু ভাই, তোমার মনটা সখের কি না ঠিক্ বল দেখি ? আমিতো সব্ জানি।

নদেরচাঁদ চক্ষু ছল্ ছল্ করিয়া বলিল,—তুমি যা বল্‌লে, তা সব্ ঠিক্। মনের ভিতর সব্ হামাগুড়ি দেয়, কিন্তু কি করি, সব্ দিক্ বজায় রাখ্‌তে হবেতো ? দেখনা, বাবা মরে যাওয়াতে, আমার লেখাপড়াও সব্ শেষ হলো।

বোক্‌চাঁদ। তাইতো বলি নদেরচাঁদ, আমাদের মতন লোকের অনেক বাপ থাকা উচিত ; কিন্তু বিধির কি বিড়ম্বনা।

একজন মর্‌লে আর একজন অমনি প্লেস্‌ নিলে, তা নাহলে কি রঙ্‌-তামাসা হয়, লেখাপড়া হয়, এ কিনা বিষয় বিষয় করে জীবনটা গেল। ওর চেয়ে ভিখারীর ছেলে হওয়া ভাল। দেখ না, আমি রঙ্‌-তামাসা নিয়ে থাকি, খাই দাই রগড়্‌ করে বেড়াই, কোনও ভাবনা নাই, কোন চিন্তাও নাই। তবে ভূড়্‌ভুড়িচাঁদ কেমন আছ, তা বলো?

ভুড়্‌ভুড়িচাঁদ। তোমায় অনেকদিনের পর দেখে বড় খুসী হইলাম। আমি ভাই অনেক্‌দিন অনেক টোলে থেকে, অনেক লেখাপড়া শিখে অনেক দেশ বেড়াইয়া আসিলাম। কিন্তু ভাই, ছেলেবেলার এয়ারের কাছে যে আমোদ পাওয়া যায়, তা আর কোথাও পাওয়া যায় না।

দেখনা, আমি দেশে আসিয়াই অগ্রে তোমাদের সঙ্গে দেখা করিতে আসিলাম। এতক্ষণ নদেরচাঁদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা কর্‌ছিলাম। তুমি আসাতে আরও ভাল হলো। তোমার ছেলে হয়েছে, না নদেরচাঁদের মতন?

বোক্‌চাঁদ। আমাদের পয়সা নাই যে, হোমযাগ ক'রে ছেলে হবে। তিনি ইচ্ছা করিলেই সব্‌ হবে। গরিবের সহায় তিনি। বাপ দাদারা দেখে শুনে নাম ঠিক্‌ রাখে, তুমি টোলে পড়ে বিদ্বান্‌ হবে, দেশ দেশান্তরে যাবে, এইটী যেন বাপ দাদারা জেনে তোমার নাম ভুড়্‌ভুড়িচাঁদ রেখেছিলেন। আমি খোকা কোথাও যাব না, তাঁরা ঠিক্‌ ক'রে বোক্‌চাঁদ নাম রেখে-

ছেন। তা ভাই বুক্নি শিখেছত, তা হলেই বেশ চল্বে। টিকী রেখেছ ? ওটা হজুমী-গুলি, ওটা নাহলে কিছুই হয় না। তা বেশ বেশ।

নদেরচাঁদ। ভুড়্ভুড়িচাঁদ এতক্ষণ কতঃ কি বল্লে। ভুড়্ভুড়িচাঁদ খুব্ লেখাপড়া শিখে এসেছে, তা ভাই আমি কিছুই বুঝ্তে পার্লেম না। কি কাল—কাল, আরও কত কি বল্লে!

বোক্চাঁদ। বুঝেছি, বুক্নিতেই জড়সড়, তবুও খাতা খুলে নাই।

নদেরচাঁদ। তোমার আর ফাজ্লামি চল্বে না। এই বার জোঁকের মুখে নুণ পড়্বে।

বোক্চাঁদ। আর নুণ দিতে হবে না, আপনিই গুটিয়ে গুটিয়ে গেছে। বাপ দাদাদেরতো বিষয় পায়নি যে, খোদার খাসি হবো, আর মোল্লারা খুব্ মজা করে খেয়ে পুতনরক থেকে উদ্ধার কর্বে। পেটের দায়েতেই অস্থির। আমার লেখাপড়াতে কাজ নাই, পয়সাতেও কাজ নাই। এই দুটাতেই মাথা খারাপ করে। একটা বাক্-চাতুরিতে মজা লোটে, আর একটা গিধোড় পয়সা হয়ে মজা দেয়। বোকা আছি ভাল, আজকের আজ বুঝিলাম, কালকের কাল বুঝিলাম, তাহলেই রোজের রোজ বুঝিলাম। আমার মাথা ঘামিয়ে কাল বুঝে কাজ নাই, কালেতেই কালে খায়, আগিয়ে গেলে রাজা হয়, পিছুনে,

গেলে বাঘে খায়। বুক নিতে কাজ নাই, যা দেখলুম্ তাই করলুম্; মোটামুটি ভালরে বাবা। অদ্য মাছের ঝোল, কাল ডাঁটা চর্চ্চড়ী।

নদেরচাঁদ। বোক্‌চাঁদ! ভুড়্‌ভুড়িচাঁদ কি বলে শোন না! অহে ভুড়্‌ভুড়িচাঁদ! তুমি যে কাল—কাল কি বল্‌লে। আর একবার বোক্‌চাঁদকে বলো না।

ভুড়্‌ভুড়িচাঁদ। কালের আকার নাই, আদি নাই, মধ্য নাই, অন্ত নাই, কালকে পরাস্ত করিতে কেহ পারে না। কালকে অজানিত বলে, সূর্য্যের দ্বারায় যে কালকে ঠিক্ করা হয় তাহা কল্পিত। সমস্ত জগৎও কল্পিত। খালি সংস্কারের কারণ নানারকম দেখি। কাল অনন্ত, কাল হইতে যাহা, তাহাও অনন্ত, ইহার কারণ সমস্ত জগত ও অনন্ত।

বোক্‌চাঁদ। তুমি যা বল্‌লে সবই ঠিক্। তবে কি জান, ভুড়্‌ভুড়িচাঁদ, পুকুরে যে ভুড়্‌ভুড়ি কাটে সেও যা, আর পুকুর-টাও তা। তা বেশ বেশ।

ভুড়্‌ভুড়িচাঁদ রাগান্বিত হইয়া বলিল,—বোক্‌চাঁদ, তুমি বোকা তাই বুঝিতে পারিলে না। ভুড়্‌ভুড়িটা কোথায় কাট্‌ছে, পুকুরে, না আর কোথাও? যদি পুকুরে হয়, তবে সব্ এক নয়।

বোক্‌চাঁদ। যদি সব এক, তবে কেন তুমি কার্য্য কর। কেন তুমি আমায় বোকা বল, সূর্য্যের দ্বারায় যে কাল ঠিক্ করা

হয়, তাহা কেন কল্পিত বল, এবং সমস্ত জগৎকে কেন কল্পিত বল। কাল অনন্ত, কাল হইতে যাহা, তাহাও অনন্ত, ইহার কারণ সমস্ত জগৎ অনন্ত। এইটি ঠিক বলেছো, কিন্তু ঠিক ধর্‌তে না পেরে মাঝে মাঝে ভুড়্ভুড়ি কাট্‌ছো। এই জগৎ যদি কল্পিত, তাহলে তুমি যা বল্‌ছো, তাহা কেন না কল্পিত হয়? যখন তুমি জগৎছাড়া নও। ভাষা শিখিলে হবে না, তলিয়ে দেখ—ভিতরে কি আছে; এক বোকা-পাঁঠা ভাল, তা নয়ত বৃহস্পতি ভাল; মাঝামাঝি বড় সর্ব্বনাশ।

ভুড়্ভুড়িচাঁদ। তুই কিছুই জানিস্‌নি, তুই নিজে বোকা পাঁঠা, তোর কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান নাই। বোকচাঁদও যা আর ভুড়্ভুড়িচাঁদও তা। আহা কি বিদ্যাবুদ্ধি। তবে কি করে জগৎ উৎপত্তি হয়, শুন।

প্রথমে পুরুষ, যাহা অব্যক্ত বলিয়া কথিত হয়। পুরুষ, কাল ও শিব, আর যে যা বল, তাতে ক্ষতি নাই। প্রকৃতিও পুরুষের মত জানিবে, কারণ ইহার কিছুই নিরাকরণ করিবার নাই; ইহাকেই প্রকৃতিতত্ত্ব বলে। ইহা হইতে মহত্তত্ত্ব, মহত্তত্ত্ব হইতে অহঙ্কারতত্ত্ব, অহঙ্কার হইতে একাদশ বৈকারিক্যতত্ত্ব। যথাঃ—আকাশ, মরুত, তেজ, অপ, ক্ষিতি, শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, ও মন, এই চতুর্দ্দশতত্ত্ব হয়। চতুর্ব্বিংশতি করিতে হইলে, আরও দশটী যোগ করিতে হয়। যথাঃ—কর্ণ, ত্বক্, চক্ষু, জিহ্বা, নাসিকা, বাক্, পাদ, পাণি, লিঙ্গ, গুহ্য এই চতু-

বিংশতি তত্ত্ব একের পর এক হইয়াছে। কিন্তু চতুর্দ্দশতত্ত্ব-তেই সমস্ত চলে, আর দশটী অপর দশটীর প্রকাশ ব্যতীত আর কিছুই নয়।

বোক্‌চাঁদ। তুমি যা বল্‌লে সব ঠিক্, কিন্তু ধর্‌তে ছুঁতে নাই। আই-মার গল্পের মত শুন্‌তে ভাল. কার্য্যে কিছুই নাই। কোন্‌টার পর কোন্‌টা ইহা কিছুই নিরাকরণ করিবার নাই। খালি মহাজনের কথা ব্যতীত আর কিছুই নাই। যদি কেহ বিপরীত বলে, তাহাও ঠিক করিবার উপায় নাই। যখন দুই জনের অবস্থাই সমান, কারণ কেহই দেখাইতে পারিবে না। যাহার পুঁট্‌কি বেশী থাকিবে সেই জয়লাভ করিবে।

সৃষ্টির সময় কেহই ছিল না যে, সৃষ্টির কথা বলিবে, এবং তিনি কাহারও সহিত পরামর্শ করিয়া কার্য্য করেন নাই যে, অপরে জানিবে। মহাজনেরা দূরদর্শী ছিলেন, বর্ত্তমান দেখিয়া ভূত ভবিষ্যৎ ঠিক করিতেন। আজ কালকার গাঁজাখোরের ফলিত জ্যোতিষ নয়। যাহা বর্ত্তমানে হয়, তাহা অতীতে হইয়াছিল ও ভবিষ্যতে হইবে; কারণ নূতন কিছুই নাই। যাহা আছে, তাহাই আছে, যাহা নাই, তাহা কোনকালেই নাই। স্থূল থেকে মহাজনেরা মাথা ঘামাইয়া বাক্যের কেল্লা তৈয়ার করে সূক্ষ্মে গেছে, আর কিছুই নয়। কিন্তু কেল্লা এমন তৈয়ার করেছে যে, বাহিরের শত্রু কেল্লা ভেঙ্গে ভিতরে যাবে তার পথটী নাই। ইচ্ছা কর, নূতন বাক্যের কেল্লা তৈয়ার

কর। এই রকম অনেকেই তৈয়ার করেছে,—কিন্তু কেহ কারও ভাঙ্গিবার জো নাই। কারণ, সকলেই সমান এবং সকলেই স্বস্ব প্রধান। কেল্লার ভিতরফৌজ যারা থাকে, তারাই গোলমাল করে, কিন্তু কেল্লার ভিতরে যতক্ষণ থাকে, ততক্ষণ ঠিক থাকে, বাহিরে আসিলেই সর্ব্বনাশ। যে যার কেল্লার বাহিরে আসিলে অন্যের কেল্লা দেখিয়া নিজের কেল্লার অহঙ্কারে মত্ত হইয়া, ফৌজে ফৌজে লড়াই বাঁধে। যদি ঠুক্-ঠাক্ হইল, তবে হাত পা ভাঙ্গিয়া যে যার নিজের কেল্লার ভিতর ঢুকিল। আর যদি খুব বেশী হইল, উভয়ের কর্ত্তা আসিয়া সন্ধি করিল। তাঁহার মহিমা কি অদ্ভুত। কোনকালে দুই কর্ত্তায় একত্রিত হয় নাই। একের পতন, অপরের উত্থান, এই চিরকাল চলিয়া আসিতেছে। ভুড়্‌ভুড়িচাঁদ! আমরা বোকা ও মূর্খ, মোটামুটি বুঝি, বাক্-চাতুরী শিখি নাই বুক্‌নি মুখস্থ করি নাই যে, প্রকৃতি-তত্ত্ব, মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার-তত্ত্ব, একাদশ বৈকারিকা-তত্ত্ব কিম্বা চতুর্ব্বিংশতি-তত্ত্ব বুঝিব। সাদা-সিদে লোক সাদাসিদে বুঝি।

মুটে মজুর পেটের জন্যেই অস্থির, আর মায়ার জন্যেই মায়াতে কেঁদে মরি।

ভুড়্‌ভুড়িচাঁদ। তুমি মোটামুটি কি বুঝ, বল দেখি?

বোক্‌চাঁদ। প্রকৃতি পুরুষের কিছুই ঠিক করিবার যো নাই। ইহারা যে কে, এবং কোথা থেকে আসে, এবং ইহা-

দের কর্ত্তা কে, কেহই কিছু বলিতে পারে না, খালি স্বয়ং না বলিলে চলে না। কিন্তু যখন স্বয়ং এইটী বিশ্বাস করিবে, তখন সমস্তই বুঝান যেতে পারিবেক। একটী স্থান ঠিক না করিলে দিক্ নির্ণয় হয় না, যেমন সূর্য্যদেব না থাকিলে দিক্ নির্ণয় হইত না। মনে কর,—ক, খ, গ, নামক তিন ব্যক্তি উপবিষ্ট আছে; কএর পূর্ব্বদিকে খ বসিয়াছে, গ, খএর পূর্ব্বদিকে বসিলে, খ, গএর পশ্চিমদিক হইল। যেটী পূর্ব্ব ছিল, সেইটীই পশ্চিম হইল। অতএব দেখ, একটী স্থান ঠিক না করিলে দিক্ নির্ণয় হয় না। কারণ, প্রকৃত দিক্ কিছুই নাই। ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ০, বিশ্বাস না করিলে অঙ্কবিদ্যা হয় না। একের পিছনে কি আছে বলিলে সর্ব্বনাশ উপস্থিত হয়। তাবলে একের (১) পরের পর অর্থাৎ ১, ২, ৩, ৪ ইত্যাদি যাহা, তাহা অস্থিতপঞ্চম' নয়। কারণ, নয়টী ফিগার্ ও একটী জিরো লইয়া জগতে অঙ্কবিদ্যা চলিতেছে। যদি একের (১) পিছনে কিছুই নাই বলিয়া, একের (১) পরেও কিছুই নাই বল, তাহলে আদি, অন্ত, মধ্য কিছুই নয়, ইহাই প্রমাণ হইল;

একের (১) পর যতশূন্য বসাইবে ততই সংখ্যা হইবে, যথা—১০০০০ দশ হাজার। কিন্তু একপুঁছিয়া দিলে, তাহা (০০০০) শূন্যময় হয়, তদ্রূপ গোড়ায় একটী না ধরিলে সমস্ত শূন্যময় হয়। এক হইতে আনিলে পূর্ব্ববৎ দর্শন বলে। যথা,—এক,

দুই, দশহাজার ইত্যাদি অর্থাৎ "এ-প্রায়রী।" আর পর হইতে একে আসিলে পরবৎ দর্শন বলে। যথা—দশ হাজার, দুই, এক অর্থাৎ "এপোষ্টিরিয়ারি"। এই দুইটী পথ ব্যতীত জগতে তৃতীয় পথ নাই। হিমালয় পর্ব্বতকে মাথা দিয়া ঢুঁ মারিয়া চূর্ণ করা যদিও কালে সম্ভবপর হইতে পারে, তত্রাচ প্রকৃতি পুরুষকে জ্ঞান, বিজ্ঞান ও যুক্তিদ্বারা নির্ণয় করা সম্ভবপর নহে। গোড়ার অস্তিত্বকে যদি বিশ্বাস না কর, তাহা হইলে তোমার অস্তিত্বের বিশ্বাস কি? যদি তোমার অস্তিত্ব ঠিক হইল না, তাহা হইলে তুমি যাহা বলিবে, কহিবে ও তর্ক করিবে, তাহাও ঠিক নয়। প্রকৃতি পুরুষের উপর উহা যুক্তিসিদ্ধ নয়। কেমনহে ভুড়্ভুড়িচাঁদ?

ভুড়্ভুড়িচাঁদ। দেখ নদেরচাঁদ! বোক্‌চাঁদ যা সব বল্‌লে বড়ই ঠিক। আমরাও কোন পুস্তকে প্রকৃতি পুরুষের কর্ত্তা কে, কোথাও পাই নাই, সকল পুস্তকে স্বয়ং বা স্বয়ম্ভূ বলে। তাহলে বিশ্বাস ব্যতীততো গতিই নাই। বোক্‌চাঁদের স্বাভাবিক জ্ঞান অতি উচ্চ। আমি অনেক দার্শনিকের সঙ্গে এই সব বিষয়ে কথা কহিয়াছি; কিন্তু এমন যুক্তিসিদ্ধ কথা কোথাও শুনি নাই।

নদেরচাঁদ। সাপের হাঁচি বেদেই জানে। আমরাত বোক্‌চাঁদের মত নিরেট গাধা দুইটী দেখ্‌তে পাই না। বোক্‌-চাঁদের যদি আক্কেল বুদ্ধি থাক্‌বে, তাহা হইলে বোক্‌চাঁদ

কেননা পাব্লিকে মুভ্ করে, কেননা খবরের কাগজে নাম উঠে। কেননা বাহিরে থেকে পয়সা রোজগার করে নিয়ে আস্তে পারে। আমাদের দেশে সকলেই জানে যে, বোক্-চাঁদ একটা মহাবানর। খালি রঙ্-তামাসা করে বেড়ায়, আর ঘরের কোণে চুপ করে বসে থাকে। কিন্তু ভুড়্ভুড়িচাঁদ! বোক্চাঁদের বিশ্বাস অত্যন্ত বেশী, যদিও এত চালাকদাস বাবাজী,—বিশ্বাসের দরুণ মাটী হয়ে গেল। যাকে বিশ্বাস কর্বে, তাকে অবিশ্বাস কিছুতেই কর্বে না। ইহার দরুণ, অনেক ঠেকেছে, কিন্তু বোক্চাঁদের ভ্রূক্ষেপ নাই,—তাঁর কৃপায় আবার ধুঁইয়ে ধুঁইয়ে উঠছে। এদেশে বিশ্বাসঘাতকতা অত্যন্ত বেশী, এই হেতু এদেশে কেহ প্রকৃত বড় হয় না। যাঁদের পেটে একখানা, মুখে একখানা, তারাই এদেশে বড় হয়। আইনবাজ একের (১) নং, ধনী—২নং, তার পরে পরে সব। অন্যদেশে অসভ্যেরা মেরে ফেলে, কেড়ে ছিকড়ে নেয়, কিন্তু আমাদের দেশে খালি আইন বাঁচিয়ে, জীয়ন্তেই সব লুটে পুটে নেয়। "ভাল মানুষের নির্ব্বংশ," এটা যা মেয়ে মানুষে বলে, তা ঠিক্।

ভুড়্ভুড়িচাঁদ। তুমি লোকের প্রকৃতি বোঝ না। কেহ এক পয়সাতে ভিড়্বিড়িয়ে বেড়ায়, কেহ কোটি টাকাতে ঘরে গাধা হয়ে চুপ করে থাকে, কিন্তু বোক্চাঁদের যা মাথা ও মাথা কখনই চুপ করে থাকবার নয়। যদি তুমি বাঁচ, আর বোক্-

চাঁদও বেঁচে থাকে, দেখ্‌বে বোক্‌চাঁদ একবার ওলট-পালট কর্‌বে। কিন্তু বোক্‌চাঁদের একটা মহাদোষ হয়েছে; যা দিয়ে লোক বড় হয়, সেই ভুড়ই সকলকার কাছে ভেঙ্গে দিচ্ছে, কেহই ভুড় ভাঙ্গে না; সকলকে গাধা রেখে নিজে বড় হয়। কিন্তু বোক্‌চাঁদ সকলকে সেয়ানা করে দিচ্ছে, এই বিপরীত পথের দরুণ, কতদূর কৃতকার্য্য হবে সন্দেহ। যে দেশে যে রকম বিধি, সে দেশে সে রকম ব্যবস্থা না করিলে বড় হয় না। বোক্‌চাঁদ সব জানে, কিন্তু প্রকৃতির দরুণ কিছুই করিতে পারিতেছে না। তা নদেরচাঁদ, ও সব বাজেকথা এখন যাক্। বোক্‌চাঁদ! তারপর মোটা কি রকম বুঝেছ, বল দেখি।

বোক্‌চাঁদ। মনে কর, হর ও গৌরী নামে দুই ব্যক্তি আছে। একটি পুরুষমানুষ ও অপরটি মেয়েমানুষ, যদি হর ও গৌরীর মা বাপ, কে জিজ্ঞাসা কর; তাহলে গোলমাল হবে। আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, প্রকৃতিপুরুষের উপর উঠিবে না, এবং তুমিও স্বীকার করিয়াছ যে, প্রকৃতি-পুরুষের কর্ত্তা কে, তাহা পুস্তকে বলে নাই, খালি বিশ্বাসই এই স্থলের মীমাংসা।

ভুড়ভুড়িচাঁদ। প্রকৃতি-পুরুষের কর্ত্তা কে, তাহা কেহ জানে না। ইহার কারণ বিশ্বাস ব্যতীত উপায় নাই, কিন্তু আমরা সকলে দেখিতেছি যে, পিতামাতা ব্যতীত সন্তান-সন্ততি

হয় না, তাহলে কেননা উঁহাদের পূর্ব্বপুরুষ জিজ্ঞাসা করিতে পারিব।

বোক্‌চাঁদ। জিজ্ঞাসা করিলে তারপর তারপর করিয়া অনন্তকাল ঘুরিবে। আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি, একটা ঠিক না ধরিলে সবই অঠিক হয়। আরও দেখ, তুমি বল দেখি, ভ্রূণ জানিতে পারে যে অমুক আমার পিতামাতা।

ভুড়্‌ভুড়িচাঁদ। না।

বোক্‌চাঁদ। তবে কেন ওকথা জিজ্ঞাসা কর।

ভুড়্‌ভুড়িচাঁদ। বড় হইলে জানিতে পারে যে, অমুক আমার পিতামাতা।

বোক্‌চাঁদ। বড় হইলে জানিতে পারে যে, অমুক আমার পিতামাতা, কিন্তু সে না হইতে পারে, তত্রাচ তাহাদিগকে পিতা মাতা বলিবে কিনা!

ভুড়্‌ভুড়িচাঁদ। অবশ্য।

বোক্‌চাঁদ। যেমন ভ্রূণ জানিল না যে, কে তার পিতা মাতা, এবং বড় হইয়াও প্রকৃত পিতামাতাকেও পিতামাতা বলিল না, বিবাহের পিতামাতা যে, তাহাকেই পিতামাতা বলিল। কিন্তু এইটী ঠিক যে, বিনা পিতামাতা সে জন্মগ্রহণ করে নাই। এইটীই সে দেখিয়া, শুনিয়া, পড়িয়া, ঠিক জানিল। বিনা প্রকৃতি-পুরুষ এই জগৎ নয়, ইহা ঠিক হইল। কিন্তু প্রকৃতি-পুরুষ না বলিয়া সম্প্রদায় অনুসারে যে যাহা বল,

তাতে কোন ক্ষতি নাই। কিন্তু বিবাহের পিতামাতাকে যেমন মাতাপিতা বলিতে হয়, সে জন্ম দিগ্, আর না দিগ্, তেমনি সম্প্রদায় অনুসারে পিতামাতা বলা উচিত। অন্য সম্প্রদায়ের পিতামাতাকে পিতাপিতা বলা উচিত নয়?

ভুড়ভুড়িচাঁদ। অবশ্য।

বোক্‌চাঁদ। বলিলে কি হয়?

ভুড়ভুড়িচাঁদ। সমাজে বেশ্যাপুত্র বলে।

বোক্‌চাঁদ। তবে কাহারও উচিত নয় যে, নিজ সম্প্রদায়ের প্রকৃতি-পুরুষ ব্যতীত অন্য সম্প্রদায়ের প্রকৃতি-পুরুষকে মাতাপিতা বলে।

ভুড়ভুড়িচাঁদ। না।

বোক্‌চাঁদ। সকলকার গোড়া যে এক, ইহা জানিতে পারিলে এবং বিনা মাতা পিতা জন্ম হয় না, ইহাও যে ঠিক, ইহাও জানিতে পারিলে। কিন্তু ভ্রূণ অবস্থাতে জানিতে পারে না। বড় হইয়া জানিতে পারে। সেই রকম দেখিয়া, শুনিয়া পড়িয়া, জ্ঞানী হইলে জানিতে পারে যে, এই জগৎ প্রকৃতি পুরুষ হইতে হয়। মহাজনেরা মোটা দর্শন দিয়া মাথা ঘামাইয়া সূক্ষ্ম দর্শনে যায়। প্রতিদিন মানবের জন্ম, স্থিতি, ও মৃত্যু দেখিয়া, জগতের সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়, ঠিক করিয়াছেন। যেমন প্রত্যেক প্রত্যেক স্ব স্ব প্রধান বলিয়া, একেবারে সব মজে না, যে [illegible] কালে, তেমনি সমস্ত

জগতের নাশ এক সঙ্গে হয় না! ইহার কারণ প্রলয়ে প্রকৃতিতে অব্যক্তভাবে থাকে। ইচ্ছা হইলেই পুনঃ ব্যক্ত হয়।

ভুড়্ভুড়িচাঁদ। তারপর।

বোকচাঁদ। হর ইচ্ছা করিল যে, আমি বহু হইব, অর্থাৎ সন্তান উৎপাদন করিব। গৌরীও ইচ্ছা করিল, আমি ধারণ করিব। গৌরীর উদরে শৃঙ্গার পরশে ঋতুর সংযোগে জীব জন্ম হরের ঔরসে। প্রথমে জ্ঞানেন্দ্রিয়, তারপরে কর্ম্মেন্দ্রিয়, তারপর চৈতন্য। একাদশতত্ত্ব আর কিছুই নয়, একাদশ মাস ব্যতীত। সপ্তমমাসে জীব উদরে পূর্ণাবস্থা পায়, কিন্তু দশমাস হইতে একাদশ মাসের ভিতর ভূমিষ্ঠ হয়। হরগৌরী প্রকৃতিতত্ত্ব, আমি বহু হইব ও সঙ্গম—মহত্তত্ত্ব ও অহঙ্কার-তত্ত্ব। আকাশ, মরুত, তেজ, অপ, ক্ষিতি, কর্ণ, ত্বক্, চক্ষু, জিহ্বা, নাসিকা। পঞ্চভূতের ও পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের গুণ এক। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, মন—চৈতন্য। বিসর্গ, শিল্প, গতি, উক্তি, কর্ম্ম। গুহ্য, লিঙ্গ, পাণি, পাদ, বাক্ এই চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব।

ভুড়্ভুড়িচাঁদ। সাত্বিক, রাজসিক ও তামসিক এই তিনটী কই।

বোকচাঁদ। বায়ু, পিত্ত ও কফ।

ভুড়্ভুড়িচাঁদ। আচ্ছা, তিনি আদিতে জলে শয়ন করে থাকেন, তোমার তা কই?

বোক্‌চাঁদ। কেন গর্ভোদক।

ভুড়ভুড়িচাঁদ। তা হলো যদি—তা হলে ধরা ও মেরু ও জঙ্গল কই?

বোক্‌চাঁদ। জরায়ু, মেরুদণ্ড ও শরীরের চুল।

ভুড়ভুড়িচাঁদ। সমস্ত জগৎতো প্রকৃতির অনুগ্রহে আছে, ভ্রূণ কার অনুগ্রহে থাকে?

বোক্‌চাঁদ। মা গৌরীর অনুগ্রহে, তাঁর রসে বাড়ে দিনে দিনে।

ভুড়ভুড়িচাঁদ। মার রস সে পায় কি করে?

বোক্‌চাঁদ। নাভির নাড়ীর সহিত মায়ের সংযোগ হেতু। ইহার কারণ, সন্তানসন্ততি ভূমিষ্ঠ হইলে শীঘ্র নাড়ী ছেদন নিষেধ। যদি মৃতবৎ ভূমিষ্ঠ হয়, মায়ের রক্ত সঞ্চালনের দ্বারায় অনেকস্থলে জীবিত হয়। কিন্তু নাড়ীছেদ করিলে আর উপায় থাকে না। আবার যদি মা মৃতবৎ হয়, শীঘ্র নাড়ীচ্ছেদন বিধেয়। তা নাহলে মায়ের মৃত্যুতে শিশুর মৃত্যু সম্ভবপর।

ভুড়ভুড়িচাঁদ। নাড়ীচ্ছেদনের পর আর মাতা ও শিশুর পরস্পর সম্পর্ক নাই।

বোক্‌চাঁদ। না, যদি থাকিত তাহা হইলে মায়ের মৃত্যুতে শিশুর মৃত্যু হইত, মায়ের ব্যারামে শিশু রোগগ্রস্ত হইত, মায়ের অন্নাভাবে শিশুর অন্নাভাব হইত। মায়ের হোঁচট লাগিলে শিশুর লাগিত। এই রকম শিশুর অবস্থাতে ও মায়ের

অবস্থাকে পরস্পর আক্রান্ত হয় না। প্রকৃতি পুরুষ হইতে একবার স্খলিত হইলে, আর এক মোটাতে থাকে না। সূক্ষ্মে চিরকালই আছে। সমস্ত এক বলা পাগলামি বই আর কিছুই নয়।'

ভুড়্‌ভুড়িচাঁদ। শিশু জন্মিবামাত্রই কেন অন্ন চায়।

বোকচাঁদ। অন্ন হইতে জন্মিয়াছে ইহার কারণ অন্ন চায়।

ভুড়্‌ভুড়িচাঁদ। কি করে অন্ন হইতে জন্মিল, তুমি বল দেখি?

বোকচাঁদ। সূর্য্য রশ্মিদ্বারা জল আকর্ষণ করিয়া, জলকে মেঘরূপে পরিণত করে। মরুত তাহা স্বভাবসিদ্ধ গুণে ভগ্ন করে। ক্ষিতি স্বধর্ম্মগুণে গ্রহণ করে, চন্দ্র রশ্মিরূপে অকাতরে রসদান করে, এইরূপে অন্ন প্রস্তুত হয়। অন্ন জন্তুর জীবন ধারণ ও বীজের কারণ। বীজ যোনিক্ষেত্রে ভুত উৎপাদন করে।

নদেরচাঁদ। ওহে ভুড়্‌ভুড়িচাঁদ! তুমি আজ অনেক বোকচাঁদকে বকিয়েছ। আজ থাক, আর একদিন হবে।

বোকচাঁদ। হওয়া হওয়ির পালা হয়ে গেছে, এখন লওয়া লওয়ির পালা পড়েছে। ভুড়্‌ভুড়িচাঁদ! হজমীগুলি দিয়ে আর বেওয়ারিশ গেরুয়া কাপড় পরে, নাবালক নাবালিকাদের মর্ত্তে থেকে আর স্বর্গে পাঠিও না। তারা গোবেচারা, তা না হলে রোজ অবতার গড়ে, আর ভাঙ্গে। দেখ না,—মা, বাপ,

ভাই, ভগিনী, কুটুম্ব ও প্রতিবাসীকে অন্ন না দিয়ে ন্যাসন্যাল্ রিফর্মার ও গ্রেটম্যান হচ্ছে। তুমি ভাষা শিখেছ, সেইজন্যেই বল্‌ছি। কি জানি, তুমি না অবতার হও। ভাসা নাবালক ও নাবালিকাদের গুরু হওয়া আশ্চর্য্য কি ? যখন তারা এটা বুঝে না যে, গুরু আমাদের মুখ দিয়ে রক্ত উঠা কড়ি, কিম্বা বাপ দাদার সঞ্চিত কড়ি নিয়ে মজা লোটে, আর তারা হেলায় সেই পয়সা দিয়ে পদসেবা করে। বোধ হয়, তাদের জন্মই পদসেবা করিবার জন্যে। তা না হলে, হাজার বল, কিছুতেই হেলে না ও দোলে না। গাধা সব কর্‌ত্তে পারে, খালি ভাতের কাঠিটি বইতে পারে না। ভুড়ভুড়ি ! যদি তোমার বেতের ভয় থাকে, তা হলে কিছুদিনের জন্যে আর এ মজা লুট না।

ভুড়ভুড়িচাঁদ। বেতের ভয় কি বোকচাঁদ ?

বোকচাঁদ। তুমি জান না। তবে আই-মার গল্প বলি শুন, একজন যমের ঘর থেকে ফিরে এসেছিল, তার প্রতিবেশীরা তাকে জিজ্ঞাসা কর্‌লে,—কিরে গোবেচারা, তুই মরে গেছ্‌লি ফিরে এলি কি করে ?

গোবেচারা বলিল,—যম সিংহাসনে বসে আছে, আমায় যমের সাম্‌নে যমদূতেরা নিয়ে গেল, চিত্রগুপ্ত যমের পার্শ্বে বসে খাতা উল্‌টাচ্ছে। চিত্রগুপ্ত খাতা উল্‌টে দেখে বল্‌তে লাগ্‌লো—যমরাজ ! গোবেচারা প্রকৃত গো বেচারা। এ

কিছুই জানে না; খালি পরের কথাতে চলে, সমাজের অনিষ্ট করেছে, আর নিজে ভাষা শিখে খুব বাহাদুরী নিয়েছে।

যমরাজ বলিল,—দেখ চিত্রগুপ্ত! তুমি যা বল্‌লে তা ঠিক; কিন্তু মানুষতো—পশু নয়তো। আবার ভাষাতে বাহাদুরী নিয়েছে—তা কোষে ওকে পাঁচবেত দাও, তা হলেই বাহাদুরী টের পাওয়া যাবে। দুই চারি ঘা বেত পড়্‌তেই আমি সইতে না পেরে, বল্‌লুম,—ধর্ম্ম অবতার! আমি কিছুই জানি না, অমুক লোকটা আমায় ভুলিয়ে আমার সর্ব্বনাশটা করেছে। আমি ভাষা জান্‌তুম্, কিন্তু আমি ভাসা ছিলুম।

যমরাজ বলিল,—কে তোর সর্ব্বনাশ করেছে?

গোবেচারা বলিল—"ন্যাসন্যাল রিফর্মার"—গ্রেটম্যান—অবতার।

যমরাজ বেগে চিত্রগুপ্তকে বলিল,—বলাও ওস্কো। তৎক্ষণাৎ পিছমোড়া করে বেঁধে রুলের গুঁতো দিতে দিতে নিয়ে এলো। অমনি যমরাজ আমায় জিজ্ঞাসা করিল,—কিরে এই লোক তোকে মজিয়েছিল।

গোবেচারা বলিল—আজ্ঞা হ্যাঁ।

অমনি সপাসপ বেত পড়্‌তে লাগ্‌লো, আর সে বাপরে—মা-রে—গেলুমরে—বলে চীৎকার করতে লাগ্‌লো। এমন সময় আর একজন এলো, আমি হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে আছি—চিত্রগুপ্ত অনেক খাতার পাত উল্‌টে উল্‌টে যমরা

জকে বলিতে লাগিল,—যমরাজ এ লোকটা বড় বদমাইস, বোকা, মূর্খ কিন্তু সমাজধর্ম্ম ঠিক রেখেছে। সমাজধর্ম্মের উপর কিছু ভাষা চালায় নাই। এইজন্যে এলোকটাকে ভাসা বলে বোধ হয় না। আর মর্‌বার সময় এঁড়েগরু বামুনকে দান করেছে।

যমরাজ তাকে জিজ্ঞাসা করিল—কিরে তুই আগে পুণ্য না পাপভোগ কর্‌বি? তোর পাপই সব, কিন্তু শেষকালে একটু পুণ্য আছে। তার তোর যা ইচ্ছে তাই বল।

সে লোকটা বলিল,—যখন আমার পাপই সব, তখন আগে পুণ্যভোগ কর্‌বো।

যমরাজ বলিল,—তোর যা এঁড়ে আছে, চব্বিশ ঘণ্টার জন্যে তোর হুকুমে রহিল, তুই যা বল্‌বি, ও তাই কর্‌বে।

সে লোকটা যমরাজকে জিজ্ঞাসা করিল,—আমি যা বল্‌ব, আমার এঁড়ে গরু তাই কর্‌বে?

যমরাজ উত্তর করিল,—হাঁ, তুই যা বল্‌বি তোর এঁড়ে তাই কর্‌বে। এমন সময়ে এঁড়ে সিং নেড়েনেড়ে তার কাছে এসে উপস্থিত হল।

যমরাজ বলিল,—এই তোর এঁড়ে, তোর যা ইচ্ছে তাই কর। সেই লোকটা কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে, এঁড়েকে হুকুম করিল,—এঁড়ে, দে দুই সিং দুজনার মার্গে। এঁড়ে যেমনি ধাইল, যমরাজ ও চিত্রগুপ্ত ভোঁ ভোঁ দৌড় দিল, এঁড়েও

পিছনে পিছনে দৌড়িল। লোকটা এর মধ্যে ঝট্‌পট্ যম-রাজের সিংহাসনে বসিল। বসিয়াই হুকুম বাহির করিল—যত কয়েদী আছে, বেকসুর খালাস! বেকসুর খালাস!! বেক-সুর খালাস!!!

তাই আমি যমের ঘর থেকে ফিরে এলুম।”

দেখ, ভুড়্‌ভুড়িচাঁদ! একটাতেই সপাসপ, যতজনকে মজাবে, ততই সপাসপ বাড়্‌বে। তাই বলি ও সবে যেও না, পুরাণ বাপ দাদাদের যা আছে, তাই রেখে পেটের কাজটা করে লও। মাথার কাণ্ডতো দেখ্‌লে, মাথা থাকিলে সেথাও সুখ।

নদেরচাঁদ। আর ফাজলামি করে কাজ নাই, চল বাড়ী যাওয়া যাক্।

যে যার স্ব স্ব বাড়ীতে গেল—নদেরচাঁদও অবসর লইল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

—০:০—

হরিরাম ও শিবরাম।

হরিরাম। বর্ণ ও আশ্রম কি?

শিবরাম। তুমি জান না, বর্ণ ও আশ্রম কি? তবে বলি শুন: ভারতবর্ষে আগে খালি কালবর্ণ ছিল। ইহাদের

নির্দ্দিষ্ট কোন ঘর বাটী ছিল না, জঙ্গলে পশুবধ করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করিত, চাষ কি তাহা জানিত না। কিছুকাল এইরকম করিবার পর, তাহারা জঙ্গলে আগুন দিয়া বীজ ছড়াইতে শিখিল। যখন দেখিল,—প্রচুর শস্য হয়, তখন এই কার্য্য সুরু করিল। জঙ্গল পুড়িয়া অতিশয় উৎকৃষ্ট সার হয়, দুই তিন বৎসর বিনা পরিশ্রমে খুব ফসল পাওয়া যায়। আবার দুই তিন বৎসর পতিত রাখিলে, বরাবর সমান ফলে। ইহার কারণ জঙ্গলবাসীরা একস্থানে বাস করে না। যখন লোক বেশী হইল, তখন উহাদিগের ভিতর যে বলিষ্ঠ হইল, সেই সর্দ্দার হইল। এই সর্দ্দার সভ্য হইলেই রাজা বলিয়া কথিত হয়। ক্রমে ক্রমে উন্নতি হইতে লাগিল এবং উহার সহিত অস্ত্রশস্ত্রও বাড়িল। অন্যের ভয় হইতে পরিত্রাণ পাইবার নিমিত্ত দুর্গ হইতে লাগিল। শীতাদি প্রতিকার করিবার নিমিত্ত গৃহাদি হইল। কিছুকালের পর জীবিকানির্ব্বাহের কারণ কৃষি ও বাণিজ্য চলিল। বেনের পুত্র পৃথু হইতে পৃথিবী কর্ষণ সুরু হইল, যাহা তিনি হরের নিকট হইতে শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। ইঁহার প্রপৌত্র প্রাচীনবর্হী প্রাচীনবর্ষ বিন্ধ্যাচলে স্থাপন করেন। ইহারা বিন্ধ্যাচলবাসী বলিয়া কথিত হয়। ইহাদের বিবাহ সমুদ্রবাসীদের সঙ্গে হইত। প্রাচীনবর্ষবাসীরা বহুকাল বিন্ধ্যাচলে রাজ্য করিয়াছিল, কতদিন ইহা নিরাকরণ করা যায় না। ইহাদের

সময় মৃতদেহ দাহ করিত না, মাটীতে পুতিয়া ফেলিত। কিন্তু অবস্থা খারাপ থাকিলে ফেলিয়া দিত। হর আসিয়া দাহকার্য্য সুরু করেন, এবং তিনি দক্ষরাজার কন্যা গৌরীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। হর ও কশ্যপ এক কি না ইহা সন্দেহ। পূর্ব্বের গৌরীনদী ইদানীম্ অক্সাস্ বলিয়া কথিত হয়। কশ্যপ কাশ্মীর স্থাপন করেন, কশ্যপ শ্বেত ছিলেন। কাশ্মীর হিমালয়ের অন্তর্গত, সপ্তর্ষির ভিতর একজন কশ্যপ হন। যথা,—কশ্যপ, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, ভৃগু।

মরীচির পুত্র কশ্যপ হন। আবার কোন পুস্তকে কশ্যপের পুত্র মরীচি। বংশের ও কার্য্যের গোলমালের দরুণ কিছুই ঠিক করিবার পথ নাই, নানাপুস্তকে নানারকম কথিত হয়। হর প্রথমে শৈবধর্ম্ম প্রচার করেন। মহর্ষি কপিল, হরের মতকে সাংখ্যদর্শন লিখিয়া, স্থাপন করেন। শিবদুর্গা একটী আইডিয়েল নাম বোধ হয়, যেমন প্রকৃতিপুরুষ। হরগৌরী হইতে এই আইডিয়েল নাম আসিয়াছে, কতদূর যুক্তিসিদ্ধ, তাহা যুক্তির দ্বারায় ঠিক করা বোধ হয়, অযুক্তিকর নয়।

মহর্ষি দত্তাত্রেয় শিবনামের আরও জাহির করেন। ইঁহার অবধূত গীতাই আদর্শস্বরূপ। তিনি কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের গুরু ছিলেন, কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন সগরের পিতা বাহুকে পরাস্ত করিয়া রাজচক্রবর্ত্তী হন। তিনি পরশুরামের পিতাকে হত করিয়াছিলেন, ইহার কারণ, পরশুরাম কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনকে ও

অন্য ক্ষত্রিয়গণকে এত হত করিয়াছিলেন যে, উঁহাদিগের রক্ততে নদী হইয়াছিল, এবং তিনি ঐ রক্তনদী হইতে রক্ত লইয়া পিতৃতর্পণ করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষে যত দর্শন আছে,— সকল দর্শনের পূর্ব্ব সাংখ্যদর্শন, এবং ইহার প্রণেতা মহর্ষি কপিলমুনি হন। মহর্ষি বশিষ্ঠ হরের নিকট হইতে গুপ্তনীতি শিক্ষা করিয়াছিলেন, যাহা তিনি তাঁহার প্রিয়শিষ্য শ্রীরামচন্দ্রকে শিক্ষা দিয়াছিলেন, এবং মহর্ষি বাল্মীকি যাহা যোগবাশিষ্ঠের নির্ব্বাণখণ্ডের পূর্ব্বার্দ্ধতে ব্যক্ত করিয়াছেন।

হরিরাম। তুমি কি নানাকথা বল্‌ছো, বর্ণ ও আশ্রম কি তাই বল না।

শিবরাম। একটা বল্‌তে গেলে দুই একটা পাগ্‌লামি কর্‌তে হয়। বর্ণ ও আশ্রম কি তা বলি শুন। প্রথমে বর্ণ ও আশ্রম কিছুই ছিল না। পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছি, ঐ বর্ণ ও ঐ আশ্রমব্যতীত আর কিছুই ছিল না। শ্বেত ও লালবর্ণের আগমনে ভারতে তিনবর্ণ হয়, কিন্তু তিনের অর্থাৎ শ্বেতের, লালের, কালার, রোহী ও অবরোহী সংযোগে নানাবর্ণ হইয়াছে।

হরিরাম। শ্বেতের কথা বলিয়াছ, কিন্তু লালের ত বল নাই।

শিবরাম। ইক্ষ্বাকু ও তাহার নয় ভাই, কিন্তু ইহারাও কশ্যপবংশ বলিয়া কথিত হন। কশ্যপের কন্যা, সুমতীকে

সগর বিবাহ করিয়াছিলেন। কতদূর সঙ্গতপর, ইহা তুমি ঠিক করিয়া লও।

হরিরাম। তারপর।

শিবরাম। তিনের রোহী ও অবরোহী খুব চলিল। যে গৃহে থাকিয়া গৃহকার্য্য করিত, সে গৃহী হইত। যে যোগাভ্যাস ও বিদ্যাভ্যাস করিত, সে মুনিঋষি হইত। যখন লালেরা ভারতে রাজা হইলেন, তখন কালদের সহিত চলন কম ছিল। কালরা জবরদস্তি হেতু যখন সুবিধা পাইত, তখনই শ্বেত ও লাল মেয়েদের উপর অত্যাচার করিত। ক্রমে ক্রমে শ্বেত ও লালেদের এত বেশী প্রভুত্ব হইল যে, কাল-পুরুষের দ্বারায় শ্বেতের ও লালের গর্ভে সন্তান জন্মিলে, চণ্ডাল বলিয়া কথিত হইত। যখন বর্ণ ও আশ্রম ছিল না, তখন স্বগোত্রে ও যে বর্ণে খুসী বিবাহ হইত। সূর্য্য ও চন্দ্রবংশ (অর্থাৎ রামায়ণ—মহাভারত) পড়িলে জানিতে পারিবে। আরো, পূর্ব্বে বিবাহই ছিল না, শ্বেতকেতু হইতে বিবাহপ্রথা প্রচলন হয়। শৌনক হইতে বর্ণ ঠিক হইল, যাজ্ঞবল্ক্য হইতে আশ্রম ঠিক হইল। কখন কোনটী হইয়াছে, ইহা ঠিক বলিবার উপায় নাই, যখন সমস্ত পুস্তকে বর্ণ ও আশ্রম অনন্তকাল আছে বলিয়া কথিত হয়। ইহার উপর কলম চালান আর নিজের উপর দিয়া চারি ঘোড়ার গাড়ী চালান সমান, যখন কোন পুস্তকে সন তারিখ নাই। গোড়া ধরিয়া কার্য্য চলে

না। সামাজিক ব্যবহার ধরিয়া কার্য্য হয়। পূর্ব্বে কানীন, ক্ষেত্রজ ও পৌণ্ড্র পুত্র সমাজে চলিত, কিন্তু ইদানীং চলে না। পুত্রিকাপুত্র মাতামহের বিষয় লইলে মাতামহের নাম লইত; কিন্তু আজকাল চলে না। বহুবিবাহ অর্থাৎ পলিগ্যামি—পলিত্রগ্নি চলিত, এখন পুরুষে চলিতেছে, কিন্তু মেয়ের পালা প্রায় শেষ হইয়াছে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র, এখন আলাহিদা আলাহিদা বর্ণ বলিয়া চলিতে হইবে, কারণ রেক্তার গাঁথুনি হইয়াছে, শীঘ্র কেহই ভাঙ্গিতে পারিবে না। আশ্রমের বড়ই গোলমাল হইয়াছে, কারণ এখন ইহার মা বাপ নাই। যে যে আশ্রম লইতে ইচ্ছা করে, সে সেই আশ্রম অনায়াসেই লইতে পারে। মূর্খে স্বামী হইতে পারে, কিন্তু হরিরাম, দুঃখের বিষয় আজ পর্য্যন্ত বোম্বাই মূর্খ কেহ শ্বশুর হইতেপারিল না। শ্বশুর হইলেই স্বামীর দর্পচূর্ণ হয়। পরিব্রাজক শঙ্করাচার্য্যের আশ্রম নিয়মটী ভ্রষ্টরূপে চলিতেছে। দণ্ডী, ব্রহ্মচারী, যতি ও পরমহংস ইদানীং বড়ই প্রবল, যেমন ন্যায়রত্ন, বেদান্তবাগীশ, বিদ্যানিধি, তর্কালঙ্কার ইত্যাদি ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে প্রবল। গৃহস্থের বাটীতে কোনও কার্য্যোপলক্ষে ব্রাহ্মণের আহ্বান হইলে, পত্র বিদায়ের সময় যেমন ব্রাহ্মণের নামের পিছনে একটী লম্বা চওড়া নাম পাওয়া যায়, রসুইয়া ও মড়িপোড়া যেই হউক না কেন, তেমনি গেরুয়া পরিয়া ভিক্ষোপজীবি হইলেই চণ্ডাল হউক না কেন, একটী মর্কটের লেজ

পাওয়া যায়। কিন্তু গেরুয়াওয়ালাদের আরও বাহাদুরী বেশী; পাছে মুখপোড়া বলিয়া কেহ ঘৃণা করে, ইহার কারণ নামের আদি, মধ্য, অন্ত হইতে রহিত হয়। গেরুয়াওয়ালা আর এক, আজকাল প্রায় সমান হইয়াছে। তাই উহাদের আদি, অন্ত ও মধ্য পাইবার যো নাই। গোবেচারাও এক লাফে সমুদ্র পার হইবার দরুণ অর্থাৎ সহজে মুক্তি পাইবার কারণ, গেরুয়াওয়ালাদের যথেষ্ট পূজা করে। দুই একজন যাহারা নরকে আছে, পঁচিশ বৎসরের ভিতর আর থাকে কি না, সন্দেহ। পেট চালাবার উপায় দিন দিন বড় কঠিন হয়ে দাঁড়াচ্ছে। যতই অভাব বাড়িবে ততই গেরুয়া চলিবে। ধন্য নাইটিন্‌থ সেনচুরি! পূর্ব্বে কোটী কোটী বৎসর ধ্যান করতঃ, জ্ঞানলাভ করতঃ, ভক্তি ও বিজ্ঞান অভ্যাসকরতঃ, দেহপাত করিলে যাহা করিতে পারিত না, আজ তোমার কৃপায় পেটের দায়ে গেরুয়া কাপড় পরে, বর্ণ ও আশ্রমের মুখে ছাই দিয়ে—অনায়াসে তাহাই লাভ করিতেছে, এবং গোবেচারাও উহাদিগের দর্শনলাভ করতঃ ও পায়ের ধুলি লইয়া স্বর্গে যাইতেছে। অতএব হে নাইটিন্‌থ সেনচুরি! তুমি ধন্য।

হরিরাম। অসভ্যজগতে বর্ণ ও আশ্রম যেমন ছিল, বোধ হয় আবার বুঝি তাই হইল।

শিবরাম। হরিরাম! এটাতো ভালই হচ্ছে, সকলে এক

হবে, এর চেয়ে আর কি ভাল আছে। হরিরাম! এক হলে-তো ভাল, এক হয় কৈ? তারা যে বক্তা হয়, আর গোবে-চারা যে শ্রোতা হয়। তারা যে পয়সা লয়, গোবেচারা যে পয়সা দেয়। তারা যে কাঁধে চেপে যায়, গোবেচারা যে বাহক হয়। তারা যে গুরু হয়, গোবেচারা যে চেলা হয়। তারা যে নিত্য হয়, গোবেচারা যে অনিত্য হয়। দেখ, হরিরাম! গোবেচারারা এত বড় বুদ্ধিমান যে, তারা সব এক বল্‌ছে, তবে কেন আমি তার কথা শুনি। তারা সব অনিত্য বল্‌ছে, তবে কেন না আমি তাকে অনিত্য জ্ঞান করি, এবং অনিত্য হইতে যাহা আসে, কেন না আমি অনিত্য বলি। সে যাহা বলিবে, কেন না আমি অনিত্য বলিয়া ত্যাগ করি। এই মূর্খবুদ্ধি কই? হরিরাম! কোনও সময়ে এক গেরুয়া-ওয়ালা এক গোবেচারার কাছে বলে যে, আমি সোণা তৈয়ার করে দিব। গোবেচারা মনে করিল, সাক্ষাৎ ভগবান্ গেরুয়া-ধারী হইয়া আমাকে ধনী করিতে আসিল। গোবেচারা যে, তাকে কি করবে এবং কোথায় রাখবে, তার কিছুই ঠিক করিতে পারিল না। গেরুয়াওয়ালা ঠিক বুঝিল, কারণ মাথা সাফ, আরও দুই চারিটা গেরুয়া-লাইনের বুকনি ঝাড়িল,—গোবেচারা আরও মজিল। স্বামিজী, আপনার কি করিতে হইবে বলুন, এ আপনারই নফর, এই বলে আর পায়ের ধূলি মাথায় দেয়। স্বামিজী বলিল,—পুত্র! তোমার কিছুই করিতে

হইবে না। আমি তোমার উপর বড় সন্তুষ্ট হইয়াছি, তোমায় কাল্‌কে আমি অনেক সোণা তৈয়ার করে দিব। গোবেচারা অন্য কাহাকেও বলিল না, পাছে বকরা দিতে হয়, স্বামিজী সোণার বদলে শোনা দিয়ে গেল। যেমনি গেরুয়াওয়ালারা কাণের শোনা কাণে দিয়ে যায়। গোবেচারার এই মূর্খজ্ঞান এলোনা, যে সোণা করিতে জানিবে, সে শুনে শুনে এত অজ্‌-গলির ভিতর আসিবে কেন। তার অভাব কিসের, সে নিজে সব কর্‌তে পারে, এইজন্য হরিরাম বলি যে, উল্‌টে পাল্‌টে কাজ কি। যে গাধা সে সব রকমে গাধা, ঢেঁকির স্বর্গেতেও ধান্ ভান্‌তে হয়।

হরিরাম। সমাজের বর্ণ ও আশ্রম তবে ঠিক?

শিবরাম। ঠিক বই কি। খিচুড়ীর দরকার কিরে বাবা। বুদ্ধিমান্, বিদ্বান্ ও ধনীর ভাল। আমি মূর্খ, অজ্ঞান ও গরীব, ডাল ভাত খাই, রগড়ের কি ধার ধারি?

হরিরাম। বুদ্ধিমান্, বিদ্বান্ ও ধনী যাহা করে, তাহাই-তো করা উচিত।

শিবরাম। "বুদ্ধিমান্, বিদ্বান্ ও ধনী যাহা করে, তাহাই-তো করা উচিত," এইটী জগতে কেনা বল্‌বে? কিন্তু বঙ্গদেশে যে বুদ্ধিমান্, বিদ্বান্ ও ধনী হইল, সে আলাহিদা জন্তু হইল। বাপদাদার সঙ্গে কিছুই মিল রহিল না। বাপদাদাকে "ওল্ড ফুল্" বলিয়া গণ্য করিল। অন্যদল ফিরিল,—দলে দলে এত

বেশী হইল যে, শেষে মাতা ভাতারেও একদল রহিল না। বর্ণ ও আশ্রম রহিল না, খালি সরকার বাহাদুরের সিবিল ও ক্রিমিন্যাল আইন রহিল। এইটীর উপর কিছু করিবার উপায় নাই, তা নাহলে রোজ নিজের স্বার্থের মতন আইন হইত। বঙ্গদেশে গাধা, গরীব ও মূর্খ ভাল, কারণ সে উড়িতে পারে না। কাজেকাজেই সাম্‌নে যা পায়, তাই ভাল বোধ করে ঠুক্‌রে ঠুক্‌রে খায়; কিন্তু হরিরাম! তাদের উপরও বুদ্ধিমান্‌ বিদ্বান্‌ ও ধনী লেগেছে। কাশীরাম দাস ও কীর্ত্তিবাস ও কবিকঙ্কণ বঙ্গদেশে থাকিতে, বোধ হয়, কিছু করিতে পারিবে না। বলা যায় না, বঙ্গের মহিমা কি, বঙ্গমাতাই জানেন।

হরিরাম। তবে বঙ্গদেশে বুদ্ধিমান্‌ বিদ্বান্‌ ও ধনীর কথা লইয়া চলা উচিত নয়?

শিবরাম। কোনমতে নয়, বঙ্গদেশের বড়লোকেদের মতির ঠিক নাই, যে যাহা বলে, সে তাহাই করে। কেহ বলিল,—মহাশয়! বঙ্গদেশের মহিলারা কস্‌রৎ না করিবার দরুণ দেশের উন্নতি হইতেছে না। অমনি বড়লোক তাহাই করিল। আবার কেহ বলিল,—মহাশয়! বলেন কি, স্ত্রীলোকের কস্‌রৎ, যাহা অপেক্ষা জগতের হানিকর আর কিছুই নাই, অমনি সেই বড়লোক তাহাই করিল। কেহ বলিল,—ডাল চচ্চড়ী ভাত ভাল, কেহ বলিল,—দুধভাত ভাল, কেহ

বলিল,—মৎস্য ও মাংস ভাল, কেহ বলিল—ত্রিসন্ধ্যা ভাল, কেহ বলিল এক ভাল, কেহ বলিল, হরিসভা ভাল, আপনাকে দুই হাত তুলিয়া একবার নাচিতে হইবে। বাপু, তুমি খুসি হও, তাহাই করিব, অর্থাৎ যে যাহাই বলিল, সে তাহাই করিল। বড়লোক ভাবা শিখিয়া পোলিটিসিয়ান্ হইয়াছে, কাহাকেও চটাতে চায় না। নাম জাহির চায়, সকললোকে কিসে ভাল বলিবে, তাহাই চায়। পলিসির দ্বারা নিজের ভাল করিতে গিয়া ঘরের সর্ব্বনাশ করিল, সেটী দেখিল না। পলিসি রাজার পক্ষে ভাল, পরদেশের লোকের উপর ভাল, ঘরে কিছুতেই ভাল নয়। ঘরে করিলেই সদ্ভাব থাকিবে না, দলাদলি বাড়িবে, ক্ষীণ হইবে, আর দুঃখ বাড়িবে।

হরিরাম। তবে কাহাদের মত লইয়া চলা উচিত।

শিবরাম। বঙ্গদেশের গাধাদের ও দশহাত কাপড়ের ন্যাংটা স্ত্রীলোকদের, যদিও বঙ্গদেশে বর্ণ ও আশ্রম গোলমাল হইয়াছে, তবুও যাহা কিছু আছে, তাহা কেবল উহাঁদিগের কৃপায়।

হরিরাম। তবে উহাদের মতে চলা উচিত।

শিবরাম। হাঁ।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

—০:০—

বৈষ্ণব আচার ও শাক্ত আচার।

পুত্র। পিতঃ। বৈষ্ণব ও শাক্ত আচার কি?

পিতা। পুত্র! বৈষ্ণব আচার ও শাক্ত আচার কি শুন। ভারতবর্ষে প্রথমে শৈবধর্ম্ম ছিল। শৈব ব্যতীত অন্য কোন ধর্ম্ম ছিল না, বহুকাল পরে বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচার হয়, তার পর মুসলমান ধর্ম্ম, তারপর খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচার হয়। শৈবের ভিতর পূর্ব্বে যিনি গৃহত্যাগ করিয়া বনে যাইতেন, তিনিই বৈষ্ণবাচার গ্রহণ করিতেন। আর যিনি গৃহে থাকিতেন, তিনি শাক্ত আচার গ্রহণ করিতেন। গৃহে থাকিয়া বনের ধর্ম্ম হয় না, কারণ নানাব্যাঘাত জন্মিবার সম্ভাবনা। যদিও মন নিয়ে কার্য্য তত্রাচ গার্হস্থ্যাশ্রমে থাকিয়া মন ঠিক করা, অতীব দুরূহ।

পুত্র। যদি মন লইয়া কার্য্য হইল, তবে কেননা গার্হস্থ্য আশ্রমে বৈষ্ণব হইতে পারিবে, যখন মন তার সঙ্গে আছে; যদি গার্হস্থ্যাশ্রমে তার দেহে মনের লোপ হইত, আর বানপ্রস্থে তার দেহে মন আসিত, তা হইলে অবশ্য গার্হস্থ্যাশ্রমে হইতে পারিত না। কিন্তু যখন দেহে মন উভয় আশ্রমেই আছে, তবে কেননা উভয় আশ্রমেই হইতে পারিবে। যদি আমার ভ্রম হইয়া থাকে, পিতঃ! অনুগ্রহ করিয়া আমার ভ্রম সংশোধন করুন।

পিতা। পুত্র! তুমি যা বলিছে সব ঠিক্, একবারেই হইতে পারে, ইহা কেহই বলিবে না। গৃহকে বন করিলে হইতে পারে, কিন্তু পুত্র! গৃহকে বন করা কি কঠিন, বিবেচনা করিয়া দেখ। যদি কথাতে হইত, তাহা হইলে কোন বাধা থাকিত না। কথাতে খালি কথাতে থাকে, যথা কথকতা। কথাতে যাহা বলিব, কার্য্যেতে তাহা পরিণত করিব। রামচন্দ্র পিতাকে বলিয়াছিলেন, যে আমি চৌদ্দবৎসর বনবাস করিব। রামচন্দ্র তাহাই করিয়াছিলেন, কিন্তু রামচন্দ্র যদি বনে বাস না করিতেন, তাহা হইলে খালিকথাতে থাকিত কি না?

পুত্র। অবশ্য।

পিতা। দর্শন পড়িলে জানিবে, দার্শনিকেরা বন ও গৃহ কিছুই বলেন নাই। কিন্তু মনের অবস্থাকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার করিয়া গিয়াছেন। যদি সেই বিচার মুখস্থ করিয়া কথার লীলাকর, তাহলে পুত্র! কার্য্য হইল না, খালি কথাতে রহিল কি না?

পুত্র। অবশ্য।

পিতা। দার্শনিকেরা যাহা বলিয়া গিয়াছেন; তাহা পড়িয়া শুনিয়া, ও কার্য্যক্ষম গুরুর নিকট যাইয়া, কার্য্যে যদি পরিণত কর, তাহা হইলে জানিতে পারিবে যে, বৈষ্ণবাচার গার্হস্থ্যাশ্রমে হয় না। গার্হস্থ্যাশ্রম খালি শাক্ত আচারীর পক্ষে, আর বানপ্রস্থ খালি বৈষ্ণবের পক্ষে। শাক্ত আচারীর পক্ষে পঞ্চমকার

গ্রহন, বৈষ্ণবের পঞ্চমকার বর্জ্জন। পঞ্চমকার যথা,—মধু, মাংস, মৎস্য, মুদ্রা, মৈথুন। যদি গৃহী হইয়া শাক্ত আচার না করা হয়, তা হইলে সে প্রকৃত গৃহী নয়। মধু, মাংস, মৎস্য, মুদ্রা, মৈথুন, এই পাঁচটী সকল গৃহীই করিয়া থাকে। মধু, মাংস, মৎস্য, ব্যবহার না করিলে কামের উদ্রেক হয় না। কামের উদ্রেক অভাব হইলে মৈথুন ধর্ম্ম হয় না। মৈথুন না করিলে সন্তান হয় না। সন্তান না হইলে গৃহী হইল না। কোন স্থানে গৃহীর সন্তান লোপ দেখিতে পাওয়া যায়, তা বলে, যে গৃহী নয়, এটা বিবেচনা করিওনা, কারণ গৃহী নিজের দোষে বাল্য কালে রেতের কুব্যবহার দরুণ সন্তানোৎপাদক শক্তি অভাব প্রাপ্তি হইয়াছে এবং কোন কোন স্থানে পিতার দরুণ ভ্রষ্ট রেতে জন্মিবার কারণ সন্তানোৎপাদক শক্তি অভাব পায়, যে প্রকারেই হউক গৃহীর সন্তান সন্ততি না থাকিলে গৃহ শোভা পায় না, এবং গৃহ না বলিয়া শ্মশান বলা যাইাতে পারে। ইহার কারণ বোধ হয়, স্ত্রীলোকদের হিঁয়ালিটী ঠিক্। "প্রত্যূষে আঁটকুড়ার মুখ দেখ্‌লে সর্ব্বনাশ হয়।" এই হিঁয়ালিটী বাল্য কাল হইতে সংসারে পুরুষানুক্রমে চলিয়া আসিতেছে। বোধ হয়, যতদিন আমি বহু হইব ও "বি ফ্রুটফুল এণ্ড মাল্‌টীপ্লাই" এই বেদবাক্য জগতে আসিয়াছে। এই গার্হস্থ্যাশ্রমে থাকিলেই মুদ্রার প্রয়োজন হয়, মুদ্রার প্রয়োজন হইলেই, পুরুষকারের প্রয়োজন হইল। যদি এই সব প্রয়োজন হইল, তাহা

হইলে গৃহী পঞ্চমকার বর্জ্জিত হইল না, মায়াত্যাগ করিল না এবং পৃথিবীও অনিত্য হইল না। যদি বৈষ্ণবাচারের সব মূলমন্ত্র অভাব হইল, তাহা হইলে কি করে গৃহী-বৈষ্ণব হইল? আরও দেখ,—গৃহীর পঞ্চ মহাযজ্ঞ বিধেয়,—পাঠ, হোম, অতিথিসেবা, তর্পণ ও পূজা। পাঠ অর্থে, গুপ্তবিদ্যা বুঝিবে না। নীতি, রাজনীতি ও সমাজনীতি বুঝিবে, অর্থাৎ যাহাতে সংসারে থাকিয়া সংসার প্রতিপালন করিতে পার। হোম অর্থাৎ যাহাতে বায়ু পরিষ্কার হয়। গৃহস্থদের অতিথিসেবা আর কিছুই নয়, খালি বৈষ্ণবাচারীদের কেবল সম্মানরক্ষার নিমিত্ত। বৈষ্ণবাচারীরা যখন মায়াত্যাগ করিতে শিখেন, তখন গ্রামে গ্রামে বেড়াইতে হয়। তিনি তিনদিনের বেশী এক গ্রামে বাস করেন না, একটী পয়সা লন না, কোন বুজ্‌রুকী দেখান না, গৃহস্থকে বুক্‌নির দ্বারা স্বর্গের রাস্তা পরিষ্কার করিয়া দেন না। পঞ্চমকার সেবা করেন না, তিলক ও কণ্ঠীধারী হন না, গৈরিক, কম্বল ও অজিনধারী হইয়া বেড়ান, বেশীর ভাগ হস্তে কমণ্ডলু। তর্পণ,—পিতাকে জল দেওয়া ব্যতীত আর কিছুই নয়। মৃতপিতাকে জল দিলে অহোরাত্র মনে জাগরুক থাকিবে যে, আমি পিতার ঔরসে হইয়াছি এবং পিতা আমায় রাখিয়া গিয়াছেন, আমিও পিতা হইব এবং আমার পুত্র আমায় জল দিবে। অতএব আমার উচিত হয় পিতার পথ অনুসরণ করা। যিনি সমাজে অবতার বলিয়া কথিত, তাঁর গৌরবান্বিত ক্রিয়ার

পথ অনুসরণ করাকে পূজা বলে। যিনি জগতে অবতীর্ণ হইয়া সমাজধর্ম্ম বন্ধন করিয়া দেন, এবং যাঁহার কৃপায় আমরা এই সংসারে সুখস্বচ্ছন্দে বাস করিয়া অন্তে উত্তম গতিপ্রাপ্ত হইতে পারি, এবং যিনি আমাদের হিতের দরুণ এত কাণ্ড করেন, তাঁহার নাম স্মরণ করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। না লইলে বরং অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ হয়। পুত্র! বৈষ্ণবাচার ও শাক্তাচার, শৈবধর্ম্মের ভিতর দুইটী আচার ব্যতীত আর কিছুই নয়।

পুত্র। পিতঃ! শাক্ত আচার কি?

পিতা। পুত্র! শাক্ত আচার আর কিছুই নয়, যাহা সমাজধর্ম্ম।

পুত্র। সমাজধর্ম্ম কি?

পিতা। সমাজধর্ম্ম কি, তাহা বলিবার উপায় নাই। যে সমাজে যে ধর্ম্ম, উহা সেই সমাজের সমাজধর্ম্ম হয়। মহম্মদ যাহা দিয়া গিয়াছেন, তাহাই মুসলমানদিগের ধর্ম্ম। যীশুখ্রীষ্ট যাহা দিয়া গিয়াছেন, তাহাই খ্রীষ্টানদিগের ধর্ম্ম। মুসলমানদিগের কোরাণ ও খ্রীষ্টানদিগের বাইবেল ধর্ম্মপুস্তক হয়। কিন্তু পুত্র! আমাদের কি পুস্তক, তাহা কিছুই নাই, যদিও অনেক পুস্তক আছে, কিন্তু কোনটী সকলকার ধর্ম্মপুস্তক, তাহা কিছুই ঠিক্ নাই।

পুত্র। কেন? বেদ বলিলেতো হইতে পারে।

পিতা। বেদ বলিলে হইত, যদি সকলে গ্রহণ করিত।

বেদ চারিখানি আছে। কোনখানি কার, তার যখন ঠিক্ নাই, তখন কি করে, বলিব। প্রথমে যজুর্ব্বেদ ছিল, যজুকে ভাঙ্গিয়া আর তিনখানি হয়, কে কোনখানি করিয়াছে, তাহা ঠিক করা যায় না, যখন বেদ হয় নিত্য।

দ্বৈপায়ন ব্যাস হালে বেদকে যারপর যা হবে তাহাই সাজাইয়া ঠিক করিয়াছেন। ঋগ্বেদ তিনি পৈলকে দেন, যজুর্ব্বেদ বৈশম্পায়নকে, জৈমিনিকে সামবেদ এবং সুমন্ত্রকে অথর্ব্ববেদ দেন। চারিটী বেদজ্ঞের চারিটী নাম হইল। যথা,—হোতা, অধ্বর্য্যু, উৎগাতা, আথর্ব্বন। ইঁহাদের শিষ্য, প্রশিষ্য, এবং শাখা, প্রশাখা এত হইল যে, শেষকালে সব গোলমাল হইয়া গেল। কিন্তু প্রত্যেকটীতেই জ্ঞান, কর্ম্ম, ভক্তি ও বিজ্ঞান-কাণ্ড রহিল। সূতকে পুরাণ দেন। আজকাল পুরাণ ও জীমূত-বাহনের দায়ভাগ ও রঘুনন্দনের স্মৃতির ব্যবহার আছে। যদি ইহাকে সমাজধর্ম্ম পুস্তক বল, তাহাতে কোন ক্ষতি নাই। কিন্তু চৌদ্দ আনা চলে না, খালি দায়ভাগ ঠিক আছে। কারণ দেশের রাজা ইহা গ্রহণ করিয়াছেন। অন্য কেহ নিজের মত করিলেও আদালতে গ্রাহ্য হয় না। ইদানীং উপনিষদের ঢেউ বেশী। কিন্তু সাটিয়ে গিয়াছিল, আবার বেদান্তের ঢেউয়ে বোধ হয় কিছুদিন গোড় পাতিবে। বেদান্তে কর্ম্ম নাই, তখন ইহার কিছুই মর্ম্ম নাই। যাহার মর্ম্ম নাই, সেকখন সমাজের উপযুক্ত নয়। যদি দেশের রাজার আইন না থাকিত,

তাহা হইলে সমাজবিপ্লবে মজা কত, একবার টের পাইত। দেশের রাজা ধন ও শরীররক্ষণ করিতেছেন, কুথার ট্যাক্স ও খাজানা নাই, যাহার যাহা মনে আইসে, সে তাহাই সমাজে বলে ও করে। দেখ পুত্র! যদি "মাগুর মাছের ঝোল, যুবতীর কোল, আর হরিহরি বোল," এই বচন না থাকিত, তাহা হইলে গৃহীর ভিতর বৈষ্ণবাচারও রহিত হইত। যাহারা নীচজাতি, ব্যবসাদার ও ভক্তবিটল, তাহারাই বৈষ্ণব বলিয়া থাকে। কারণ বৈষ্ণব বলিলে সব এক হয়। একধার মারিতে, আর একধার উঠিল, এবং ডোর, কপীন, বহির্বাস, তিলক ও কণ্ঠীধারী বাঁড়িল। জাত হারালেই বৈষ্ণব একটা কথাইতো আছে। পুত্র! বৈষ্ণবদের পেট চালাইবার উপায় খুব সহজ, নীচজাতি ও গরিব গৃহীর দ্বারে রাধাকৃষ্ণ বলিয়া পেট চালাইতে পারে। ব্যবসাদার রাধাকৃষ্ণের ঝুলি লইয়া গদিতে বসিলে সকলে ধার্ম্মিক বলিয়া জানিবে, এবং গদিদার সহজে নিজের কার্য্যসিদ্ধি করিয়া লইতে পারে। ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও ধনী, তিলক ও কণ্ঠীধারী হইলে, শিষ্যের ও প্রজার নিকট সম্মানলাভ করে এবং বাহিরে ও ভিতরে আদর পায়। সতের ভাণও ভাল, কিন্তু ভাণওয়ালা এত বেশী হয়ে পড়ে যে, ক্রমে ক্রমে সকলেই অসৎ হইয়া যায় এবং সমাজের দুর্দ্দশাবর্দ্ধন হয়। ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব ও গৈরিকধারীদের পথ এক। তিনই এক, একই তিন, খালি নামের ভেদমাত্র। একবারে তিন নাম হয় নাই। যে

মহাত্মা যে সময়ে ত্যাগের পথ প্রচার করিয়াছেন, তিনিই অন্য একটী নাম দিয়াছেন। নানামুনির নানামত। কিন্তু ভাল করে দেখিলে পুত্র! দেখিবে সব মুনির একমত। সূক্ষ্মে দুই মত হইতে পারে না, স্থূলে বহুমত হইতে পারে। দর্শন ও ব্যাকরণ-প্রণেতার অনেক সংজ্ঞা আবশ্যক হয়। ইহার কারণ আর কিছুই নয়, খালি অন্যের সহিত বাক্যের মিল না থাকে, কিন্তু পুত্র! সকলের ফল এক। এক—আসন=একাসন, এই সন্ধি সাধিতে হইলে প্রত্যেক প্রত্যেক ব্যাকরণের সূত্র অপর প্রত্যেক প্রত্যেক ব্যাকরণসূত্রের সহিত ভেদ লক্ষিত হয়, কিন্তু কোন ব্যাকরণের ফল একোসন হয় না, সকলেরই একাসন হয়। দর্শনেরও শেষফল এইরূপ জানিবে। কালের কি অদ্ভুত মাহাত্ম্য! যে বৈষ্ণবাচারী আসিলে রাজচক্রবর্ত্তী মস্তকের উপর স্থান দিতেন, আজ কিনা সেই বৈষ্ণব-বেশধারী দ্বারে দ্বারে পেটের জন্য লালায়িত হইয়া কুকুরের মত বেড়াইতেছে, ও শূদ্রের দানগ্রহণ করিয়া আপনাকে চরিতার্থ বোধ করিতেছে। রাজচক্রবর্ত্তী যুধিষ্ঠির কোনসময়ে এক যজ্ঞ করেন, সেই যজ্ঞে একটী ব্রাহ্মণের প্রয়োজন হয়, তিনি অনেক অনুসন্ধানের পর একটী উঞ্ছবৃত্তি ব্রাহ্মণ দেখিতে পান। তিনি মনে করিলেন, ইহার দ্বারায় অনায়াসে কার্য্যসিদ্ধি করিব, এই এই মনে করিয়া তিনি সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—ব্রাহ্মণ! রাজচক্রবর্ত্তী যুধিষ্ঠির মহাযজ্ঞ করিয়াছেন, তিনি অকাতরে

ব্রাহ্মণের আশা পূর্ণ করিতে ইচ্ছা করেন, যদি আপনার অনুমতি হয়, যাইতে কোন বাধা নাই। ব্রাহ্মণ শুনিয়া মূর্চ্ছা-প্রাপ্ত হইল।

পুত্র। পিতঃ! প্রতিগ্রহ কি এত দূষণীয়?

পিতা। পুত্র! প্রতিগ্রহ অপেক্ষা পাপ আর জগতে নাই।

পুত্র। প্রতিগ্রহ না করিলে গরীবদের চলিবে কি করে?

পিতা। পুত্র! যিনি প্রকৃত বৈষ্ণবাচারী, তিনি প্রতিগ্রহ করিবেন না, তিনি উঞ্ছবৃত্তি করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করিবেন। যিনি আচার্য্য হইবেন, তিনি ক্ষত্রিয়ের ও বৈশ্যের নিকট প্রতিগ্রহ করিতে পারিবেন, কিন্তু শূদ্রের নিকট পারিবেন না। প্রতিগ্রহ করিলে মানসিক তেজ হ্রাস পায়। মানসিক তেজের হ্রাস হইলে, মাথার উচ্চকার্য্য হয় না। উচ্চমাথা না হইলে বৈষ্ণবাচারে অধিকারী হইতে পারে না। ভাটপাড়ায় শূদ্রের প্রতিগ্রহ নাই বলিয়া, এখন অন্যের চেয়ে অনেক মানসিক তেজ আছে। তেজ রাখিবার খাতিরেও ভ্রষ্টাচার হয় না, ইহার কারণ দীর্ঘজীবি হয়।

পুত্র। তবেতো বৈষ্ণবাচার অন্য আচার অপেক্ষা উৎকৃষ্ট হয়।

পিতা। হাজারবার।

পুত্র। পিতঃ! সকলকার তাহলেতো বৈষ্ণবাচার গ্রহণ করা উচিত?

পিতা। পুত্র! আমি অনেকবার বলিয়াছি, সংসারী হইলে বৈষ্ণবাচার হয় না। বৈষ্ণবাচারী হইতে হইলে সংসার ত্যাগ করিতে হয়। বাস্ত জগৎকে অনিত্য দেখিতে হয়, কামিনী ও কাঞ্চন ত্যাগ করিতে হয়, অহোরাত্র ইষ্টদেবতার নাম লইতে হয়, আত্মোন্নতির পথ অনুসরন করিতে হয়। কিন্তু পুত্র! এই সব সূক্ষ্ম লইয়া তর্ক করিও না, তাহইলেই সর্ব্বনাশ। এই সব স্থূলের কথা খালি, অর্থাৎ আচারের কথা বই আর কিছুই নয়। এই সব আচার প্রতিপালন সংসারীর পক্ষে অতি দুরূহ। কাষ্ঠের বিড়াল যদি ইঁদুর ধরিত, তাহলে জীয়ন্ত বিড়ালের আর গৌরব থাকিত না। বৈষ্ণব ও শাক্ত আচারের চিহ্ন শ্বেত ও লোহিত, এখন নানারকমের হইয়াছে। কিন্তু গোড়া ঠিক আছে; অর্থাৎ রঙ্ ঠিক্ আছে।

পুত্র। পিতঃ! আপনি শাক্ত আচারের বিষয় কিছুই বলিলেন না।

পিতা। না পুত্র! অনেক বলিয়াছি, চিন্তারহস্যতে। চিন্তারহস্যটী জ্ঞানকাণ্ড ও ক্রিয়াকাণ্ড ব্যতীত আর কিছুই নয়। চিন্তারহস্যটী দর্পণের স্বরূপ। যিনি যে ভাবে লইবেন, তিনি সেইভাবে পাইবেন। দর্পণের গুণ স্বচ্ছতা, দর্পণ কোন রং ঢং করে না। যিনি করেন, তাঁহার প্রতিবিম্ব প্রত্যুত্তর দেয়, দর্পণ কিছুই করে না। কিন্তু পুত্র! সমাজধর্ম্ম অভাবহেতু, সমাজনিয়ম চিন্তারহস্যতে প্রকাশ্যরূপে বলিতে পারি নাই;

খালি স্বভাবের নিয়ম বলা হইয়াছে। যিনি যতটুকু ঢুকিবেন, তিনি ততটুকু আনন্দ পাইবেন। ভাসা থাকিলে কিছুই আনন্দ পাইবেন না।

পুত্র। পিতঃ! শৈবধর্ম্ম ব্যতীত আমাদিগের কি আর কোন ধর্ম্ম নাই?

পিতা। না পুত্র! যেমন আমাদিগের দর্শনের ভিতর ব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছুই নাই। তেমন সমাজধর্ম্মের ভিতর শৈব ব্যতীত আর কোন ধর্ম্ম নাই। আচার দুই, বৈষ্ণবাচার ও শাক্তাচার। শাখা প্রশাখা অনেক, তার ইয়ত্তা নাই। গার্হস্থ্যধর্ম্মে শাক্তাচার, বাণপ্রস্থে বৈষ্ণবাচার। পুত্র! যে যাই বলুক, এই দুই মোটা ধরিয়া থাকিলে আনন্দ পাইবে, ছাড়িলে নিশ্চয়ই দুঃখভোগ করিবে।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

দুর্ভিক্ষ ও মড়ক।

বোকা। পূর্ব্বে ভারতবর্ষে যত রোগ ছিল, দুর্ভিক্ষ ও মড়ক দুইটাই ভয়ানক রোগ। ইহাতে যত অকালমৃত্যু হয়,

এত কোন রোগেই হয় না। ইদানীং ভ্রষ্ট আহারের ও রেলের দরুণ যত নূতন রোগের আবির্ভাব হয়, দুর্ভিক্ষ ও মড়কের অত্যাচার সকলের চেয়ে বেশী। পৃথিবীতে যত দেশ আছে, দুর্ভিক্ষ ও মড়কের তালিকা লইলে দেখা যায়, ভারতবর্ষ সকল অপেক্ষা প্রধান হয়। চতুর্দ্দশ ও পঞ্চদশ খ্রীষ্টাব্দে ভারতবর্ষে একটী একটী হয়। খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে দুইটী হয়। সপ্ত-শতাব্দীতে চারিটী হয়, আটটী অষ্টাদশে, উনবিংশ শতাব্দীতে কুড়িটী হইয়া গিয়াছে, এক্ষণও তো উনবিংশ শতাব্দী পূর্ণ হইতে বাকী আছে।

জ্ঞানী। পূর্ব্বে দুর্ভিক্ষ ও মড়ক এত কম হইত, এখনই বা কেন এত বেশী হয়।

বোকা। বড় বড় বানরের বড় বড় পেট, লঙ্কা ডিঙ্গতে মাথা করে হেঁট, আজকাল কার লোকেদের মতে, ভারতবর্ষের অবস্থা অতি উত্তম। কারণ অনেক অবতার, লেখক, বিদ্বান্ ধনী ও মিশিবাবা জন্মগ্রহণ করিতেছে। কিন্তু আমাদের মতে ভারতবর্ষের অবস্থা দিন দিন শোচনীয় হইতেছে। বিংশ শতাব্দীতে দুর্ভিক্ষ ও মড়ক পঞ্চাশটী হইবার সম্ভাবনা। যখন প্রত্যেক শতাব্দীতে বাড়িতেছে দেখা যায়। ভারতবর্ষে সরকার বাহাদুর মড়ক হইতে পরিত্রাণ পাইবার কারণ টাকার শ্রাদ্ধ করিয়া দেশ পরিষ্কারের ব্যবস্থা করিতেছেন। ইহাতে যে রাজপুরুষদিগের উপকার হইবে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

কিন্তু ভারতবাসীদিগের কোন উপকার হইবে না, বরং অপকার হইবে, যখন ভারতবাসীদের দেহের ভিতর এত ময়লা জন্মিয়াছে যে, লক্ষ লক্ষ জাহাজ বোঝাই ক্যাথটীক্ পিলেতে পরিষ্কার হয় কিনা সন্দেহ। রাজপুরুষদের স্বাধীন দেহের ভিতর ময়লা নাই, ইঁহাদের দেহ পরিষ্কার হয়, কিন্তু ভারতবাসীরা নানারকম করেতে ও দ্রব্যের অভাবেতে ও মহার্ঘতাতে এত পীড়িত যে, উঠে দাঁড়ান দিন দিন ভার হইতেছে। ভারতবাসীরা রোজগার করিতে জানে না, ভারতবাসীরা পরিশ্রম করিতে পারে না, ভারতবাসীরা অলসতাপ্রিয় হয়, ভারতবাসীর আয় অত্যন্ত কম, এবং উহাতে ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব ও গৈরিকধারী বখরা লয়। কোটী ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব ও গৈরিকধারী বিনাপরিশ্রমে উদরপূরণ করে, এবং ভারতবাসীদিগকে পৃথিবী অনিত্য বলিয়া নিজের দল বাড়ায়। ভারতবর্ষে যত ভক্ত বিটল আছে, পৃথিবীর কোন অংশে এত নাই, একে ভারতবাসীদের আয় কম, তাতে বখরার অধিকারী অনেক, ইহার কারণ ন্যায় রাজকর ও ভারতবাসীদিগের পক্ষে কষ্টকর হয়। পয়সার অভাব হইলে খাদ্যের অভাব হয়, খাদ্যের অভাব হইলে দেহে স্ফুর্ত্তির অভাব হয়, দেহের স্ফুর্ত্তির অভাব হইলে অলসতা প্রিয় হয়, অলসতাপ্রিয় হইলে, পয়সা রোজগার করিতে পারে না, পয়সা রোজগার করিতে না পারিলে, গৃহের যা কিছু সঞ্চয় থাকে, তাহা মহাজনের নিকট যায়, মহাজনের নিকট যাইলে,

সুদের আড়িতে পড়ে, সুদের আড়িতে পড়িল, গাড়ী গাড়ী সঞ্চয় হইলেও হিসাব শোধ হয় না, হিসাব শেষ না হইলে, মহাজন কর্ত্তা হয়, মহাজন কর্ত্তা হইলেই বিক্রীর সুরু হয়, বিক্রীর সুরু হইলহে রপ্তানি হয়, রপ্তানি বাড়িলেই গৃহভাণ্ডার শূন্য হয়, গৃহভাণ্ডার শূন্য হইলেই, সব শূন্য দেখিতে হয় অর্থাৎ সমস্ত অভাব হয়, সমস্ত অভাব হইলেই, ভূতের উপদ্রব হয়, ভূতের উপদ্রব হইলেই দুর্ভিক্ষ হয়, দুর্ভিক্ষ হইলেই মড়ক ভোগ করিতে হয়, মড়ক ভোগ করিলেই শাস্তিভোগ হয়, শাস্তিভোগ করিলেই সব শাস্তি হয়, কারণ তিনি দয়াময়, পুত্রের দুঃখ সহ্য করিতে পারেন না, ইহার কারণ তিনি কোলে ডেকে লন। কোন মহাত্মা তাঁর মৃত্যুর সময় তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা ও উপস্থিত লোক সকলকে বলিয়া ছিলেন, "তোরাতো বলিস একা, আমি তো নইরে একা, মায়ের গর্ভে শুয়ে আছি তিনুরে।' তিনি কাছে রাখেন না, আবার তিনি পুনরায় পাঠা-ইয়া দেন। কড়ানিয়া ও শতকিয়া সুরু করিতে হয়, ভাল করিয়া কার্য্য কর ফলও ভাল হইবে, না কর চিরকাল ভুগিবে। অনিত্য জগতে যাহারা বড়, তাহারাই নিত্য জগতে বড়, বাহ্য জগতে যাহারা বড়, অন্তরেও তাহারা বড়। যদি কর্ম্মের দ্বারা ফলাফল এইটী বিশ্বাস কর, তাহা হইলে পুরুষকার কর। পুরুষকার ব্যতীত গতি নাই, "তিনি রক্ষা করেন, যে নিজে আপনাকে রক্ষা করে।"

জ্ঞানী। শরীরের দুর্ভিক্ষে এবং বাহ্যের দুর্ভিক্ষেতে সম্বন্ধ কি?

বোকা। তবে বলি শুন। অত্যন্ত স্ত্রী সহবাস করিলে দেহ রক্ষার দরুণ যেমন রসায়নের আবশ্যক হয়, জমী অত্যন্ত অর্থাৎ বারম্বার কর্ষন করিলে, তেমনি রসায়নের আবশ্যক হয় অর্থাৎ সারের প্রয়োজন হয়। কিন্তু রসায়নের কৃপাতে দেহ বেশী দিন যায় না, জমীও সারের অনুগ্রহে বেশী ফসল দেয় না। শেষে দেহ রোগগ্রস্ত হইয়া নাশ হয়, জমীরও রসবিহীনে উৎ-পাদকশক্তির লোপ পায়! দেহের জমাখরচ ঠিক রাখিলে রোগ ও শোক কম ভোগ করিতে হয়। জমীরও আমদানী রপ্তানি ঠিক রাখিলে কম দুর্ভিক্ষ ভোগ করিতে হয়। ইহার কারণ প্রত্যেক দেহীর সঞ্চয়করা আবশ্যক। কারণ কোন রোগ হইলে সঞ্চয়ের ধন দিয়া কতকটা বুঝিতে পারে। দেহের ভিতর কি সূক্ষ্ম লীলা হয়, তাহা দেহীর অগম্য। কিন্তু মোটা লীলা যখন দেহীর গম্য হয়, তখন ধাতুক্ষয় বিধেয় নয়। মহাভূতের লীলা, মহাভূতই বুঝিতে পারে। মেঘে জল, সূর্য্যরশ্মিতে মেঘ, মরুৎ ও ব্যোমে তেজ, তেজে রশ্মি।

জ্ঞানী। সমস্ত থাকিতে জল অভাব কেন?

বোকা। জল অভাব নাই, স্থানে স্থানে জলঅভাব, ইহার রহস্য এত গূঢ় যে মানবের অসাধ্য, তৎকারণ ফসলের সঞ্চয়-প্রয়োজন হয়। যদি দুই তিন বৎসর ফসল না জন্মায়, সঞ্চিত

ফসল খরচ করা বিধেয়। সঞ্চয় থাকিলে এক রকমে চলে যায়, অভাব হইলে দুর্ভিক্ষে পীড়িত হইতে হয়।

জ্ঞানী। জেনে শুনে কেন সঞ্চয় করে না?

বোকা। সঞ্চয় করিতে পারে না। কারণ মাথা খারাপ না হইলে পাপভোগ হয় না, যে দিন হইতে ভারতবর্ষে, এক পোষাক, এক খাদ্য, এক রং, ও এক সুত্রে বিষয় ভোগ লোপ হইয়াছে, এবং উপনিষদ ও বেদান্ত ও অন্য দর্শন বানরের হস্তে ন্যস্ত হইয়াছে, তদবধি ভারতবর্ষের মাথা খারাপ হইতে সুরু হইয়াছে। খিচড়ী না হইলে, মাথা খারাপ হয় না, ভারতবর্ষে সর্ব্ববিষয়ে খিচড়ী পাকান হয়, ইহার কারণ ভারতবাসী সর্ব্ব বিষয়ে দুঃখী। আর্য্যেরা শূদ্রদের অন্যবর্ণের পদসেবা ব্যতীত আর কিছুই ব্যবস্থা করেন নাই। মাথা খারাপ না হইলে শূদ্র হয় না। মাথা খারাপ লোক অর্থাৎ শূদ্র যাহা করিবে, তাহাই সংসারের কষ্টদায়ক হইবে। বোধ হয় সেই হেতু, আর্য্যেরা শূদ্রদের সমস্ত উচ্চ পদ হইতে রহিত করিয়াছিলেন। ইহা যে সর্ব্বতোভাবে ভাল, তার কোন সন্দেহ নাই। "ঘরেতে অষ্টরম্ভা বাহিরেতে কোঁচালম্বা।" ইদানীং ভারতবর্ষে ইহাই প্রধান ধ্বজা হইয়াছে, এই ধ্বজা লইয়া যে চলিবে, সেই মজা লুটিবে। ভিখারী, ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব এবং গৌরিকধারী এত বেশী হইয়াছে যে, গৃহী কিছুতেই সঞ্চয় করিতে পারে না। ইহারা যদি সকলেই পরিশ্রম করিয়া ভিক্ষাব্যবসা ছাড়িয়া,

নিজে রোজগার করিত, তাহা হইলে গৃহীর রোজগার হইতে একটা বখরা লওয়া কম পড়িত। গৃহী যে পয়সা সাধারণ দেব মন্দিরে দেয়, যদি ঐ পয়সা সাধারণ আচার্যদের প্রতি খরচ করিবার ব্যবস্থা থাকিত, তাহা হইলে গৃহীর তহবিল হইতে আর একটা বখরা দেওয়া কম পড়িত। গৃহী যদি ইংরাজ বাহাদুরের দেখিয়া খোঁস পোষাকী না হইত, যখন গৃহীর আয় ইংরাজ বাহাদুরের হইতে অনেক কম, তাহা হইলে আর একটা বখরা কম হইত। ইংরাজ বাহাদুর যদি গ্রামে গ্রামে সাধারণ তহবিল খুলিয়া চাষা মান্নাদের টাকা কর্জ্জ দেন, তাহা হইলে উহারা মহাজনের হাত হইতে এড়াইতে পারিত এবং ইহাতে উহাদিগের একটা রাক্ষসের হাত হইতে বাঁচা হইত। মিউনিসিপ্যালিটী যদি ছোট ছোট গ্রাম হইতে উঠিয়া যায়, তাহা হইলে অনেকটা বাঁচোয়া হয়। কারণ যত মিউনিসিপ্যালিটী বাড়িবে, ততই এপিডেমিক বাড়িবে, অন্তরেব মিউনিসিপ্যালিটী ঠিক নাহইলে বাহ্যের মিউনিসিপ্যালটী করিবে কি? কলিকাতা সহরের অপেক্ষা আয়ের স্থান আর ভারতবর্ষের মধ্যে কোথাও নাই, তত্রাচ যদি প্রত্যেক করদাতার নিকট জিজ্ঞাসা করা হয়, তাহা হইলে বোধ হয় সকলেই বলিবে, আমরা করে অত্যন্ত প্রপীড়িত হইয়াছি। যদি কলিকতায় এই ফল হয়, তাহা হইলে গণ্ড-গ্রাম ও ছোট ছোট গ্রামবাসীরা যে করে কি পীড়িত হইতেছে তাহারাই জানে। জঙ্গল ও ড্রেণে গ্রামকে কি পরিষ্কার

করিবে? যখন গ্রামবাসীদের জল ও ড্রেণ দেহের অন্তরে অভাব হয়। মিউনিসিপ্যালিটী রাজপুরুষদিগের উপযুক্ত হয়। যথায় রাজপুরুষেরা বাস করিবেন, তথায় মিউনিসিপ্যালিটীর অত্যন্ত আবশ্যক, কারণ রাজপুরুষদিগের দেহের অন্তরে শান্তিভোগ হয়। রাজপুরুষেরা কত বেতন পায়, এবং ভারতবাসীরা কত পায়, ইহা দেখিলেই বোধ হয় জানিতে পারিবে, ভারতবাসিদের ও রাজপুরুষদের আয় কত কম ও বেশী। আরও ভাল করিয়া যদি দেখিতে ইচ্ছা কর, ইণ্‌কাম্‌ট্যাক্‌সের রিটার্ন্‌ দেখ, ভারতবর্ষের লোকসংখ্যা কত এবং কতকটি লোকই ইণ্‌কাম্‌ট্যাক্‌স দেয়। বাৎসরিক পাঁচ শত টাকা আয় হইলেই ইণ্‌কাম্‌ট্যাক্‌স দিতে হয়, কিন্তু কত লোক পাঁচশত টাকার আয় রহিত তাহাও দেখ। বর্ত্তমান দুর্ভিক্ষের রিলিফ্‌ ফণ্ডের চাঁদা দেখিলেও জানিতে পার, ইংরাজবাহাদুর কত ধনী ও ভারতবাসী কত গরীব। যত টাকার চাঁদা উঠিয়াছে, পঞ্চাশ অংশের একঅংশ ও ভারতবাসী দেয় নাই। দুই চারিটী কোম্পানি, উকিল, জজ্‌, ম্যাজিষ্ট্রেট্‌ ও ধনী দেখিয়া ইরাজবাহাদুরের সহিত খোষপোসাকের ও বাহ্য পরিষ্কারের নকল করা কি উচিত? যত নকল করিবে ততই দুর্ভিক্ষ ও মড়ক ভোগ করিবে। অর্থতে অর্থ আসে, যখন ভারতবাসীর অর্থ কম, তখন অর্থের যাহা আবশ্যক, তাহা ভারতবাসীর গ্রহণ করা উচিত নয়। বাহ্যচাল যতই বাড়াইবে, অন্তর ততই

খারাপ হইবে, কারণ অর্থ কম। যদি বাহ্য অপরিষ্কারে দুর্ভিক্ষ ও মড়ক হইত তাহা হইলে বোম্বাইবাসীরা দুর্ভিক্ষ ও মড়ক-ভোগ করিত না। ভারতবর্ষের ভিতর বোম্বাই অপেক্ষা পরিষ্কার সহর আর নাই, তবে কেন দুর্ভিক্ষ ও মড়কভোগ করে? কারণ বোম্বাই অপেক্ষা খোসপোষাকী লোক ভারতবর্ষে আর নাই। ইহাঁরা ইংরাজ-বাহাদুরের যত নকল করিয়াছে, এত কোন দেশের লোক করে নাই। ইহার কারণ ইহাদের মানসিক চিন্তা ভারতবর্ষের অন্যান্য সকল প্রদেশের লোক অপেক্ষা বেশী।

যত মানসিক চিন্তা বেশী হইবে ও যত মানসিক-চিন্তার ফল বিফল হইবে, ততই দেহের ভিতর খারাপ হইতে সুরু হইবে। কারণ চিন্তা অপেক্ষা উৎকট জ্বর আর দ্বিতীয় নাই। দেহের ভিতর খারাপ হইলে দেহের দুর্ভিক্ষ হয়, দুর্ভিক্ষ হইলেই মড়কভোগ করিতে হয়। ধাঙ্গড়, মেতুয়া ও কুলিরা যে অবস্থাতে থাকে, উচিত প্রত্যহ উহাদিগের মরিয়া যাওয়া, কিন্তু উহারা যত পরমায়ু ভোগ করে, খোসপোষাকী ও পরিস্কৃত আবাসের ভারতবাসীরাও তত করে না, কারণ উহারা মাসিক ৭৲ সাতটাকাতে শান্তিভোগ করে। শান্তিভোগ করিলে দেহের রোগ কম হয়। যাহারা সহরে ও সহরের নিকটে বাস করে, তাহাদের চাল, সহরের বাতাসে একটু বদল হয়, ইহার কারণ কিছু ভোগ করে। কিন্তু অজ পাড়াগেঁয়ে, যাহারা

খোসপোষাক ও পরিষ্কার আবাস কি জানে না, এবং ইংরাজ-বাহাদুরকে কখনও দেখে নাই এবং "ওয়েষ্টার্ন্" অর্থাৎ পাশ্চাত্য সভ্যতা কি জানে না, উহারা অকালমৃত্যুতে খুব কম মরে ও দেহের দুর্ভিক্ষ ও মড়ক খুব কম ভোগ করে। যত 'এপিডেমিক' সহরে হয়, তত অজ্ পাড়াগাঁয়ে হয় না। কারণ উহারা ভ্রষ্ট নয়। যত ভ্রষ্ট হয়, তত দুর্দ্দশা হয়। স্বভাব একটী বড় ভয়ানক সামগ্রী, যে স্বভাব বংশাবলীক্রমে চলিয়া আসিতেছে, সে স্বভাবের পরিবর্ত্তন করিলেই অপকার হয়। মৎস্যকে হীরকখচিত স্বর্ণখট্টাঙ্গে রাখিলেও জীবন ধারণ করিতে পারে না, কারণ মৎস্য হয় জলচর। গণ্ডগ্রাম ও ছোট ছোট গ্রাম হইতে মিউনিসিপ্যালিটী রহিত হইলে, গৃহী আর একটা খখরা দেওয়া হইতে পরিত্রাণ পায়। ভারতবর্ষ পরাধীনদেশ,—সকল বড় বড় ব্যবসা ও চাষ রাজপুরুষদের হাতে পড়িয়াছে। যেদিন ধান্য ও গম পড়িবে, সেইদিন আরও দুর্ভিক্ষ ও মড়কের সংখ্যা বাড়িবে। রাজপুরুষদের রপ্তানি হেঁপাতে ভারতবাসী অস্থির। যত রপ্তানি বাড়িবে, তত সঞ্চয় কম হইবে। যত সঞ্চয় রহিত হইবে, তত দুর্ভিক্ষ ও মড়কের সংখ্যা বাড়িবে।

মুসলমান রাজার সময়ে রপ্তানি ছিল না, ইহার কারণ দুর্ভিক্ষ ও মড়ক কম হইত। যেখানকার জল সেইখানে থাকিত, অন্যস্থানে যাইত না। যদি ইংরাজ বাহাদুর ভারত-

বর্ষে বাস করিতেন, তাহা হইলে ভারতবর্ষের এই দুর্দ্দশাভোগ করিতে হইত না। এত রপ্তানি করিতে কখনই অনুমতি দিতেন না। যে পরিমাণে ভারতবর্ষের খাদ্যসামগ্রী রপ্তানি হয়, সেই পরিমাণে যদি খাদ্যসামগ্রীর আমদানী হইত, তাহা হইলে ভারতবাসী এতটা দুর্দ্দশাভোগ করিত না। খাদ্য-সামগ্রীর বদলে, খোসপোষাকের ও লোহালক্করের আমদানী হয়, যাহাতে অপকার বই উপকার হয় না। দিন দিন সাধা-রণের রোজগার কম হইতেছে, কিন্তু সাধারণের খরচ বৃদ্ধি পাইতেছে। রাজপুরুষদের সুখ ও স্বচ্ছন্দতা দেখিয়া সকলে চাল বাড়াইতেছে। যদি তিন বৎসরের মতন ভারতবাসীর খাদ্য রাখিয়া, রাজপুরুষেরা রপ্তানির অনুমতি দেন, তাহা হইলে ভারতবাসীদের আয় হইতে আর একটা বখরা দিতে হয় না; কারণ জিনিসের দাম কম হয়। বহুবিবাহ, বাল্যবিবাহ বিধবা বিবাহ ও বয়স্কবিবাহ আর একটি কারণ, যাহা চিন্তা-রহস্যতে বিশদরূপে বলা হইয়াছে। পৃথিবীর কোন স্বাধীন দেশে একত্রে চারি রকম বিবাহের চলন নাই, কিন্তু ভারতবর্ষে চারি রকম বিবাহ চলিতেছে। ইংরাজবাহাদুরের এই সব বিষয়ে চক্ষু দেওয়া উচিত। কারণ একত্রে চারিরকম বিবাহ থাকিবার কারণ, সন্তান সন্ততি এত বেশী হয়, যে কেহই ভাল রকম করিয়া খাইতে পায় না। ভারতবর্ষে মধ্যবিত্ত লোকের আয় গড়ে ত্রিশ টাকা, এবং গরিব লোকের সাত টাকা, ইহাতে

দশটীকে ভরণ পোষণ করা কত কষ্ট বহ, যাহা বর্ণনা অপেক্ষা বেশী অনুভব করা যাইতে পারে। একরকম বিবাহ থাকিলে এতটা অভাব হয় না ও বখরা বেশী দিতে হয় না। মাদকদ্রব্য সেবনের দরুণ কিছু বখরা দিতে হয়। মোট কথা বখরা দিতে দিতে ভারতবাসী নিজে শেষে ফক্‌রেপোষা হয়। একবার দেবতা অনুগ্রহ না করিলেই দুর্ভিক্ষ ও মরক ভোগ করিতে হয়, কারণ সঞ্চয় কিছুই নাই।

জ্ঞানী। ভারতবাসীরা কেন সঞ্চয়ের চেষ্টা করে না।

বোকা। এক জনের কার্য্য নয়। সকলে চেষ্টা করিলে হইতে পারে।

জ্ঞানী। কেন সকলে চেষ্টা করে না?

বোকা। ভারতবাসীর স্বভাব এক নয়। যতটি লোক সংখ্যা আছে, ততটি মত আছে। মতে মতে এত বেশী, যে কাহারই মত চলে না। সকলেই স্ব স্ব প্রধান। খালি "এক ব্যতীত দ্বিতীয় নাই" এইটি ঠিক আছে। কারণ খিচড়ি পাকান হইলেও কোন গোল মাল হয় না। ভারতবাসী দূরদর্শী নয়, নিকটদর্শী হয়। নাম ধাম ধন ও খেতাব যে রকমেই হউক, সংগ্রহ করিতে পারিলেই যথেষ্ট এবং ভারতবাসীরাও উহাদিগকে মান্য করিবে ও সকলে বলিবে লোকটা বড় ক্লেভার ও ইণ্টেলিজেণ্ট। পাতসাহের বিড়ালকে মারিলে পাতসাহ সকলকে একগাড় করিত, ভারতবাসীরও সেই অহঙ্কার আছে,

কিন্তু নাচার, সেই কারণ কথার শ্রাদ্ধ করিয়া ও দেশবাসীকে জব্দ করিয়া ও উচ্ছন্ন দিয়া সেই আনন্দ ভোগ করিয়া লয়। মরালটুথ্ অভাব বলিয়া সঞ্চয় শিক্ষা করিতে পারে না। যে দিন ভারতবর্ষে মরালটুথ্ প্রচার হইবে, সেই দিন হইতে দূর দর্শিতার সুরু হইবে ও একজনের সর্ব্বনাশ ও অপরের পৌষ মাস রহিত হইবে।

ভারতবর্ষে এখন আইন বাঁচাইয়া খালি কার্য্য চলিতেছে, ইহার কারণ আইনজ্ঞদের বোলবোলা বেশী। ভারতবর্ষে আইনজ্ঞ অর্থাৎ শিক্ষিত লোক কয়টী, বোধ হয়, পঞ্চবিংশতি হাজারে একটী হয় কিনা সন্দেহ। যখন সকলে আইনজ্ঞ হইবে, তখন কোন গোল মাল থাকিবে না, কারণ কাষ্ঠে কাষ্ঠে ঠেকিবে। অনেক সর্প না খাইলে 'ড্র্যাগুন্' হয় না, ভারতবর্ষে ভারতবাসী ভারতবাসীকে খাইয়া 'ড্র্যাগুন্' হইতেছে (শিক্ষিত—ইন্‌টেলিজেণ্ট, অশিক্ষিত—আন্‌ইন্‌-টেলিজেণ্ট)। যত কিছু ঢো উঠিতেছে, সমস্তই ইংরাজি শিক্ষিত যুবক বৃন্দের। যদি উহারা দূরদর্শী হইয়া কার্য্য করিত, তাহা হইলে কোন ক্ষতি হইত না। উহারা যাহা কিছু রাজপুরুষদের দেখে, তাহাই দেশে ইনট্রডিউস্ করিতে চেষ্টা করে। রাজ-পুরুষেরা, ইংরাজী শিক্ষিত যুবকের কথায় চলে, ইহার কারণ উহাদের অনেক সিদ্ধি লাভ হয়। পঞ্চবিংশতি হাজার উচ্ছন্ন গেল, একটী ব্যক্তির জিৎ, বজায় রাখিতে, তাহাতে একটীর

ভ্রুক্ষেপ নাই, কারণ একটীর নাম, ধাম, ধন ও খেতাব হইল, কিন্তু যদি 'মরালটুথ্ অব্জারভ্ করিত' তাঁহা হইলে এই কার্য্য করিতনা। রাজপুরুষদের উচিত হয়, চাসা মান্নাদের মত লইয়া কার্য্য করা, তাঁহা হইলে সর্ব্ব বিষয়ের দুর্ভিক্ষ ও মড়ক হইতে ভারতবাসী রক্ষা পায়।

'যুডিসিয়্যাল ও একজিকিউটিভ্' আলাহিদা হইবার ঢেউ উঠিয়াছে। যদি হয়, তাহা হইলে ভারতবর্ষে বিচারের দুর্ভিক্ষ হইবে। যুডিসিয়্যাল ও একজিকিউটিভ্ আলাহিদা হওয়া যে ভাল তাহা শত শত বার বলি। কিন্তু ভারতবর্ষে ভাল নয়, যখন 'মর্যালটুথ্' অভাব আছে। বিচারক সাক্ষী লইয়া বিচার করিবেন, যদি 'গট্আপ' মোকদ্দমা হইল, কিম্বা মিথ্যা সাক্ষী দিল, বিচারক কি করিয়া ঠিক বিচার করিবেন, তিনি তো অন্তর্যামী নন্ যে, তিনি যথার্থ যাহা হইয়াছে জানিবেন ও ঠিক বিচার করিবেন। 'গট্আপ' মোকদ্দমা ও মিথ্যাসাক্ষীর যে অভাব নাই, তাহা বলিতে হইবে না। ঠিকুজী দেওয়া ভাল, কুষ্টী দেওয়া ভাল নয়। যুডিসিয়্যাল্ ও একজিকিউটিভ্ একত্রে থাকা ভারতবর্ষে ভাল, কারণ বিচারক প্রত্যহ লোকের সহিত কর্ম্মক্ষেত্রে মিশিয়া, সেদেশের লোকের চরিত্র অনেকটা জানিতে পারেন, আরও তদ্দারকে অনেকটা প্রকৃত ঘটনা ঠিক করিতে পারেন। ইহাতে যে সব ঠিক হয়, তাহাও বলিতে পারি না। অত্যাচার যে হয়

না, তাহাও বলিতে পারি না। কিন্তু ইহাতে যত অবিচার হয়, আলাহিদা হইলে আরও বেশী হইবার সম্ভাবনা। আমাদের দেশে কোন এক জনকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে; সে স্বচ্ছন্দে একটা মিথ্যা কথা বলিতে পারে, যদিও কোন তার উপকার নাই। কিন্তু স্বাধীন দেশের লোকেরা হঠাৎ ইহাতে সম্মত হয় না। কারণ উহাঁদিগের 'মর‍্যাল কারেজ্, আছে। স্বাধীন দেশে 'যুডিসিয়্যাল ও এক্‌জিকিউটিভ্' আলাহিদা হওয়া খুব ভাল এবং হওয়াও সর্ব্বতোভাবে উচিত, কিন্তু আমাদের দেশে এখন উচিত নয়, যখন 'মর‍্যাল-কারেজ্' অভাব হয়। স্বাধীন দেশের লোকেরা 'গট্ আপ্' মোকদ্দমা করেন না ও মিথ্যা সাক্ষী দেন না, ইহা কেহ বলিবে না। কিন্তু আমাদের দেশ অপেক্ষা অনেক কম। আমাদের যে সকলেই 'গট্ আপ্' মোকদ্দমা করেন ও মিথ্যা সাক্ষী দেন, ইহাও কেহ বলিবে না; কিন্তু স্বাধীন দেশ অপেক্ষা অত্যন্ত বেশী, ইহার কারণ যুডিসিয়্যাল ও এক্‌জিকিউটিভ্ একত্রে থাকা এখন ভারতবর্ষে ভাল, ইহাতে উপকার বই অপকার নাই।

ভারতবাসীদের দূরদর্শী হইয়া কোন কার্য্য করিতে দেখিতে পাওয়া যায় না। যাহা স্বাধীন দেশে দেখিবে তাহাই 'কপি' করিতে চেষ্টা করিবে। ভাল কি মন্দ, বিবেচনা করিবে না। স্বাধীন দেশে যাহা থাকে, তাহা যে ভাল শত শত বার বলি, কিন্তু গ্রহণ করিবার ক্ষমতা অভাব হইলে ভাল ও

মন্দ হইয়া যায়। স্বর্ণ অত্যন্ত দামী জিনিষ, কিন্তু তিন মন স্বর্ণ দুই বৎসরের বালকের উপর দিলে উপকার না হইয়া অপকার হয় কেন? দামী জিনিষ বলিয়া উপকার হয় না কেন? জগতে চিন্তাশীল না হইলে দূরদর্শী হয় না।" এক একজন এক এক বিষয়ে থাকিলে দূরদর্শী হইতে পারে। ভারতবর্ষে ইদানীং ইহার অভাব হয়। ইংরাজী ভাষাতে অধিকার থাকিলে সে সব বিষয়ের কর্ত্তা হয়। রাজপুরুষদের সব সভাতে 'মুভ' করিতে পারে, রাজপুরুষেরা গ্রাহ্য করিলেই ভারতবাসী-দের গ্রাহ্য হইল। সে যাহা বলিল, সব ঠিক হইল। কারণ রাজপুরুষেরা "পাবলিক্ ওপিনিয়ান" লইয়া কার্য্য করেন। ভারতবর্ষে যে 'ডাম্ব্ মিলিয়নের' মত পেটের ভিতর রহিল, তাহা তো রাজপুরুষেরা জানিলেন না। আজ পর্য্যন্ত যত সাধারণ দরখাস্ত বিলাতে হইয়াছে, ও ভারতবর্ষের রাজপুরুষদিগের নিকট হইয়াছে, সমস্তই ইংরাজী শিক্ষিত ব্যক্তির, ছাগল ও বানরের দধি খাওয়ার মতন হয়। ইংরাজী শিক্ষিতেরা এমন কাণ্ডটা করিবে, যাহাতে বিলাতের ও ভারতবর্ষের রাজপুরু-ষেরা জানিবেন যে, ইহাই যথার্থ ভারতবর্ষের অভাব, কারণ ইংরাজী শিক্ষিত ব্যক্তিরা কি করিয়া বিলাতে কার্য্য হয় ও ভারত রাজপুরুষের নিকট কি করিয়া খবর যায়, উহারা সবই জানে। রাজপুরুষেরা 'পাবলিক্ ওপিনিয়ন' লইয়া কার্য্য করেন, রাজপুরুষেরা জানিলেন, ইহাই যথার্থ ভারতবর্ষের

অভাব হয় এবং তাহাই করিলেন। কিন্তু 'ডাম্ব মিলিয়ন' যে সাফারার হইল, তা তো রাজপুরুষেরা জানিলেন না। যদিও ভারতবর্ষের রাজপুরুষেরা কতকটা জানিতে পারেন, কিন্তু বিলাতের রাজপুরুষেরা কিছুই জানেন না। ভারতবর্ষের যে ঢেউ বিলাতের রাজপুরুষের নিকট যায়, তাহাই বিলাতের রাজপুরুষেরা ভারতবর্ষের "পাবলিক্ ওপিনিয়ন্" বলিয়া জানেন কিন্তু এইটা মহাভ্রম। যতদিন এই ভ্রম সংশোধন না হইবে, ততদিন ভারতবর্ষে সকল বিষয়ের দুর্ভিক্ষ বাড়িবে।

ইংরাজী শিক্ষিত ব্যক্তিরা অনেকটা রাজকর ও আকাল সইতে পারে। কারণ উহাদের রোজগার অশিক্ষিতের অপেক্ষা অনেক বেশী। ইংরাজী শিক্ষিত ব্যক্তিরা আমাদের দেশকে রাজপুরুষদিগের দেশের মত করিতে চায়। কিন্তু অশিক্ষিত লোকেরা ইহার হেঁপাতে মরে, ভারতবর্ষে অশিক্ষিত লোকের সংখ্যা বেশী। বিলাতের ও ভারতবর্ষের রাজপুরুষদের অশিক্ষিত ব্যক্তিদের মতে চলা উচিত, যখন অশিক্ষিত লোকের রোজগার অত্যন্ত কম হয়। ভারতবর্ষের অবস্থা যে রকম হইয়াছে, ইহাতে যদি রেলওয়ে, ন্যাভিগেশন্, মারচেণ্ট, প্ল্যাণ্টার, মিল্ ওনার, পুলিশ বিভাগ ও ফৌজ বিভাগ অশিক্ষিত ব্যক্তিদিগকে না স্থান দিতেন, তাহা হইলে প্রত্যহ দিনে চুরিডাকাতী ও খুন খারাপি হইত। কোটী ফৌজ, ও রক্ষা করিতে পারিত না, কারণ পেটের অভাব হইলে কিছুই মানে না।

ভারতরাজ্যের খরচ দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে, উচিত দিন দিন খরচ কম হওয়া। একটা লাল পাগরীওয়ালা পূর্ব্বে একটা রেজিমেণ্টের কার্য্যকরিত, এখন একটী গলির কার্য্য করিতে অক্ষম। ইংরাজী শিক্ষিত ব্যক্তির কারণ ও পেটের জ্বালার কারণ আর কিছুই নয়। রাজপুরুষেরা যত ইংরাজী শিক্ষিত লোকের পরামর্শে চলিবেন, ভারতবর্ষে ততই পেটের জ্বালা বাড়িবে। পেটের জ্বালা বাড়িলেই অসৎকার্য বাড়িবে, অসৎ কার্য্য বাড়িলেই রাজপুরুষেরা শান্তিরক্ষার কারণ 'সাফিসিয়েণ্ট' লোক নিযুক্ত করিবেন; লোক নিযুক্ত করিলেই খরচ বাড়িল। খরচের টাকা বিলাত হইতে আনিবেন না, ভারতবাসীর নিকট হইতে আদায় করিবেন, আদায় সুরু হইলেই ভারতবাসীর আয়ের উপর বখরা বসিল, বখরা বসিলেই ভারতবাসী অসন্তুষ্ট হইল, কারণ বলা হইয়াছে ভারতবাসী রোজগারে ছেলে নয়। বিলাতে তিন জন লোকে একটী মাত্র সৈনিকপুরুষ, ভারতবর্ষে চার হাজারে একটী মাত্র সৈনিকপুরুষ হয়। সম্প্রতি পঁচিশ হাজার সৈনিক পুরুষ ভারতবর্ষে বাড়িয়াছে, ইহার কারণ ভারতবাসী কর ভারে পীড়িত হইয়াছে, কিন্তু যখন তিনটীতে একটী হইবে, তখন ভারতবর্ষের কি অবস্থা হইবে। কোথাকার জল কোথায় আসিল, ভাল করিতে গিয়া খারাপ হইল। ভারতবর্ষের ইংরাজি শিক্ষিত ব্যক্তি যদি দূরদর্শী হইত, তাহা হইলে কোন

কথা ছিল না। কথার শ্রাদ্ধ ব্যতীত আর কিছুই জানে না। আজ কার্য্য করিলে এক শত বৎসরের পর কি হইবে, ইহা বিবেচনা করিয়া যদি কার্য্য করিত, তাহা হইলে সুখের হইত।

কোন স্বাধীন দেশের লোক ঠিক করিয়াছেন, "যদি পাথুরিয়া কয়লা যে রকম দেশে ব্যবহার হইতেছে, সেই রকম হয়, তাহা হইলে পাঁচশত বৎসর পরে দেশের পাথুরিয়া কয়লার অভাব হইবে। অতএব দেশের পাথুরিয়া কয়লা ব্যবহার করা যুক্তি-সিদ্ধ নয়, অন্যদেশ হইতে পাথুরিয়া কয়লা আনিয়া দেশে ব্যবহার করা বিধেয়,' তাহাই হইল। জগতে নিকটদর্শী লোকের দ্বারায় কোন কার্য্য হয় না। চিন্তাশীল না হইলে দূরদর্শী হয় না, দূরদর্শী না হইলে সঞ্চয় শিখিতে পারে না। যোগাভ্যাসের মূলমন্ত্রই সঞ্চয়। গৃহীর মূলমন্ত্রও সঞ্চয়। যখন আমাদের সঞ্চয়ই অভাব, তখন সমস্তই অভাব হইবে তার আর আশ্চর্য্য কি। কোন মহাত্মাকে কোন ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, আপনার লজ্অব্গ্রাভিটেসন্ কি করিয়া আবিষ্কার হইল। তিনি বলিয়াছিলেন, "আমি অহোরাত্র চিন্তাকরি।" যিনি যে বিষয়ে থাকিবেন তিনি সেই বিষয়ে যদি অহোরাত্র চিন্তা করেন, তাহা হইলে চিন্তাশীল হইতে পারিবেন। চিন্তাশীল হইলেই দূরদর্শী হইবেন, দূরদর্শী হইয়া যাহা কিছু করিবেন, তাহাই সাধারণের মঙ্গল হইবে। সঞ্চয় ব্যতীত বাহ্য ও অন্তর্জগতের গতি নাই। পেটের জ্বালায় কেহ বিচার করিবে, কেহ

'বিরিফ' পড়িবে, কেহ 'কনভ্যান্‌স' লিখিবে, কেহ ছেলে পড়াইবে, কেহ খবর লিখিবে, কেহ গৈরিকধারী হইবে, কেহ কণ্ঠীধারী হইবে, কেহ ম্যান্‌চেষ্টারের গুলিসূতা গলায় দিবে, কিন্তু যদি ইহারা "মরালটুথ্‌ অবজারভ্‌" করিয়া, যে যার নিজের বিষয়ে মাথা ঘামাইত, তাহা হইলে কত সুখদায়ক হইত, এবং আমাদিগের দেশের কত প্রকৃত উন্নতি হইত। কিন্তু উহারা তাহা না করিয়া জগতের সব বিষয়ে মাথা ঘামায়, কারণ উহা-দিগের ভাষাতে অধিকার আছে। ভাষাতে অধিকার থাকিলে যদি সব বিষয়ে অধিকারী হইত, তাহা হইলে অন্য অন্য লাইন হইতনা। মালিনী মাসী কখন মেছুনী পিসী হইতে পারে না, যদিও মালিনী বিনাসূতায় হার গাঁথিতে পারে; মেছুনী পিসীও মালিনী মাসী হইতে পারে না, যদিও মেছুনী পিসী পুকুরে মাছের ঘাই দেখিয়া মাছ ঠিক্‌ করিতে পারে। আমাদের দেশে রাজভাষায় অধিকার থাকিলেই সব বিষয়ে 'মুভ্‌' করিতে পারে, এবং ইহাই আমাদের দেশের ব্যবস্থা হয়। ইহার কারণ দুর্দ্দশাও দিন দিন খুব বাড়িতেছে।

রাজপুরুষেরা যেমন, বিলাতে রাজভাণ্ডারের সঞ্চয়ের 'কমিশন্‌' বসাইয়াছেন, অমনি যদি গরিব প্রত্যেক ভারত-বাসীর সঞ্চয় কিসে হয়, উহাতে যোগ করেন এবং যেমন বড় বড় রাজপুরুষদের সাক্ষী লওয়া হইতেছে ও ইংরাজী শিক্ষিত যুবকের সাক্ষী লওয়া হইতেছে, অমনি যদি চাসা

মান্নাদের সাক্ষী লওয়া হয়, তাহা হইলে বোধ হয় সাধারণ ভারতবাসীর অনেকটা উপকার হইতে পারে। ভারতবাসী অত্যন্ত কুঁড়ে, পশু, পক্ষীরাও নিজের আহার নিজে সঞ্চয় করিতে পারে, কিন্তু ভারত বাসী পারে না। ভারতবর্ষের তুল্য শস্যোৎপাদক দেশ আর ত্রিভুবনে নাই, কিন্তু দুঃখের বিষয় ভারতবাসীরা অন্নবিহনে, জীর্ণ শীর্ণ হইয়া অন্তে দুর্ভিক্ষ ও মড়ক ভোগ করে। রাজপুরুষেরা যদি অনুগ্রহ করিয়া সঞ্চয় শিক্ষা দেন, তাহা হইলেই সাধারণ ভারতবাসীর মঙ্গল, আর তা না হইলে একদল ভাল থাকিবে অর্থাৎ, পঞ্চবিংশতি হাজারে একজন, আর অপরদল ঘোর দুর্ভিক্ষ ও মড়ক ভোগ করিবে।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

মহর্ষি কপিলমুনির আশ্রম।

মহাসমুদ্রের কিঞ্চিৎদূরে মহর্ষি কপিলমুনির আশ্রম, চারি দিকে ফলফুলে আশ্রমটী পরিপুরিত, বিস্তীর্ণ সরোবরের মধ্য-ভাগটী সহস্রদল পদ্মে প্রস্ফুটিত; ষট্‌পদের গুঞ্জনে গুঞ্জিত থাকাতে আরও আমোদিত। পরপুষ্যের পঞ্চমস্বরে নিনাদিত,

জলচরের কেঁকোঁরবে শব্দায়িত, কুরঙ্গিনী ও শিখীতে শোভিত। স্থানে স্থানে নির্ঝরিনী মৃদুমৃদু ঝরঝরে ঝরিত, মধ্যে মধ্যে পর্ণ-কুটীর প্রোথিত, সম্মুখে হোমকাষ্ঠ এলোমেলো রকমে সজ্জিত, মধ্যমস্বরে সাংখ্যশাস্ত্র উচ্চারিত হইবার কারণ স্থানটী পবিত্র আশ্রম বলিয়া কথিত। মহর্ষি কপিলমুনি পদ্মাসনে ধ্যানে মগ্ন, শিরে কপিল জটা লম্বিত, বালরবির রঙে রঞ্জিত, মূর্ত্তি শান্ত ও নির্ম্মল।

সাংখ্যাধ্যায়ীরা প্রত্যহ দ্বিপ্রহরের সময় আশ্রমে নৃযজ্ঞ করিত, যদি আতিথ্য ক্রিয়ার অভাব হইত, সূর্য্যাস্তাবধি অপেক্ষা করিত, তদনন্তর অতিথি ভাগটী আশ্রমবাসী জন্তুরে দিয়া নিজে অবশিষ্ঠ ভাগটী সেবা লইত। প্রধান শিষ্যটীই আশ্রমে গুরুর কার্য্য করিত, যদি কোন আবশ্যক হইত, সুবিধা বুঝিয়া গুরুর নিকট যাইত, এবং যাহা শিখিবার তাঁহা শিখিত।

কিছুদিন পরে পেমী চণ্ডালিনী দ্বিপ্রহরের সময় আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইল। অতিথি বিবেচনা করিয়া তাহাকে সমাদর করিল, উৎকট মূর্ত্তির কারণ নানা আশ্রমবাসী নানা-ভাবে লইল। উহাদিগের ভিতর একজন জিজ্ঞাসা করিল, তোমার নাম কি? কি বর্ণ? কি নিমিত্ত এই আশ্রমে আগমন?

পেমী উত্তর করিল,—আমার নাম পেমী. আমার পিতা

ঘাটের কার্য্য করে, আমার বর্ণ শূদ্র অর্থাৎ চণ্ডাল, আমি চিন্তামনির অন্বেষণে আসিয়াছি, যদি তোমরা কেহ জান, তাহা হইলে বলিয়া দাও। যে যতদূর সাংখ্যশাস্ত্রে অপ্রবেশী ছিল, সে ততদূর তফাৎ হইল, এবং পেমীর উপর তার ততটুকু ঘৃণা বাড়িল।

আশ্রমে নানারকম লোক ছিল, সাংখ্যশাস্ত্রে যে যতটুকু প্রবেশী ছিল, সে তত নিকট হইল, কিন্তু কেহই দশ হাতের ভিতর নাই, মনের সন্দেহ ভঞ্জনের কারণ, একাদশ হাতের নিকটবর্ত্তীরা জিজ্ঞাসা করিল। তোমার মূর্ত্তি ও বর্ণ পাগলিনীর পরিচয় দিতেছে। তোমার চিন্তামনি কে? যদি কোন বাধা না থাকে, তাহা হইলে তুমি বল?

পেমী বলিল, বাবার বেশী বয়স হইবার কারণ আমি ঘাটের কার্য্য করিতাম, কাত্‌লা মারিয়া পয়সা লইতাম, শশ্মানেশ্বরের মাথায় জল ঢালিতাম, সময়ে সময়ে মহাবটবৃক্ষের ডালে বসিয়া ভূত সাজিতাম, এই রকমে মহানন্দে কাল কাটাইতাম। একদিন চিন্তামনি সর্দ্দার মৃত দেহ দাহ করিতে আইসে, আমার নজর তার উপর পড়ে, মৃত দেহ দাহ হইবার পর আমি চিন্তামনিকে আমার মনের কথা কিছুই বলিতে পারি নাই, খালি ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া কাঁদিতে লাগিলাম। চিন্তামনি বলিল,—"তুমি বাটী যাও, আবার কেহ মরিলে, তোমার সহিত দেখা করিব," সেই দিন হইতে আমার

মন খারাপ হইয়াছে, সমস্ত নিজের কার্য্য ছাড়িয়া, চিন্তামনি অন্বেষণে ঘুরিতেছি, যদি তোমরা কিছু বলিতে পার, তাহা হইলে আমার বড় উপকার হয়।

প্রথম ছাত্র বলিল। বৃদ্ধ পিতাকে ঘাটীতে ফেলে রেখে আসাটা তোমার ভাল হয়-নি, তুমি গৃহে যাও, এক চিন্তামণিকে না পাইলে আর এক চিন্তামনিকে লইতে পার, তাহাতে কোন দোষ নাই. যখন তুমি বিবাহ কর নাই। আরো চণ্ডালিনীরা বহুস্বামী করিতে পারে, তাহাতে কোন দোষ নাই। স্মৃতিতে ইহার অনেক ব্যবস্থা আছে।

পেমী বলিল,—চিন্তামনি ব্যতীত আমি আর কাহাকেও চাই না, চিন্তামনিকে দেখিবার পূর্ব্বে আমার জগতের কাহারও উপর মায়া ছিল না, এখন চিন্তামনির মায়াতে পাগলিনী, কোথায় যাইলে চিন্তামনিকে পাই, যদি বলিয়া দিতে পার, আমি সেইখানে যাইতে সম্মত আছি।

প্রথম ছাত্র বলিল,—দেখ পেমী, মায়া বড় খারাপ সামগ্রী। যত মায়া ত্যাগ করিতে পারিবে, তত জগতে সুখী হইবে। মায়া অপেক্ষা পাপ আর জগতে দ্বিতীয় নাই। মায়া ত্যাগের দরুণ মহাজনেরা কত কষ্ট সহ্য করিয়া বনে বাস করেন, তপস্যা করেন, চিন্তাশীল হন, তোমার হিতের জন্য আমি শাস্ত্রসঙ্গত কথা বলিতেছি।

পেমী বলিল,—তুমি কেন পুনরায় আমায় অনেক মায়াতে।

মুগ্ধ করিতে চাও, যখন আমি একটী মায়াতে পাগলিনী হইয়াছি।

প্রথম ছাত্র বলিল। মায়া অনেক রকম আছে। বৃদ্ধ পিতাকে যত্ন করিলে পাপ হয় না, বরং পুণ্য হয়। কামাতুরা হইয়া বৃদ্ধপিতার মায়া ছাড়িয়া, অন্যকে ভজনা করিলে, প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। স্মৃতিশাস্ত্রে ইহারও অনেক ব্যবস্থা আছে।

প্রেমী উত্তর দিল—কামনা ব্যতীত কি মায়া আছে, কামনা না হইলে মায়া হয় না, চিন্তামনির উপর আমার কামনা আছে, তাই চিন্তামনিতে মায়াও আছে। পূর্ব্বে পিতার উপর ভালবাসা ছিল, মায়াও ছিল, যেটী বেশী হয়, সেইটীই প্রবল হয়; কমটী লোপ হইয়া যায়। মায়ের পুত্রের উপর আশা আছে, তাই মায়ের পুত্রের উপর মায়া আছে।

প্রথম ছাত্র বলিল। কামনা কাহাকে বলে।

প্রেমী উত্তর দিল। যে যাহা হইতে কিছু আশা করে, পিতা ও মাতা পুত্র হইতে আশা করেন যে, আমরা বৃদ্ধ বৃদ্ধা হইলে পুত্র আমাদিগকে ভরণপোষণ করিবে এবং মরিলে মুখ অগ্নি করিবে। পুত্রও যখন নিজ ভরণপোষণে অপারক থাকে, পিতা মাতা ভরণপোষণ করেন। প্রত্যেকের প্রত্যেকের নিজ স্বার্থে জগৎ চলিতেছে। স্বার্থও যা, মায়াও তা। যতদিন জগতে স্বার্থ থাকিবে, ততদিন জগতে মায়া থাকিবে।

প্রথম ছাত্র বলিল,—পশু ও পক্ষীদের স্বার্থ কি?

পেমী উত্তর করিল। এইবার ঠাকুর যাহা গোলমালে ফেলিয়াছ। একের ইচ্ছা ব্যতীত আর কিছুই বলা যাইতে পারে না। একের ইচ্ছা জগৎ থাকা, ইহার কারণ মায়াও আছে, জগতে থাকিতে হইলেই মায়াভোগ করিতে হয়। আমি জগৎ ছাড়া নয়, কি করে মায়াত্যাগ করিব। সে যাহা হউক ঠাকুর, আমার চিন্তামণি কোথায় আছে বলিতে পার?

শেষ ছাত্র প্রথম ছাত্রকে বলিল,—কিহে তুমিও পাগল হয়েছ নাকি, পাগলিনীর সঙ্গে তুমিও পাগল হলে। দেখ, প্রথম ছাত্র! আমাদের গুরু গজগজ্ করে যেমনি বকেন, এবং সকলকে জ্ঞানী ক'রে দেন, তেমনি এই পাগলিনীকে দেখে টের্ পাওয়া যাবে।

প্রথম ছাত্র রাগান্বিত হইয়া শেষ ছাত্রকে বলিল,—তোমার গুরু ঠকান বিদ্যা; না হইলে এই সব কথা আস্‌বে কেন? তোমার চেয়ে পাগলিনী লক্ষগুণে ভাল। তোমার চেয়ে কি, আমার চেয়েও ভাল। আমিতো পেমীকে গুরুর সহিত সাক্ষাৎ করাইব।

শেষ ছাত্র উত্তর দিল। সাপের হাঁচি বেদেই চেনে। তা যাহা হউক, অতিথি সেবার সময় উত্তীর্ণ হয়ে যাচ্ছে, আমার ক্ষুধা লেগেছে, আমি পাগলিনীকে পাতা ক'রে দিতে পার্‌বো না। আর পরিবেশনও কর্ত্তে পারিব না।

প্রথম চাত্র। আচ্ছা, আমি সব করিব। তোমার কিছু করিতে হইবে না, এই বলিয়া প্রথম ছাত্র পাতে একেবারে বেশী করিয়া অন্ন দিয়া পেমীকে সমাদর করিয়া দূর হইতে বসাইয়া দিল।" পেমীর আহারান্তে আশ্রমবাসীরা সকলে সেবা লইল।

নবম পরিচ্ছেদ।

মহর্ষি কপিলমুনি ও পেমী।

প্রথম ছাত্রটী পেমীকে জিজ্ঞাসা করিল। তুমি আমার গুরুর সহিত দেখা করিবে?

পেমী বলিল। তোমার গুরু কে?

প্রথম ছাত্র উত্তর দিল। মহর্ষি কপিলমুনি। আমি তাঁর প্রধান ছাত্র। এই আশ্রম সেই মহাত্মার।

পেমী। তিনি কি আমার চিন্তামণির কিছু খবর বলিতে পারিবেন?

ছাত্র। তিনি সর্ব্বজ্ঞ, দূরদর্শী ও চিন্তাশীল। তিনি সমস্ত বলিতে পারিবেন।

পেমী। তবে আমার কোন আপত্তি নাই সাক্ষাৎ করিতে।

ছাত্র পেমীকে সমভিব্যাহারে লইয়া, যথায় মহর্ষি কপিল মুনি ধ্যানে মগ্ন ছিলেন, তথায় উপস্থিত হইল।

পেমী দেখিল, মহর্ষি কপিলমুনি ধ্যানে মগ্ন, শিরে কপিল জটা লম্বিত, দেহ বালরবির রঙে রঞ্জিত, মূর্ত্তি শান্ত ও নির্ম্মল। পেমী ছাত্রকে জিজ্ঞাসা করিল,—মহাত্মার ধ্যানভঙ্গ হইবে কখন?

ছাত্র। তাহার কোন স্থিরতা নাই। সৎব্যক্তির আগমন হইলেই, গুরুদেব তৎক্ষণাৎ ধ্যানভঙ্গ করিয়া কথোপকথন করেন। যদি তুমি সৎ হও, তাহা হইলে পরিচয় পাবে।

ইতিমধ্যে মহর্ষি কপিলমুনি চক্ষুরুন্মীলন করিলেন, সম্মুখে পাগলিনীকে দেখিয়া হাস্যবদনে ছাত্রকে বলিলেন। ছাত্র, এই পাগলিনীকে কোথায় পাইলে? আমার আশ্রমে ইহার কোন কষ্ট হয় নাই?

ছাত্র। গুরুদেব! কল্য ইনি আপনার আশ্রমে অতিথি হইয়া আসিয়াছিলেন, এবং অত্যুৎকৃষ্ট পরিচয় পাইয়া আপনার নিকট আনিয়াছি। আতিথ্য ক্রিয়া যথানিয়মে পালন করা হইয়াছে।

কপিলমুনি। ছাত্র! আমি তোমার উপর বড় সন্তুষ্ট হইলাম, যখন তুমি ব্যক্তি চিনিতে শিখিয়াছ। এই পাগলিনী 'সৎ' এবং আদর্শ স্বরূপিনী হন। বোধ হয়, অন্য ছাত্রেরা নানাভাবে লইয়াছে।

ছাত্র। গুরুদেব! শেষ ছাত্র পাগলিনীর উপর বড় অসৎ ব্যবহার করিয়াছে। আপনাকে ও আমাকে অনেক বিদ্রূপ করিয়াছে। কিন্তু আমি রাগান্বিত হইয়া অনেক রুক্ষ কথা ব্যবহার করিয়াছি।

কপিলমুনি। পুত্র, তুমি অত্যন্ত গর্হিত কার্য্য করিয়াছ। তাপসদিগের ক্রোধ করা বিধেয় নয়, ক্রোধ করিলে সমস্ত তপস্যা নষ্ট হয়। সম্প্রতি কোন মহাত্মা অপরের দ্বারা অত্যন্ত পীড়িত হন। তাঁহার পৌত্র সহ্য করিতে না পারিয়া, শত্রু বিনাশের দরুণ সত্র করে। তাহাতে মহাত্মা পৌত্রকে বলিয়াছিলেন, "জ্ঞানীর ক্রোধ কোথা, মূঢ়েরা ক্রোধান্বিত হয়। মানব কত কষ্ট করিয়া যশ ও তপ সঞ্চয় করে, কিন্তু ইহার নাশকর হয় ক্রোধ। অতএব তাত! ক্রোধ ত্যাগ বিধেয়।"

ছাত্র। ক্রোধ করিলে তপ ও জপ নষ্ট হয় কেন?

কপিলমুনি। পুত্র! ক্রোধ হইলে দেহের রক্ত গরম হয়, রক্ত গরম হইলে ইন্দ্রিয় চঞ্চল হয়, ইন্দ্রিয় চঞ্চল হইলে বুদ্ধি স্থির থাকে না, বুদ্ধি অভাব হইলে সমস্তই অভাব হয়, ইহার কারণ স্থির বুদ্ধির পরিচয় চক্ষু। যে ব্যক্তির নিমেষ যত ঘন ঘন পড়িবে, তার স্থির বুদ্ধি তত অভাব জানিবে। পুত্র! পাগলিনীর নিমেষ কত স্থির দেখ না। পাগলিণী যত সূক্ষ্ম ধরিবে, তুমি তত পারিবে না। অতএব পুত্র, ক্রোধ বর্জ্জন করিবে, ক্ষমা হয় সাধুদের অলঙ্কার।

পেমী বলিল,—তোমার গুরুদেব তোমায় অত্যন্ত সদুপদেশ দিতেছেন। তুমি যে আমায় বলিয়াছিলে, তোমার গুরুদেব আমার চিন্তামনির কথা বলিয়া দিবেন, কৈ সে বিষয়ে তুমি কোন উল্লেখ করিতেছ না।

ছাত্র বলিল,—আপনি গুরুর সম্মুখে রহিয়াছেন, জিজ্ঞাসা করুন।

পেমী বলিল,—গুরুদেব! আপনি আমার চিন্তামনির কিছু খবর বলিতে পারেন?

কপিলমুনি বলিলেন,—মা, তোমার চিন্তামনি তোমার কাছে আছে। চিন্তা ঠিক করিলেই চিন্তামনিকে পাবে।

পেমী। গুরুদেব! সে চিন্তামনি এত সূক্ষ্ম যে আপনার চণ্ডালিনী মেয়ে ধরিতে পারে না। আপনার চণ্ডালিনী মেয়ে হাতপাওয়ালা চিন্তামনি চায়, যে চিন্তামনির জন্যে আপনার মেয়ে পাগলিনী। যে চিন্তামনি পাগলিনীর চিন্তামনি। অহোরাত্র যে চিন্তামনির চিন্তাতে আপনার মেয়ে চিন্তাশীলা। গুরুদেব! অনুগ্রহ করিয়া সেই চিন্তামনির ঠিকানা দিতে আজ্ঞা হয়।

কপিলমুনি। মা, আমি তোমার চিন্তামনি, সকলে আমায় দর্শন করিয়া চিন্তাশীল হইয়া অন্তে চিন্তামনি পায়। তুমিও আমায় দর্শন করিয়াছ এবং তুমিও চিন্তাশীলা আছ, শীঘ্রই তোমার চিন্তামনিকে পাবে।

পেমী। গুরুদেব! সমষ্টি চিন্তামনিকে আমি চাই না। তিনি ব্যষ্টির সব চিন্তাকে নষ্ট করেন। দার্শনিকেরা খালি ভাষাতে ভাসা দর্শন লইয়া, সমষ্টি চিন্তামনি ভোগ করেন। আমি লেখাপড়া জানি না,—তপ, জপ, হোম ও যজ্ঞ কিছুই জানি না এবং কখনও কিছু করি নাই। সূক্ষ্ম চিন্তামনি জ্ঞানীর যোগ্য, আমি যেমন হাতপাওয়ালা দেহিনী, তেমনি আমার সেই হাতপাওয়ালা দেহী চিন্তামনি সর্দ্দারকে চাই; যাহার জন্যে আমি পাগলিনী।

কপিলমুনি। মা, তুমি তার কিগুণে পাগলিনী। জগতে অনেক সুন্দর ও গুণী পুরুষ আছে, তুমি কেন তার একটী লও না।

পেমী। জগতে অনেক সুন্দর ও গুণী পুরুষ আছে, যখন আমি জগচ্চিন্তামনিকে চাই না, এবং যাঁহার তুল্য সুন্দর ও গুণী পুরুষ আর দ্বিতীয় নাই, তখন অন্য পুরুষ কি করে আমার নিকট স্থান পায়। গুরুদেব! আপনি যে বলিলেন,—তুমি তার কি গুণে পাগলিনী? আমি কিছুই জানি না। ক্রিয়া-কাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড যাহার দ্বারা গুণের বিচার করা যায়, তাহাও পূর্ব্বে বলিয়াছি—আমি কিছুই জানি না। কেন আমার মন চিন্তামনিতে আসক্ত হয়, তাহাও জানি না। যদবধি চিন্তা-মনিকে দেখিয়াছি, তদবধি আমার মন, প্রাণ, ধ্যান, চিন্তামনির চিন্তা ব্যতীত অন্য চিন্তাতে নাই; কেন নাই, তাহাও জানি

না। জগতে যত কিছু বিষয় দেখিতেছি, চিন্তামনি অপেক্ষা মনোনীত আর কিছুই দেখি নাই; কেন, তাহাও জানি না। কোথায় গেলে সেই চিন্তামনিকে পাই, সেই হেতু পাগলিনীর মতন বেড়াইয়া বেড়াইতেছি। পূর্ব্বে আমি এক পয়সার জন্যে নরহত্যা করিয়া আনন্দভোগ করিতাম, এখন কেহ যদি আমায় রাজচক্রবর্ত্তীনী করেন, তাহাতেও আমি আনন্দভোগ করি না। কিন্তু চিন্তামনি দর্শনে আনন্দ অপার, যাহার ওজন সমস্ত পৃথিবীর অপেক্ষা অনন্ত গুণ বেশী, কেন তাহাও জানি না।

কপিলমুনি। মা, তোমার নাম কি ?

পেমী। পেমী।

কপিলমুনি। একের লীলা কি অদ্ভুত! মা আমার প্রেমিকা হবে বলিয়া আগে থেকেই পেমী নাম ধারণ করেছে। ছাত্র! সাংখ্যতে সংখ্যা আছে, কিন্তু প্রেমেতে সংখ্যা নাই। মা আমার সাংখ্যযোগ উত্তীর্ণ হইয়া প্রেমযোগে পড়েছে। মা আমার কখনও পড়ে শুনে নাই। ক্রিয়াযোগ ও জ্ঞান-যোগ মার অভাব, তত্রাচ আমার মার স্বভাবসিদ্ধ প্রেম-যোগ এত উচ্চ, যাহা মেজে ঘষে দার্শনিকেরও হয় না। প্রেম কোথা হইতে হয়, প্রেম কি অবস্থাতে হয়, প্রেম কাহার সঙ্গে কাহার হয়, প্রেম কিসের জন্যে হয়, ইহা প্রেমিক প্রেমিকাদেরও সংখ্যা করিবার অভাব হয়। সেইহেতু জগতে সকল মানবে প্রেমযোগের রহস্য আবিষ্কার করিতে অভাব,

হয়। এক যাহাকে কৃপা করেন, তিনিই প্রেমিক প্রেমিকা হইতে পারেন।

পেমী। গুরুদেব! আমার মন অত্যন্ত অধীর হইয়াছে, অনুগ্রহ করিয়া যদি চিন্তামনির কোন খবর দেন; তাহা হইলে আপনি আপনার মেয়ের উপকার করেন।

কপিলমুনি। তুমি হরগৌরীর আশ্রমে কৈলাস-শিখরে যাও, তাহা হইলে তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে।

পেমী; গুরুদেব! তবে আমি আসি।

কপিলমুনি। মা, তুমি যে পথের পথিকা, এক সেই পথের রক্ষক হইয়া তোমার মঙ্গলবিধান করুন।

দশম পরিচ্ছেদ।

গণ্ডগ্রাম।

কোন সময়ে নর্ম্মদানদীর তীরে একটী গণ্ডগ্রাম ছিল। গণ্ডগ্রামটীর দৃশ্য নর্ম্মদার উপর হইতে বড় মন্দ নয়। স্থানে স্থানে মন্দির, ঘাটপাণ্ডাদের বড় বড় ছত্রেতে তীরটী প্রায় আচ্ছাদিত, অশ্বথ, বট ও অন্য বৃক্ষ তীরবাসী সাধু ও ফকির-

দের আশ্রয় দিত। প্রাতঃকালে শঙ্খ ও ঘণ্টার রবে প্রত্যহ তীরটী নিনাদিত হইত। গ্রামবাসীদিগের প্রাতঃস্নানের ফল ও যোগ দিত। সমুদ্দেশে যাতায়াতের কারণ বালরবির মতন সকলে আনন্দিত। নানামূর্ত্তি নানাভাবে তীরে অবস্থিতি করিবার কারণ নর্ম্মদা কূলের দৃশ্যের অভাব হয় নাই। রাস্তা, হাট, বাজার, টোল, ঔষধালয়, রোগীগৃহ ও চত্বর গণ্ডগ্রামের ভিতরের শোভা ছিল, এবং স্থানে স্থানে প্রস্তর নির্ম্মিত বাসস্থানও ছিল।

পেমী পাগলিনী চিন্তামণির অন্বেষণে ঘুরিতে ঘুরিতে গণ্ডগ্রামে আসিয়া উপস্থিত হইল, এবং তীরের বটবৃক্ষের তলে আশ্রয় লইল। পেমীর দৃশ্য উপরে মলিন, কিন্তু অন্তরে নির্ম্মল ছিল। গণ্ডগ্রামবাসীদিগের সহিত বিপরীত ভাব থাকিবার কারণ গণ্ডগ্রামবাসীরা পেমীকে বদ্ধ-পাগলিনী বলিয়া লইল। ছোট ছোট বালক বালিকারা লইবে, তার আর আশ্চর্য্য কি?

বালক বালিকারা দূর হইতে অদ্ভুত দৃশ্যকে অদ্ভুত রকমে দেখিতে লাগিল। উহাদিগের ভিতর ভয়ানক ঠেলাঠেলি সুরু হইল, কারণ কেহই সাহস করিয়া নিকটে যাইতে পারে না। বহুক্ষণের পর একটী বালক অতি সাবধানে আস্তে আস্তে পা টিপে টিপে পেমীর পিছনদিক্ দিয়া যাইয়া, অঞ্চল টানিয়া পিছনে পুনর্দ্দৃষ্টি না করিয়া, একবারে দৌড়িয়া দলের ভিতর আসিয়া হাঁপ ছাড়িল। অন্য বালক বালিকারা তাকে কত কি বলিতে লাগিল। তুই ভয়ে না অঞ্চল টেনে পলাইয়া

এলি কেন? আমি হলে চুল টেনে আস্‌তুম্। সে চুপ করে রহিল। অন্য একজন চলিল, সে অৰ্দ্ধপথ না যাইতে যাইতে যেমনি বৃক্ষ হইতে কা করিয়া কাক উড়িল, অমনি সে ভয়ে দৌড় দিল। অন্যেরা সকলেই হাসিল। আবার একজন চলিল, ক্রমে ক্রমে সাহস বাড়িল। এইবার চুল টানিল। পেমীর ভ্রূক্ষেপ নাই, একমনে নৰ্ম্মদার দিকে চক্ষু দিয়া চিন্তাতে মগ্ন।

ক্রমে ক্রমে সকলে নিকটে যাইতে সুরু করিল, তাহাদের আমোদ ও সঙ্গে সঙ্গে বাড়িতে লাগিল। উহারা এত আমোদ ভোগ করিল যে বাটী যাওয়া ও সময়ে খাওয়া ভুলিয়া গেল। এইবার বেশী ঠেলাঠেলি সুরু হইল, এমন কি দুই একজন পেমীর গায়ের উপর পড়িল, আরও আনন্দ বাড়িল। এইবার একজন খুব জোরে চুল টানিল। পেমী তৎক্ষণাৎ উঠিয়া দাঁড়াইল। বালক বালিকারা যে যার সুবিধা বুঝিয়া কে কোথায় দৌড় দিল, তাহার কিছুই ঠিক রহিল না। বহুক্ষণের পর জড় হইল, আর কেহই যাইতে ভরসা করে না, এইবার উহারা ঢেলা ধরিল। পেমী দুই চারি ঢেলার পর যেমন উহাদিগের উপর চক্ষু ফেলিল, অমনি উহারা তফাৎ হইল। আবার জড় হইয়া ঢেলা মারিতে সুরু করিল। কিছুক্ষণের পর বালক বালিকাদের রক্ষকেরা আসিয়া কতকগুলিকে ধরিয়া লইয়া গেল। আর অন্যগুলিকে ধমকাইয়া ঢেলা

মারিতে নিষেধ করিয়া দিল। পেমীও উহাদের হস্ত হইতে রক্ষা পাইল।

বালক বালিকারা কেন পাগলিনীর উপর অত্যাচার করে, বোধ হয় বালক বালিকার স্নেহে জগৎ আছে। বালক বালিকারা স্নেহের আস্থান হয়। যদি সকলে মায়াত্যাগ করিয়া পাগল পাগলিনী হইত তাহা হইলে উহাদের ভরণ পোষণ কে করিত? ইহার কারণ বোধ হয় এক উহাদের উপর কৃপা করিয়া স্বভাব সিদ্ধ জ্ঞান দিয়াছেন, যাহাতে বালক বালিকাদের অনিষ্ট আছে, তাহা উহারা কোন প্রকারে চায় না। যাহারা ঘোর সংসারী ও মায়াবী তাহাদের বালক বালিকারা অত্যন্ত ভালবাসে, যাহারা সংসারত্যাগী ও মায়া-বিহীন তাহাদের উহারা চায় না।

বালক বালিকাদিগের মতন অজ্ঞানী আর দ্বিতীয় নাই। ইহার কারণ উহারা জ্ঞানীকে চায় না। কাক উলুককে চায় না, উলুক কাককে চায় না। কাক গোলমাল ভালবাসে, উলুক নিরালা ভালবাসে। কাকের মূর্ত্তি অস্থির হয়, উলু-কের মূর্ত্তি স্থির হয়। কাক দিনে আনন্দভোগ করে, উলুক রাত্রে আনন্দ ভোগ করে। কাক বলিভোগী, উলুক অনু-চ্ছিষ্ট ভোগী। কাক যমের কিঙ্কর, উলুক লক্ষ্মীর বাহন। ইহাদের পরস্পরের বিপরীত ভাবের কারণ বোধ হয়, কেহ কাহাকে চায় না। যেমন, জ্ঞানী অজ্ঞানীকে চায় না,

অজ্ঞানীও জ্ঞানীকে চায় না। সমভাব না হইলে বন্ধুত্ব হয় না। বালক বালিকারা পাগলিনীর শত্রু হয়।

এক বিষয়ে অহোরাত্র চিন্তা করিলে পাগলিনী হয়, পাগলিনী হইলে দূরদর্শিনী হয়, দূরদর্শিনী হইলে সূক্ষ্মতাতে যাইতে পারে। সূক্ষ্মতাতে যাইতে পারিলে সন্ধি হয়, সন্ধি হইলে আনন্দ অপার। সন্ধ্যা উপাসনা বোধ হয়, সন্ধি শিখিবার কারণ। দুইয়ের সন্ধি এত কম বোধ হয়, চক্ষুর পলক ফেলিবার সময় লাগে কি না সন্দেহ। যদি দুই সন্ধি এক হইত; তাহা হইলে নির্ব্বাণ হইত। পেমী পৃথিবীর মত অহোরাত্র চিন্তামনির চিন্তাতে ঘুরিতেছে। যদি কেহ গ্রামবাসী ডাকিল, সঙ্গে সঙ্গে চলিল। অন্ন দিল, খাইল, না দিল, উপবাসে রহিল। কিন্তু একের কৃপা প্রেমিকাদের উপর এত বেশী যে, রাজচক্রবর্ত্তিনী কালের কুটিলাগতিতে উপবাসিনী যদি হইতে পারে, তত্রাচ প্রেমিকা উপবাসিনী হন না।

পেমী গণ্ডগ্রামের এক নূতনজন্তু হইল। বৃক্ষের তল দিয়া যে যায়, একবার পেমীকে থমকে দাঁড়াইয়া দেখিতে হয়, তিনটী ষোড়শী মাথার উপর ঘড়া করিয়া ঠিক দুপুরবেলায় নর্ম্মদায় জল আনিতে যাইতেছিল। যেমনি কামিনীর নজর পেমীর উপর পড়িল,—অমনি অপরটীকে ডাকিয়া বলিল,—গোলাপি! একটা রাক্ষসী দেখ। রাক্ষসীর শরীরটা কি? ভাগ্যে আমার ছোট ভাইকে আনিনি, তাহলে সে আঁতকে উঠতো।

আচ্ছা বোন্ গোলাপী, তোর যদি এই রকম ভাতার হতো তাহলে কি কর্‌তিস্?

গোলাপী। আমার তো আর হয় নি, তোরই হয়েছে; তুই যা করিস্, আমিও তাই কর্‌তুম্। আমি হলুম্ ক্ষাণাঙ্গী। আমার ভাতার যদি রাক্ষসের মত হতো, লাথী মেরে ফেলে দিতুম্, আর ঘরে থাক্‌তুম্ না। যদি বাপ মা জোর করে ঘরে দিত, আত্মহত্যা হয়ে মরে যেতুম্। আচ্ছা বোন্ কামিনী, তোর ভাতার তো ঠিক রাক্ষসের মতন; খালি তুই কাছে যাস-নি, কই বিষ খেয়ে মরিস্-নি তো? বুঝি, নকুড়দাদার খাতিরে?

কামিনী। বেগুনফুলের এক কথা, ধান ভান্‌তে শিবের গীত। কোথায় আমি রাক্ষসের কথা বল্‌লুম্, না নকুড়্‌দাদা এলেন। বেগুনফুল, তুমি তো জানো যে, আমি ঘরে শুইনি, ভাতার এলেই আমার গাঁয়ে জ্বর আসে, ভাতারটা যেন একটা বুনোমোষ, আবার কথাও তোমনি। যেন চব্বিশঘণ্টাই রেগে আছে, মা বাপ কত বলে, আমি কিছুতেই শুনি না। বলি— যদি বেশী বলতো আমি বিষ খেয়ে মরে যাব; মা বাপ আর ভয়ে কিছু বলে না। দেখ বোন্ বেগুনফুল, একদিন আমি ঘরের ভিতর শুয়ে আছি—ভাতারটা চুপিচুপি এসে আমার পা ধরেছে; আমিও ধড়ফড়িয়ে উঠে এক লাথি। আবার পা ধর্‌তে আসে,—আমি অমনি দৌড়ে মার কাছে গিয়ে বসে,

রইলুম। মা বল্লে, ঘরে গেলিনি, আমি বল্লুম্ না। মা আর কিছু বল্লে না। সেটা শোরের মতন গোঁৎ গোঁৎ করে রেগে বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেল। আমি মনে মনে ভাবলুম্ যে বাঁচলুম; কিন্তু বোন্, সে আর সেই অবধি আসে না।

গোলাপী। তোমারই ভাল হয়েছে।

কামিনী। সে আর একবার করে বল্তে।

সৌদামিনী। কামিনি! তুই কি করে ভাতারকে লাথি মার্লি, তোর পা খসে যাবে। স্বামী অপেক্ষা গুরু আর জগতে কেহই নাই। স্ত্রীলোকের হোম, যজ্ঞ, ব্রত, তীর্থ, স্বামী বর্ত্তমানে কিছুই নাই। স্বামীর চরণামৃত, স্ত্রীলোকের ইহকালের ও পরকালের গতি হয়। তুই কি করে এই ভয়ানক কাণ্ডটা করলি? তোর বুকের পাটাতো কম নয়। দিন-রাত বইতো পড়িস্, কি মাথা পড়িস্? সতী, সাবিত্রী, চিন্তা, দময়ন্তী, সীতা, এদের চরিত কি পড়িস্‌নি? আমার স্বামী কত কুৎসিত, আমি রোজ পা ধুইয়ে জল খাই।

কামিনী। হ্যাঁলো,—হ্যাঁ, তোরা সব স্বর্গে যাবি, আমি নয় নরকে যাবো। সরস্বতী এলেন জ্ঞান দিতে। তুই লেখা-পড়ার কি জানিস? আমার মুখে শুনেছিস্ বইতো নয়। দেখ বোন্, গোলাপী, সৌদামিনী আমায় নীতিশিক্ষা দিতে এসেছে। গলায় দড়ী আর কি।

সৌদামিনী। আমার লেখাপড়ায় কাজ নাই বাপু। আহ-

মার মুখের শোনাই ভাল। কি দুর্গতি হয় টের পাবি, এখন যুয়ান বয়সের দরুণ কিছুই খবরে আস্‌ছে না, যে কাঠ খাবে, সেই আঙ্গ্‌রা হাগ্‌বে। এই বলিয়া সৌদামিনী রাগান্বিতা হইয়া একাকিনী জল আনিতে চলিয়া গেল।

কামিনী। দেখ বেগুনফুল, আমার ইচ্ছা হয়, সৌদামিনীর মুখটা পুড়িয়ে দি; দেখনা, কতকথা বলে গেলো।

গোলাপী। বেগুনফুল, আর রাগ করিস্‌ নি, চল্‌ পাগলিনীর কাছে একটু আমোদ করিগে। উভয়ে পেমীর আরও নিকটে গিয়া দাঁড়াইল। কিছুক্ষণ পরে পেমীকে জিজ্ঞাসা করিল,—তোর বাড়ী কোথায়? তুই কার জন্যে পাগলিনী হয়েছিস্‌? তোর বাড়ীতে কে আছে? পেমীর খবর নাই,—পেমী নিজ চিন্তাতেই মগ্ন। যখন উহারা জানিতে পারিল যে,—পেমী একটী বদ্ধাপাগলিনী, তখন উভয়ে নিজ নিজকার্য্যে গমন করিল।

ক্রমে ক্রমে যত দিনমনি অস্তাচলের দিকে আশ্রয় লইতে লাগিল,—তত পেমীর বৃক্ষতল লোকে লোকাকীর্ণ হইল। কেহ পুত্রের আশায় ঔষধ লইতে, কেহ কঠিন রোগ হইতে মুক্তি পাইতে, কেহ যোগশাস্ত্রে দীক্ষা লইতে, কেহ রসায়ণ বিদ্যার কৃপায় স্বর্ণ পাইতে, পেমার নিকট আসিল, এবং কেহ কেহ রঙ্গ তামাসা দেখিতেও আসিল। কিন্তু যখন দেখিল,—পেমী কাহারও কথায় কোন উত্তর দেয় না, তখন নিরাশা

হইয়া সকলেই গৃহে ফিরিল, পেমীও কাকের ঠোকর হইতে এড়াইল। কিঞ্চিৎ পরে পেমী নিরালা ঠিক করিয়া হরগৌরী আশ্রমাভিমুখে চলিল।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

কৈলাস শিখর।

বহুদিনপরে পাগলিনী অনেক দেশ, নদ, নদী, উপত্যকা ও পর্ব্বত পার হইয়া, অবশেষে কৈলাস শিখরে আসিয়া উপনীত হইল। কৈলাস শিখরটী অতি উৎকৃষ্ট স্থান। ফুল, ফল, মূল, ওষধি, সরিৎ, প্রস্রবণ, সানু, দরি, কন্দর ও নির্ঝর, স্থানে স্থানে যথেষ্ট। স্থলচর, জলচর, উভচর ও খেচরেরা হিংসা বর্জ্জিত হইয়া আনন্দে বিচরণ করে। কপালতুল্য শুষ্কমস্তক শালী, জটালিনধারী, বৈখানস, বালখিল্য, সম্প্রক্ষাল, মরীচিপ, উন্মজক, গাত্রশয্য, অশয্য, অনবকাশিক, দান্ত, নিয়ত আর্দ্র বস্ত্র পরিধায়ী, সদাজপশীল, নিত্য বেদাধ্যায়ী, পঞ্চতপানুষ্ঠায়ী, পত্রাহারী, জলাহারী ও বায়ু ভোগী ঋষি সকল ব্রাহ্মী শোভায় শোভিত হইয়া, নিজ নিজ কার্য্যে সমাহিত চিত্তে আছেন।

পথশ্রমে অত্যন্ত কাতরা ও বহুদিনাবধি নিদ্রাসুখে বঞ্চিতা পাগলিনী, কৈলাস শিখরের একটী মন্দার বৃক্ষের তলে উপবেশন করিল। পাগলিনীর দৃষ্টি প্রথমে জল প্রপাতের উপর পড়িল। কিন্তু বহু দূরে থাকিবার কারন পাগলিনীর মনকে অস্থির করিতে পারিল না। পাগলিনীর পদতলের তলে ঝর্‌ঝরে ঝরিত একটী নির্ঝরিণী। সুগন্ধ সমন্বিত শীতল সমীরণ মৃদু মৃদুভাবে পাগলিনীর সহিত আলাপ করিল। পাগলিনী ইহার অকপটভাবের আলাপের স্পর্শনে এত আনন্দিত হইল যে, আর পাগলিনী ইন্দ্রিয়কে নিজবশে রাখিতে পারিল না। দেহের কর্ত্তা ব্যতীত আর সব অনুচরেরা ক্রমে ক্রমে শিথিল হইয়া আসিল। পাগলিনীও নিদ্রাদেবীর আশ্রয় লইতে বাধিত হইল।

নিদ্রাবসানে পাগলিনী দেখিল,—কতকগুলি জটাজিনধারী উত্তরীয় বল্কল সমন্বিত ঋষিগণ যথাকালে সন্ধ্যোপাসনা করিতেছেন। নিয়মবশতঃ উর্দ্ধবাহু সংশিতব্রত কতকগুলি মুনি মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক সূর্য্যোপাসনা করিতেছেন। কিঞ্চিৎক্ষণ পরে আর উহাদের দেখিতে পাইল না। পাগলিনী চিন্তামনির চিন্তাতে আবার মগ্ন হইল।

সন্ধ্যার আবির্ভাব হওয়াতে আশ্রমবাসীরা আপনাদিগের কুটীরের দ্বারে বাহির হইয়া নৃযজ্ঞের দরুণ অতিথি ডাকিতে লাগিলেন। যিনি যাহাকে দেখিতে পাইলেন,—তিনি তাহাকে

সমাদরের সহিত আশ্রমের ভিতর লইয়া যাইয়া, বহু যত্ন সহকারে অতিথি সেবা করিলেন। হরগৌরীর আশ্রম হইতে পাছে মা অন্নপূর্ণা থাকিতে কেহ উপবাসী থাকে, নন্দী বাহির হইল। নন্দী তন্ন তন্ন করিয়া চারিদিগে দেখিতে লাগিল। যাহাকে সম্মুখে পায়, জিজ্ঞাসা করে, আপনার সেবা হইয়াছে। সকলেই উত্তর দেয়, যথায় স্বয়ং মা অন্নপূর্ণা থাকেন, তথায় অন্নের অভাব কোথায়? আমরা সকলেই সেবা লইয়াছি। দেখ নন্দি! একটী পাগলিনী ঐ মন্দার বৃক্ষের তলে বসিয়া আছেন, উনি সেবা লইয়াছেন কি না একবার জিজ্ঞাসা করুন। নন্দী তথায় চলিল।

জ্যোৎস্না রজনীর কারণ নন্দীকে বেশী কষ্ট সহ্য করিতে হইল না। নন্দী দূর হইতে দেখিতে পাইল,—মন্দার বৃক্ষের তলে একব্যক্তি বসিয়া আছে, নন্দী তাহার নিকটে যাইয়া অনেক অনুনয় ও বিনয় বাক্যের সহিত বলিল, কিন্তু কোন উত্তর পাইল না। মনে বিবেচনা করিল।—পাগলিনী কি সংজ্ঞাবিহীনা?—না তাই বা কই, হাত পাতো নড়ছে। তবে বুঝি চিন্তাশীলা। আচ্ছা একবার খুব উচ্চস্বরে ডাকি। নন্দী বারংবার উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে লাগিল,—কিন্তু কোনও উত্তর পাইল না।

তখন নন্দী মনে মনে চিন্তা করিল,—আমার গুরুদেব আমায় বলিয়াছিলেন,—"কেহ চিন্তাতে অত্যন্ত মগ্ন হইলে,

কিম্বা কাহারও ইন্দ্রিয়ের শিথিলতাপ্রাপ্ত হইলে, তাহার মাথার চুল টানিলে চিন্তাভগ্ন ও শিথিলতা বিনাশ হয়। আরও গুরুদেব বলিয়াছিলেন, পাঠাভ্যাসীদের শিখা—টিকি রাখা অত্যন্ত আবশ্যক, কারন দিবারাত্রি পড়িতে পড়িতে ইন্দ্রিয় শিথিল হয়, পুনঃ ইন্দ্রিয়কে চেতন করিবার উপায়, মস্তিষ্কের উপরের চুল টানা। শিখাটির সহিত মস্তিষ্কের যত নিকট সম্বন্ধ এমন আর কাহারও নাই। পিয়নো যন্ত্রটী ভিতরে এমন হিসাবে সাজান হয়, উপরের পরদা এক একটী টিপিলে সুন্দর এক একটী সুরবলে, ভিতরের কর্ড অর্থাৎ তার বিকলঃ হইলে উপরের পরদা ভাল থাকিলেও আর সুর বলে না, দেহের ভিতর এক এমন হিসাবে জিনিষ দিয়া সাজাইয়াছেন যে, উপরের ইন্দ্রিয়তে আঘাত লাগিলে, ভিতর হইতে প্রত্যুত্তর দেয়। কিন্তু ভিতর বিকল হইলে, উপরের ইন্দ্রিয় বর্ত্তমান থাকিতেও প্রত্যুত্তর আর পায় না। সাতটী পরদাতে পিয়নো যন্ত্রটী প্রস্তুত হয়। দশটীতে দেহ যন্ত্রটী প্রস্তুত হয়, একটী একটীতে আঘাত করিলেই ভিতর হইতে উত্তর দেয়। "ত্বক্ টানিলেই পুনঃ চেতন হয়। চুলের হেতু মাথার ত্বক্ টানিবার বড় সুবিধা, কারণ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে ত্বকের উপর চুল সাজান আছে, এবং মস্তিষ্কের অত্যন্ত নিকট হয়।" তবে আমি পাগলিনীর চুল টানি, তাহা হইলেই জ্ঞান হইবে। এই স্থির করিয়া নন্দী পাগলিনীর নিকট গিয়া যেমন খুব জোরে চুল টানিল, অমনি

পাগলিনীর চমক্ হইল। পাগলিনী জিজ্ঞাসা করিল, আপনার আগমন এখানে কি নিমিত্ত ?

নন্দী উত্তর করিল,—আমি হরের প্রধান চেলা, আমার নাম নন্দী, হরগৌরী আশ্রম আমার বাসস্থান। আপাততঃ আপনার সেবা হইয়াছে কি না, জিজ্ঞাসা করিতে এখানে আসিয়াছি। যদি আপনার কোনও বাধা না থাকে,—বলিতে আজ্ঞা হয়।

পাগলিনী। আমি উপবাসিনী, মহর্ষি কপিলমুনি বলিয়াছেন,—"মা, তুমি হরগৌরী আশ্রমে যাইলে তোমার চিন্তামনিকে পাবে।" সেইজন্যে আমি এখানে আসিয়াছি, আপনি চিন্তামনি কোথায় বলিতে পারেন ?

নন্দী। আমার প্রভু হর, তিনিইতো জগচ্চিন্তামনি। বোধ হয়, মহর্ষি কপিলমুনি আপনাকে তাই বলে থাকিবেন যে, আপনি হরগৌরী আশ্রমে যাইলে চিন্তামনিকে পাইবেন। আপনি উপবাসিনী,—অগ্রে সেবা লন, তারপর আপনি চিন্তামনির দর্শন করিবেন।

পাগলিনী। আপনি জগচ্চিন্তামনির কথা বলিতেছেন, আমি আপনাকে তা জিজ্ঞাসা করি নাই।

নন্দী। তবে কি আপনি দেহ চিন্তামনির কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন।

পাগলিনী। আপনি হরের প্রধান চেলা হইয়া এত স্থূল

বুদ্ধি ধরেন কেন? জগচ্চিন্তামনিকে দর্শন করিতে কাহারও কি কোথায় যাইতে হয়? দর্শনেচ্ছুক ভক্ত যথায় তথায় তাঁহাকে দেখিতে পারেন, কারণ ভক্ততো জগতের বাহিরে নাই যে, বাহির হইতে অন্দরে আসিয়া দেখিবেন, যখন সমস্ত জগৎ জগচ্চিন্তামনি,—দেহের চিন্তামনি দেখিতে হর-গৌরী আশ্রমে আসিব কেন? দেহ ছাড়াতো পাগলিনী নয়? যথায় দেহ তথায় পাগলিনী। চিন্তামনি সর্দ্দার, যিনি আমার চিন্তামনি—তাহাকে অন্বেষণ করিতে আমি হরগৌরী আশ্রমে আসিয়াছি। সমষ্টি সমষ্টির ভাল, ব্যষ্টি ব্যষ্টির ভাল, জ্ঞানী জ্ঞানীর ভাল, মূর্খ মূর্খের ভাল, আর চণ্ডাল চিন্তামনি সর্দ্দার চণ্ডালিনী পাগলিনীর ভাল। আপনার আপনি অর্থাৎ হর ভাল। আপনি আমার চিন্তামনির খবর দিতে পারেন? কারণ মহর্ষি কপিলমুনি কখনও মিথ্যা বলিবেন না; অবশ্যই চিন্তামনি আছে।

নন্দী। আপনি কি ক্রিয়াকাণ্ড, জ্ঞানকাণ্ড সকলই বৃথা বলেন?

পাগলিনী। আমি জগতের কিছুই বৃথা বলি না। যে যেটা উত্তীর্ণ হইয়াছে, তাঁর সেটা আবশ্যক নাই। যাহারা বর্ণশিক্ষা করে নাই, তাহাদের পক্ষে বর্ণশিক্ষা পুস্তক অত্যন্ত আবশ্যক। কিন্তু যাহারা বর্ণশিক্ষা করিয়া পরীক্ষা দিয়া উত্তীর্ণ হইয়াছে, তাহাদের বর্ণশিক্ষা পুস্তক আবশ্যক নাই।

জগচ্চিন্তামনি জগতের গুরু, দেহ চিন্তামনি দেহের গুরু; কোনও ব্যক্তি জগৎ ছাড়া নয় ও দেহবিহীন নয়। তবে কেন সকলে জগচ্চিন্তামনিকে ও দেহ চিন্তামনিকে পায় না।

নন্দী। ক্রিয়াকাণ্ড শেষ করিয়া জ্ঞানকাণ্ডে যাইলে পায়।

পাগলিনী। জ্ঞানকাণ্ডে যাইলেও পায় না।

নন্দী। তবে কোন কাণ্ডে পায়?

পাগলিনী। জ্ঞানকাণ্ড শেষ করিয়া ভক্তিকাণ্ডে যাইলে পায়। ক্রিয়াকাণ্ডের পর জ্ঞানকাণ্ডে উঠিলে পথিক—জ্ঞানী সম্মুখে এত পথ দেখিতে পায় যে, কোন পথে যাইলে পথিকের মনোবঞ্ছা পূর্ণ হয়, তাহা ঠিক করিতে পারে না। ভ্যাবাচ্যাকা লাগে। তখন জ্ঞানী যুক্তির আশ্রয় লয়, সময় অতিবাহিত হইতে থাকে, কাল কাহারও খাতির রাখে না, বিড়ালে ইন্দুর ধরার মতন লইয়া যায়। যে পথিক—জ্ঞানী হুঁসিয়ার হয়, ভাল মন্দ বিচার না করিয়া, চোক কান বুজিয়া একটা পথ অবলম্ব করে অর্থাৎ ভক্তি পথাবলম্বী হয়,—(ভক্তি আসিলেই বিশ্বাস আসিল, বিশ্বাস হইলে কার্য্যে রত হইল, কার্য্যে রত হইলে সিদ্ধি আসিল, সিদ্ধি আসিলেই মুক্তি হইল), সে সহজে জয়লাভ করিয়া অন্তে শান্তিভোগ করে।

দেখ নন্দি। ভক্তি, কি প্রকারে আসে ইহা ঠিক করিয়া বলিবার উপায় নাই, যখন পাঁচ বৎসরের বালকেতে ভক্তি

দেখিতে পাওয়া যায়। একশত বৎসরের মহাজ্ঞানী ও মহা-বৈজ্ঞানিক, বিদ্যাধ্যায়ী ও যোগাভ্যাসীতে সে ভক্তি দেখিতে পাওয়া যায় না। একের কৃপাতে সব হয়, সূচের গর্ত্তের ভিতর দিয়া, এক মনে করিলে, অনন্ত জগৎ বাহির করিতে পারেন। কিন্তু পাগলিনী, যতটুকু পরিসর সূচের গর্ত্ত থাকিবে, ততটুকু মোটা সূতা একদিক হইতে অপর দিকে বাহির করিতে পারিবে। সূচের গর্ত্তের চেয়ে সূতা মোটা হইলে আর পাগ-লিনী পারিবে না। জগচ্চিন্তামনি ও দেহ চিন্তামনি দার্শনিক-দের ভাল। আমি লেখাপড়া বিহীনা, আমার কি সাধ্য যে, জগচ্চিন্তামনিকে ও দেহ চিন্তামনিকে ধ্যান করি। আমার চণ্ডাল চিন্তামনি ভাল। তুমি বলিতে পার তিনি কোথায় আছেন?

নন্দী। আপনি উপবাসিনী, অগ্রে হরগৌরী আশ্রমে সেবা গ্রহণ করুন, কল্য প্রাতে আমি হরগৌরীর সহিত আপ-নার সাক্ষৎ করাইয়া দিব।

পাগলিনী। আচ্ছা চল, উভয়ে হরগৌরী আশ্রমাভিমুখে চলিল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

—:•:—

হরগৌরী আশ্রম।

হরগৌরী আশ্রম সকল আশ্রমের ভিতর আদি আশ্রম হয়। ইহার পূর্ব্বে কোন আশ্রম ছিল না। গিরিরাজার কন্যা গৌরী বহুতপস্যা করিয়া যে নদীর ধারে হরকে লাভ করিয়াছিলেন, সেই নদী অদ্যাবধি গৌরী নদী বলিয়া কথিত হয়। গৌরী নদীর উত্তর প্রদেশ হইতে হর আসিয়া ছিলেন। কোন দেশ হইতে ইহা ঠিক করা যায় না, যখন হর স্বয়ম্ভু বলিয়া কথিত হন। হর শ্বেত ছিলেন, ইহার কোন সন্দেহ নাই, যখন সকল পুস্তকেই শ্বেত লেখে। হরগৌরীর বিবাহের পূর্ব্বে গৌরী নদীর উত্তর প্রদেশের ব্যক্তির সহিত দাক্ষিণ প্রদেশের ব্যক্তির বিবাহ ছিল না। হরগৌরী হইতে শুরু হয়, এবং বোধ হয় ইহা হইতে গৌরী নদীর দক্ষিণ প্রদেশে শ্বেত রঙের প্রথম আবির্ভাব হয়। ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা হরকে হারকিউলিস্ বলেন এবং গৌরী নদীকে অক্সাস্ লেখেন। কতদূর যুক্তিসঙ্গত, অন্য সকলে বিবেচনা করিয়া লইবেন।

আক্‌বার বাদশাহের সময়ের স্বর্ণ মুদ্রা, যাহার দাম ষোল টাকা, এখন পাঁচশত টাকাতেও পাওয়া যায় না, কিন্তু আক্‌বর বাদশাহ সম্প্রতি অর্থাৎ চারি শত বৎসর গত হইয়াছেন।

বিক্রমাদিত্যের সন সম্বৎ লইয়া কত গোলমাল, যদি শালিবাহন হইতে সাল হইয়া থাকে, তাহা হইলে ত্রয়োদশ শততম বৎসর হয়। শকাদিত্য অর্থাৎ বিক্রমাদিত্য হইতে যদি সকাব্দা হইয়া থাকে, তাহা হইলে উনবিংশ শততম বৎসর হয়, কিন্তু বিক্রমাদিত্যকে হত করিয়া শালিবাহন প্রতিষ্ঠা নগরে রাজা হইয়াছিলেন। কলাপ ব্যাকরণের প্রণেতা সার্ব্ববর্ম্মা শালিবাহনের শিক্ষক হন।

বুদ্ধদেবের জন্মতারিখ লইয়া কত গোলমাল। মহাবংশ, হিয়ঙ্‌চেঙ্কের ভারতাক্রমণ, সিংহলে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার, অশোক রাজার রাজ্য সময়, যাহা হইতে বুদ্ধদেবের জন্ম তারিখ ঠিক করা হয়, ইহাতেও সব এক লেখে না। যুধিষ্ঠিরের রাজ্য সময় ঠিক করা আরও দুরূহ, রামচন্দ্রের অতি দুরূহ হয়। সগর-রাজার কথাই নাই, কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের আর কি বলিব। হর ইহঁাদের সকলকার পূর্ব্ব হন। হর হারকিউলিস্ আর গৌরী নদী—অকসাস্, ইহা কতদূর যুক্তিসঙ্গত, তাহা কিছুই বলিতে পারি না। নাম জাহিরওয়ালা ও ভাষাওয়ালা ভারতবাসীকে যে ধারে ঘুরাইতে ইচ্ছাকরে, সেই ধারে ঘুরাইতে পারে। কারণ ভারতবাসীর মাথা গোবরে পরিপূর্ণ হয়।

হরগৌরী আশ্রটী অতি পুণ্য আশ্রম, ইহাতে হিংসা, দ্বেষ কিছুই নাই। খালি প্রেম একধারে সৎ হইতে সৎ অনবচ্ছিন্নভাবে রহিয়াছে। প্রত্যূষে নন্দী পাগলিনীর নিকট

উপস্থিত হইল। পাগলিনী নন্দীকে বলিল, গত কল্য আপনি আমাকে হরগৌরীর সহিত সাক্ষাৎ করাইয়া দিবেন বলিয়াছিলেন, অনুগ্রহ করিয়া তাহাই করুন।

নন্দী উত্তর করিল। আপনি আমার সহিত আসুন। পাগলিনী ও নন্দী উভয়ে চলিল। একশত দুই শত পা যাইয়া নন্দী পাগলিনীকে বলিল। আপনি এইখানে কিঞ্চিৎ অপেক্ষা করুন, আমি হরগৌরীর খবর লইয়া আসি।

নন্দী কিছুক্ষণ পরে আসিয়া পাগলিনীকে সমভিব্যাহারে লইয়া হরগৌরীর সম্মুখে যাইয়া উপস্থিত হইল।

পাগলিনী দেখিল, হরের ক্রোড়ে গৌরী বসিয়া আছেন, কি উৎকৃষ্ট দৃশ্য। যাহা দর্শনে মনের সব ময়লা ধৌত হইয়া নির্ম্মল হয়। দৃশ্য জগতের আনন্দ প্রকৃতিপুরুষ, যাহা আজ পর্য্যন্তও কোন দার্শনিক খণ্ডনকরিতে পারেন নাই। জগৎ অর্থাৎ (ব্যষ্টি—স্থূল) শব্দ রাখিতে হইলেই দুইয়ের প্রয়োজন হয়। ব্রহ্ম (সমষ্টি—সূক্ষ্ম) বলিলেই "এক ব্যতীত দ্বিতীয় নাই" আইসে।

হর বলিল,—নন্দি! তুমি এই পাগলিনীকে কোথায় হইতে তুলিয়া আনিলে—মা আমার কি চিন্তাশীলা, দুই চক্ষের কোলে যে কালী বেঁটে দিয়েছে। মা, তোমার চিন্তা শীঘ্রই রহিত হউক।

নন্দী। গুরুদেব! পাগলিনী আপনার আশ্রমের নিকট

মন্দার বৃক্ষের তলে উপবাসিনী হয়ে বসিয়া ছিলেন, আমি নৃযজ্ঞের খাতিরে খুঁজিতে খুজিতে দেখিতে পাইলাম। পাগলিনী অত্যন্ত অন্য মনস্কা হন। আমি আপনার উপদেশানুসারে পাগলিনীর মস্তকের চুল টানিলে, পাগলিনীর সংজ্ঞা লাভ হইল। পাগলিনী আমার সহিত অত্যন্ত উৎকৃষ্ট আলাপন করিল, সেই খাতিরে আপনার সম্মুখে আনিয়াছি। পাগলিনী অত্যন্ত সূক্ষ্ম দর্শিনী হন।

হর। নন্দি! সে কথা তোমায় আর বলিতে হইবেক না। মার চক্ষুই তার দর্পনের স্বরূপ হয়। তুমি যে, জিনিষ চিনিতে পারিয়াছ, ইহাতে আমি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলাম। তুমি যে পথে আছ, সেই পথের মাঙ্গলিক কর্ত্তা তোমার মঙ্গল বিধান করুন। পাগলিনি! তোমার এত চিন্তাশীলা হইবার কারণ কি, আমার আশ্রমে আসিতে কে তোমায় উপদেশ দিল?

পাগলিনী। গুরুদেব! আপনি সর্ব্বজ্ঞ। আপনার অবিদিত কিছুই নাই। চিন্তামণি আমায় চিন্তাশীলা করিয়াছে। মহর্ষি কপিলমুণির উপদেশানুক্রমে আমি আপনার চরণ দর্শন করিতে আশ্রমে আসিয়াছি। আমার চিন্তামণি কোথায় অনুগ্রহ করিয়া বলিতে আজ্ঞা হউক।

হর। মা, তোমার চিন্তামণি সর্ব্বত্র আছে। ঠিক হইলেই লইতে পার।

পাগলিনী। আমি সর্ব্বব্যাপী চিন্তামনিকে চাই না। যদি সে চিন্তামণিকে চাইতাম, তাহা হইলে আপনার নিকট আসিতাম না, গৃহে বসিয়া পাইতাম।

হর। মা, তোমার এখনও ভ্রম যায় নাই, কি করে চিন্তামনি সর্দ্দারকে পাইবে? যতক্ষণ ভ্রম থাকিবে, ততক্ষণ ভ্রমণ করিতে হইবে; ভ্রমণে ভ্রমণে ভ্রম ঠিক হয়। তোমার মা বার আনা ভ্রম ঠিক হইয়াছে, চারি আনা বাকী আছে। এই চারি আনা পূরণ হইলেই চিন্তামনিকে পাইবে। কিন্তু মা, চিন্তামনিকে প্রথম দর্শনাবধি আজ পর্য্যন্ত যে, চিন্তামনি সর্দ্দার ব্যতীত তোমার অন্য চিন্তা নাই, ইহাতে মা তোমার মনস্কামনা পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা আছে। এখনও যদি চিন্তার ব্যতিক্রম হয়, তাহা হইলে চিন্তামনি সর্দ্দারেরও অভাব জানিবে। চিন্তামনি ব্যতীরেকে চিন্তা করিও না। যখন সমস্ত চিন্তামনি দেখিতে পাইবে, তখন চিন্তামনি পাইবে। তুমি আমি থাকিলে অর্থাৎ চিন্তামনি সর্দ্দার ও পাগলিনী আলাহিদা থাকিলে, আলাহিদা থাকিবে। যেই দিন অভেদ হইবে,—সেই দিন এক হইবে।

পাগলিনী। তবে আমি গৃহে বসিয়া তো পাইতাম, এতদূর আসিবার কি প্রয়োজন ছিল।

হর। প্রয়োজন কিছুই নাই, যতক্ষণ ভ্রমদূর না হয়, ততক্ষণ ভ্রমণ করিতে হয়, কারণ ভ্রমণে ভ্রমণে ভ্রম যায়।

তোমার মা দেখনা, এখন ও ভ্রম আছে, তাই চিন্তামনি কোথায় বলিয়া ভ্রমণ করিতেছ।

পাগলিনী। গুরুদেব! তুমি আমি কি? মা গৌরী তো আপনাকে আরাধনা করিয়া পাইয়াছেন, জগচ্চিন্তামনিকে তো আরাধনা করেন নাই। তবে কেন আমি জগচ্চিন্তামনির আরাধনা না করিয়া, চিন্তামণি সর্দ্দারকে আরাধনা করিয়া চিন্তামনি সর্দ্দারকে পাব না?

হর। তুমি, আমি কি, তুমি আমি জানে। তুমি থেকে আমি ছাড়িয়া আসিলে, আমি কি, খালি ইহা জানিব, তুমি, আমি কি করে জানিব। আর তুমি আসিলে খালি তুমি জানিব, আমি কি করে জানিব। তুমি আমিজ্ঞানে তুমি আমি তুমিজ্ঞানে তুমি। আমিজ্ঞানে আমি। তুমি আমি না থাকিলে, ক্রিয়াকাণ্ড থাকে না। ক্রিয়াকাণ্ড না থাকিলে, স্থূল জগতের অস্তিত্ব থাকে না। স্থূল জগৎ না থাকিলে, ক্রিয়াকাণ্ড থাকে না। ক্রিয়াকাণ্ড না থাকিলে, তুমি ও আমি থাকে না।

একের হুকুম প্রথমে তুম ও আমি থাকিবে। অস্ত্র, শস্ত্র, যন্ত্র, তন্ত্র, মন্ত্র, দেহী হইলেই প্রথমে আবশ্যক হয়, ইহার কারণ সমাজধর্ম্মের প্রয়োজন। সমাজ ধর্ম্মের অভাব হইলে, অস্ত্র, শস্ত্র, যন্ত্র, তন্ত্র ও মন্ত্রের অভাব হয়, উহার অভাব হইলেই দেহী হইয়াও পশু হইয়া থাকিতে হয়। ক্রিয়াকাণ্ড শেষ করিয়া জ্ঞানকাণ্ডে আসিলে, আর তুমি ও আমি থাকে না,

থালি, তুমি থাকে। তুমি ব্যতীত আর কিছুই নাই, নিজের অস্তিত্ব লোপ হয়। নিজের অস্তিত্ব লোপ হইলেই মূর্ত্তির লোপ হয়, মূর্ত্তির লোপ হইলেই ক্রিয়াকাণ্ডের লোপ হয়, ক্রিয়াকাণ্ডের লোপ হইলেই ত্যাগী হইতে হয়, ত্যাগী হইলেই বহুচিন্তার লোপ হয়, বহুচিন্তার লোপ হইলেই, এক চিন্তাতে আসিতে হয়, এক চিন্তাতে আসিলেই সব এক দেখিতে হয়, সব এক দেখিলেই আমি আসিল, কারণ আমি বর্ত্তমান, তুমি অবর্ত্তমান, অবর্ত্তমানের উপাসনা মানসের দ্বারা জ্ঞানকাণ্ড হয়। তুমি ও আমি কিছুই প্রভেদ নাই, কিন্তু অতি সূক্ষ্ম কিছু আছে। তুমি বলিলে আর কিছুই নাই সত্য, যা কিছু সমস্তই তুমি, কিন্তু তুমি অবর্ত্তমান, আর আমি বর্ত্তমান। অতএব সমস্তই আমি ইহাতে কিছু প্রভেদ দেখা যায়। ফল কথা,— তুমি ও আমি এক। ত্বত্বমসি—(সোঽহম্)।

তুমি যে গৌরীর কথা বলিলে শুন—গৌরী বহুদিন তপস্যা করিয়া আমাকে পাইয়াছে, যদিও প্রথমাবধি গৌরী আমাকে ব্যতীত আর কাহাকেও চিন্তাতে আনে নাই। যতদিন গৌরীর প্রভেদজ্ঞান ছিল, ততদিন গৌরী আমা হইতে আলাহিদা ছিল। কিন্তু যেদিন ভেদজ্ঞান রহিত হইল, সেইদিন গৌরী আমায় লাভ করিল। চিন্তার আকর্ষণীশক্তি এত বেশী যে, চিন্তার পদার্থ যতদূরে থাকুক না কেন, চিন্তাশীল হিড় হিড় করে চিন্তাপদার্থকে নিকটে টানিয়া লইতে পারে, যেমন,

শৃঙ্খলবদ্ধ মানব শৃঙ্খলধারীর ইচ্ছামত নিকটে আসিতে বাধ্য হয়।

গৌরী হইতে আমি কতদূরে ছিলাম, আমি একদেশের পুরুষ, গৌরী অপরদেশের মেয়ে; জাতি, কুল, বর্ণ, বিদ্যা ও বুদ্ধিতে আমি ও গৌরী পৃথক হই, কিন্তু গৌরী চিন্তাশীলা হইয়া সব এক করিয়াছে। গৌরী যেদিন হইতে হরময় ব্যতীত আর কিছুই দেখিল না, শুনিল না ও কথা কহিল না, সেইদিন হইতে আমি পদতলে পড়িয়া আছি। মা, তুমিও যেদিন সমস্ত চিন্তামনি দেখিবে, সেইদিন তোমার চিন্তামনি তোমার পদতলে গড়াগড়ি যাইবে।

পাগলিনী। গুরুদেব! যদি সমস্তই চিন্তামনি হইল, তাহা হইলে প্রভেদজ্ঞান করায় কে?

হর। যতদিন ঐ জ্ঞান থাকিবে, ততদিন জ্ঞানকাণ্ডে থাকিবে। মানব পুরুষকারের দ্বারায় ক্রিয়াকাণ্ডে অপর মানবের নিকট বাহাদুরি লইতে পারে, কারণ নিজ ও অপর এই জ্ঞানটী রহিয়াছে, গুরু ও শিষ্য রহিয়াছে, ছোট ও বড় রহিয়াছে, কিন্তু যখন মানব জ্ঞানকাণ্ডে আসিয়া মানসপূজার দ্বারায় জ্ঞানী হইবে, তখন নিজ ও অপর এই জ্ঞানটী রহিত হইবে, গুরু ও শিষ্য রহিত হইবে, ছোট ও বড় রহিত হইবে।

পৃথিবীতে যত দার্শনিক ছিল, আছে ও হইবে, সকলেই

জ্ঞানী ছিল, জ্ঞানী আছে ও জ্ঞানী হইবে, কিন্তু কেহই প্রেমিক হইতে পারে না। প্রেমিক হইতে হইলে বিদ্যা, বুদ্ধি, জ্ঞান, ক্রিয়া, রূপ, কুল, শীল, জাতি, মান কিছুই প্রয়োজন নাই। কিসে প্রেমিক হয়, কে প্রেমিক হয়, কি ক'রে প্রেমিক হয়, কাহার দ্বারায় প্রেমিক হয়, কেহই জগতে জানে না। যাহার হয় তাহারই হয়, ভেদ করিলেই ভেদ, অভেদ করিলেই অভেদ। ভেদাভেদ নিজের কাছে। মুলেও যা, জগতেও তা, কাজে কাজেই মধ্যতেও তা।

পাগলিনী। গুরুদেব! যদি মুল, মধ্য ও জগৎ এক হইল, তবে ভেদ হয় কেন?

হর। আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি, নিজের হাতে। দর্পণের গুণ স্বচ্ছতা, দর্পণের গুণ হনুমান, বানর ও উল্লুক নয়। দর্পণের নিকট মানব যে অবস্থাতে যাইবে; দর্পণে সেই অবস্থার প্রতিবিম্ব পড়িবে, চক্ষুও সেই অবস্থা দর্পণে দেখিবে। কেন দেখে? কারণ চক্ষুর দেখিবার কর্ত্তাকে, তৎক্ষণাৎ সেই অবস্থানে তৈয়ার করা হয়। যদি নিজের না হইত, তাহা হইলে নিজের হনুমানের প্রতিবিম্বতে বানর দেখিত, বানরে উল্লুক, উল্লুকে বানর ও হনুমান, অর্থাৎ পাল্টাপাল্টি।

জগতে যতলোক তর্ক করে, নিজের ঘট দিয়া কেহ করে না, পরের ঘট দিয়া করে, ইহার কারণ ভেদ হয়। নিজের ঘট ঠিক হইলে, সমস্ত ঘট ঠিক হয়। ক্রিয়াকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড পরের

ঘটের কাণ্ড। বাল্যকালে মানব যে অবস্থাতে তৈয়ার হয়, সে অবস্থা আর কিছুতেই যায় না, দেহান্তর হইলে যাইবার সম্ভাবনা। চাকে ঘট করিবার সময় যে দাগ পড়ে, সে দাগ পোড়াইলেও যায় না। ভাঙ্গিয়া ফাঁকি করিলে যাইবার সম্ভাবনা। মা, বাল্যকালে তুমি লেখাপড়া কিছুই শিক্ষা কর নাই, স্বাভাবিক জ্ঞান যাহা লইয়া আসিয়াছ, তাহাই অদ্যাবধি আছে। প্রথম অবস্থাতে অপ্রকাশ্য ভাবে ছিল, কি সময়ের সহিত প্রকাশ পাইতেছে। এখন কিছু বাকী আছে, পূর্ণ হইলেই সব শান্তি হয়।

জাতি, কুল, মান, ও রূপ, মা তোমার সমস্তই অভাব, কিন্তু যে ধন লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছ, মানবেরা ক্রিয়াকাণ্ডে ও জ্ঞানকাণ্ডে কোটী কোটী বৎসর পরিভ্রমণ করিলেও কদাচ উহার নিকটে যাইতে পারে না। দেখ না—মা, আজ তুমি কি ভোগ করিতেছ, কোথায় আসিয়াছ এবং কাহার সম্মুখে আসিয়াছ। মহর্ষি কপিলমুনির দর্শন দেবদুর্ল্লভ হয়, কিন্তু মা, সে দর্শন তোমায় আনন্দ দিতে পারে নাই। আমার দর্শন যাহা—আরও দুর্ল্লভ, তাও মা তোমার করতলস্থ আমলকীর মতন হয়। তোমার চিন্তামনির জন্যে অন্য কেহই তোমার নিকট স্থান পায় না। মা, এই দেবদুর্ল্লভজ্ঞান মেজে ঘসে কাহারই আসে না। যাহার হয়, তাহারই হয়, অন্যের হইবার সম্ভাবনা নাই।

মা, তোমার চিন্তামনি লাভের দরুণ তুমি ষষ্ঠাদি কল্প আরম্ভ কর। আজ পঞ্চমী তিথি, অদ্য ঘৃত ব্যতীরেকে আর কিছুই আহার করিও না। কল্য সূর্য্যদেব উদয়ের পূর্ব্বে গৌরী নদীতে অবগাহন করিয়া, আমার নিকট আসিয়া বোধন লাভ করিও। উলাঙ্গিনী হইয়া শ্যামা করিয়াছে জগৎ আলো। যত দিন উলাঙ্গিনী না হইবে, ততদিন প্রেমিকা হইতে পারিবে না। কৃপণতা করিলে জ্ঞানিনী হইতে পারিবে। কৃপণ হইলে ত্যাগী হইতে পারে না। কারণ কৃপণের বন্ধু জ্ঞান ও মুক্তি হয়। আমি ও তুমি কৃপণের শেষ জ্ঞান হয়। কৃপণ কখন শান্তি ভোগ করিতে পারে না। মা, তোমার পাঁচটীর অর্থাৎ কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদের লোপ হইয়াছে, একটী (অর্থাৎ মাৎসর্য্য) বাকী আছে, তাই মা তোমায় ষষ্টাদি কল্প করিতে বলিলাম।

পাগলিনী। গুরুদেব! আমার কি পাঁচটী লোপ হইয়াছে, আর একটী যা বাকী আছে, সেইটীই বা কি? আর সেইটীই বা লোপ হইলে কি হইবে? আমার চিন্তামনিকে পাবতো?

হর। তোমার কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ ও মদ—লোপ হইয়াছে, মাৎসর্য্যটি বাকী আছে। এইটি লোপ হইলেই সব শূন্য হয়, তুমি ও আমি জ্ঞান পালায়, এক ব্যতীত দ্বিতীয় নাই যায়। চিন্তামনি ঝট সামনে হাজির, অমনি সব শান্তি জাহির।

পাগলিনী। মাৎসর্য্যটীর লোপ কি করে হয়?

হর। নীল ও পদ্মপলাশলোচনটী দিলেই হয়।

পাগলিনী। নীল পদ্মপলাশলোচনটি কি !

হর। ত্রিনেত্র।

পাগলিনী। ত্রিনেত্র কি ?

হর। জ্ঞান।

পাগলিনী। নেত্র যাইলেতো আর দেখিতে পাইব না।

হর। সব শূন্য, তাই নীল বলা হইয়াছে; দেখিতে পাইলেই, দেখিতে হইবে। গৌরী উলাঙ্গিনী কথিত হয়, কারণ গৌরী শূন্যাতীতা।

পাগলিনী। গৌরী শূন্যাতীতা যদি তবে আপনার ক্রোড়ে বসিয়া কি করে আছেন, আমি কি করে গৌরীর শ্রীদেখিতে পাইতেছি !

হর। আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি; আমি তুমি জ্ঞানে, আমি তুমি জ্ঞান। মড়ার ভাব মড়া বুঝিতে পারে, গাছের ভাব গাছ বুঝিতে পারে, পাহাড়ের ভাব পাহাড় বুঝিতে পারে, শূন্যের ভাব শূন্য বুঝিতে পারে। মা, তুমি সাকারা, সাকার ভাব বুঝিতেছ, নিরাকারা হইলে নিরাকার বুঝিতে।

পাগলিনী। বুঝা কথা রহিলেতো সাকার রহিল।

হর। শিব নিরাকার, কি করে সাকার হইল, কারণ আমি বর্ত্তমান সাকার হর, সেইজন্যে নিরাকার সাকার হইল। কথা বলিলেই দোষ পড়ে, মাথা থাকিলে মাথা আর মুণ্ড হয়,

কিন্তু মাথার ভিতর গোবর থাকিলে মাথা থাকিয়াও গোবর হয়। তর্কে তর্ক বাড়ে, কথাতে কথা বাড়ে, বোবা হইলে কিছুই বাড়ে না, সে যাহা হউক, আজ তুমি চিন্তাগারে যাইয়া চিন্তা কর,—কল্য প্রত্যুষে আমার নিকট আসিবে।

পাগলিনী তথাস্তু বলিয়া নন্দীর সহিত নিজস্থানে ফিরিয়া আসিল।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

—:০:—

সন্ধি।

পরদিন অরুনোদয়ের পূর্ব্বে পাগলিনী—গৌরীনদীতে অবগাহন করিয়া হরের নিকট উপস্থিত হইল। হর অতি যত্নসহকারে পাগলিনীকে ক্রোড়ে লইয়া বলিলেন, উম্মাদিনি! তুমি চক্ষু বুজিয়া তোমার ইষ্ট দেবতা চিন্তামনির ধ্যান কর, তাহা হইলেই অদ্য সন্ধ্যাকালেতে চিন্তামনিকে পাইবে। পাগলিনী ইহা শুনিয়া অত্যন্ত আহ্লাদের সহিত দুই চক্ষু বুজিয়া চিন্তামনিকে ধ্যান করিতে আরম্ভ করিল।

হর দক্ষিণ হস্তের পঞ্চাঙ্গুলি একত্রিত করিয়া, পাগলিনীর দুই ভূরুর মধ্য স্থানে পঞ্চাঙ্গুলির অগ্রভাগ রাখিয়া, নিজদেহের

স্বেদ অর্থাৎ ইলেক্‌ট্রিসিটী পাশ—নির্গত করিতে লাগিলেন। চাঁদা মামা চাঁদা মামা টি দিয়ে যা। বঙ্গদেশে শিশুদের যাহা সকলে করে থাকে, ইহা আর কিছুই নয়, বোধ হয় পরদেহের স্বেদ—ইলেক্‌ট্রিসিটী, শিশুর দেহে দেওয়া, যাহাতে শিশুর অনেক উপকার হয়। ত্রাটক যোগ আর একটী উপায়, নাসিকার অগ্রভাগ হইতে চক্ষুর দৃষ্টি সুরু করিলে, দৃষ্টি ক্রমে ক্রমে উপরে যায়। দুই ভুরুর মধ্যে চক্ষুর দৃষ্টি সহজে যায় না, ইহায় কারণ টিপ্ ও ফোঁটা বিধেয়। ত্রাটক যোগাভ্যাসী—টিপ্ ও ফোঁটার আশ্রয়ে ভুরুর মধ্যে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে পারে, যখন চক্ষুর দৃষ্টি ভুরু মধ্যে স্থির হয়, তখন ত্রাটক যোগসিদ্ধি হয়। টিপ্ ও ফোঁটা, বোধ হয়, ইহার কারণ ব্যবহারের প্রথা হইয়া থাকিবে।

সুন্দর মুর্ত্তি দর্শন আর একটী উপায়, ইহার কারণ ইষ্ট দেবতার মুর্ত্তি প্রথা প্রচলন হইয়াছে। নিজ-প্রতিবিম্ব নির্ম্মল জলে দর্শন; নিজ প্রতিবিম্ব দর্পণে দর্শন, ছায়া মূর্ত্তি—এষ্ট্রাল বডি দর্শন, সূর্য্য দর্শন, সমস্তই স্বেদের—ইলেক্‌ট্রিসিটির কাল্‌চার—অভ্যাস ব্যতীত আর কিছুই নয়।

যত ইলেক্‌ট্রিসিটির—স্বেদের অভ্যাস করিবে ততই উন্নতিমার্গে উঠিবে, উন্নতিমার্গে উঠিলে চিন্তাশীল হইবে, চিন্তাশীল হইলেই একচিন্তা আসিবে, এক চিন্তা আসিলেই পাগল হয়। পাগল দুই প্রকার:—যথা সর্ব্বসাধারণ লোক, এক চিন্তায় পাগল যথা, হর। প্রথমটীতে অপকার, শেষটীতে

উপকার হয়। উন্মাদ হইলে সব চিন্তা শেষ হয়, সবচিন্তা শেষ হইলেই শান্তি হয়।

কিছুক্ষণের পর হর পাগলিনীর মস্তকের উপর হাত দিলেন অর্থাৎ তোমার শান্তি হউক। [মস্তকের উপর আর কিছুই নাই, ইহার কারণ মস্তকের উপর আশীর্ব্বাদ করা বিধেয়,] হাত বাড়াইয়া আশীর্ব্বাদ—ভিখারীদের, কারণ কিছু দাও, দেহ রক্ষা করি] পাগলিনী উন্মাদিনী হইল, প্রথমে হরকেই চিন্তামনি বলিয়া ধরিল, পরক্ষণে দেখিল হর। অমনি বলিল; গুরুদেব! আমার চিন্তামনি কোথায় ?

হর। তোমার চিন্তামনি আর একটু যাইলে পাইবে। [উন্মাদিনীর অবস্থা—ক্ষণেক চৈতন্য, ক্ষণেক অচৈতন্য। চৈতন্য অবস্থাতে বিষয় জ্ঞান, অচৈতন্যাবস্থাতে চিন্তামনি ধ্যান। চিন্তামনি ধ্যানে যে বিষয় নাই, ইহা কেহ বলিবে না। বিষয় না থাকিলে ধ্যান থাকে না। যে দিন বিষয় যাইবে, সেই দিন ধ্যান যাইবে, ধ্যান যাইলেই তুমি ও আমি অভাব হইবে, তুমি ও আমি অভাবে নির্ব্বান—শান্তি।]

গৌরী হরকে বলিল। নাথ! আপনি পাগলিনীকে উন্মাদিনা করিয়া দিলেন, আপনার কি অবিচার। আপনার নিকট পাগলিনী কোথা চিন্তামনি পাইব বলিয়া আসিল, অপনি কি না তাকে চিন্তামনি হইতে রহিত করিলেন।

হর। প্রিয়ে! আমি উন্মাদিনীর উপকার ব্যতীত অপ-

কাঁর করি নাই। অদ্য সন্ধ্যার সময় উন্মাদিনীর চিন্তামনির সহিত সন্ধি হইবে। উন্মাদিনী নিজগুণে পনর আনা তিন পয়সা সংগ্রহ করে ছিল, আর কতদিন বিষয় জ্ঞান থাকিয়া কষ্টভোগ করিবে, এই চিন্তা করিয়া, আমি উন্মাদিনীর বাকী এক পয়সা শাস্ত্র পূরণ করিয়া, তাহারই সুবিধা করিয়া দিলাম। কিন্তু উন্মাদিনীর অর্দ্ধ পয়সা লাভ হইয়াছে, ক্ষণেক চৈতন্যা, ক্ষণেক অচৈতন্যা, আর অর্দ্ধ পয়সা হইলেই চিন্তামনির সহিত সন্ধি হয়। প্রিয়ে! তুমিও একবার উলাঙ্গিনী হইয়া ছিলে, কিন্তু কি আশ্চর্য্য, অবস্থাভেদে জ্ঞানভেদ।' যে ব্যক্তি নিজগুণে একছত্র ধারী রাজা হয়, আবার সেই ব্যক্তিই নিজগুণে ফকির হয়। রাজার সময় তাহার কার্য্যের কত প্রসংশা হয়, আর ফকিরের সময় তাহার কার্য্যের কত অপযশ হয়। রাজার সময় তাহার কথা গ্রাহ্য, ফকিরের সময় অগ্রাহ্য। কিন্তু উভয় সময়েই ব্যক্তি এক। প্রিয়ে! আজ সন্ধ্যার সময় উন্মাদিনীর মিলন দেখিতে যাইবে?

গৌরী। নাথ! আমি বলিব, মনে করিয়াছিলাম, কিন্তু আপনি বলিলেন, ভাল হইল।

উন্মাদিনী যাইতে যাইতে যাহা দেখে, তাহাই চিন্তামনি বলিয়া ধরে, আবার যখন বিষয় জ্ঞান আসে, ছাড়িয়া দেয়। একটী হরিণীকে চিন্তামনি বলিয়া ধরিল, এবং উহাকে ক্রোড়ে লইল। আহা! চিন্তামনির কি উৎকৃষ্ট চক্ষু, কি কোমল অঙ্গ!

চিন্তামনি! তুমি কথা কহিতেছ না কেন, রাগ করেছ! আমিতো তোমায় কিছু বলি নাই। ছি রাগ করিতে আছে। এমন সময় হরিণী মুখব্যাদন করিল। ক্ষুধা হইয়াছে? বল না, চুপ করে রহিলে যে? কথা কহিবে না, কথা কহিবে না, কথা কহিবে না, হরিণীকে এই বলিয়া দূরে নিক্ষেপ করিল। একটী অজাগর ঐ হরিণীকে লক্ষ্য করিয়া চুপে চুপে আসিয়া উন্মাদিনীকে জড়াইল।] আহা! চিন্তামনির আলিঙ্গন কি সুখকর, স্নিগ্ধ। এই বলিয়া মূর্চ্ছা। অজাগর ও আস্তে আস্তে পাক খুলিতে খুলিতে লম্বা হইতে লাগিল, উন্মাদিনী ধড়্‌মড়্ করিয়া উঠিল। কৈ আমার চিন্তামনি কৈ? আমার চিন্তামনি কৈ? আমার চিন্তামনি কৈ? তারপর একটি বন্য-ষাঁড়কে দেখিয়া বলিতে লাগিল—এই যে আমার চিন্তামনি। মুখচুম্বন করিতে আরম্ভ করিয়া বলিতে লাগিল—আমার চিন্তামনি কি কুচ্‌কুচে কাল, শরীর কি দৃঢ়। চিন্তামনি, তুমি কোথায় গিয়াছিলে? কথা কও। [এমন সময় বৃক্ষের ডাল হইতে পাখী ডাকিয়া উঠিল] আহা চিন্তামনির কি সুমধুর স্বর, প্রাণ জুড়ায়। কৈ আর কথা কহিতেছ না। চুপ করে রইলে। আমি চুপ করিলে কথা কহিবে। এই বলিয়া মূর্চ্ছা। [বন্য ষাঁড় ধীরে ধীরে শিং নাড়িতে নাড়িতে বনের অন্য ধার ধরিল, উন্মাদিনী চক্ষু উন্মিলন করিল।] কৈ আমার চিন্তামনি কৈ? আমার চিন্তামনি কৈ? আমার চিন্তামনি কৈ! ধর দেখি।

যদি আমার চিন্তামনিকে না দাও, তা হইলে আমি এক্ষণেই ভস্ম করিয়া ফেলিব।

বনদেবী। ভগিনি! আপনার চিন্তামনিতো আমার নিকট নাই। আপনি ইচ্ছা করিলে, আমার পুত্রের (মুনি ঋষি ও যোগাভ্যাসী) সহিত আমাকে ভস্ম করিতে পারেন। আমার পুত্রেরা নিরপরাধী, কাহারও অপকার করা আমার পুত্রদের বৃত্তি নয়, ক্ষমা হয় আমার পুত্রদের বৃত্তি। আপনি ইচ্ছা করিলে, আমায় কি সমস্ত স্থূলজগৎকে স্থানচ্যুত করিতে পারেন। আপনার চিন্তামনি পশ্চিমকাননে আছেন।

উন্মাদিনী উঠিয়া পশ্চিমকাননে আসিয়া উপস্থিত হইল। (সূর্য্য পাটে যাইতে কিঞ্চিৎ বিলম্ব আছে, এমনসময়ে হরগৌরী সমস্ত ভূতকে সমভিব্যাহারে লইয়া, পশ্চিমকাননে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ওদিকে নন্দী—মুনি, ঋষি, যোগাভ্যাসী ও বেদাধ্যায়ীদের সঙ্গে লইয়া আসিল। পশ্চিমকাননে প্রেম-কুসুম প্রস্ফুটিত হইল; চারিদিক সৌরভে আমোদিত হইল)। কিঞ্চিৎ দূরে গিয়া দেখিল,—সূর্য্যদেব লোহিতবর্ণ মূর্ত্তি ধরিয়া পাটে যাইতেছেন। উন্মাদিনী আরও লোহিতবরণা হইল, সূর্য্যদেব! তুমি নিজে পাটে যাইতেছ আরাম করিতে; কিন্তু উন্মাদিনীর চিন্তামনির কোনও খবর দিলে না। তুমি সর্ব্ব-দর্শী ও সর্ব্বস্থানপ্রবেশী। যদি অদ্য তোমার সন্ধ্যার সহিত আমার সাঁদ্ধ (চিন্তামনির সহিত) না হয়, তাহা হইলে অদ্য

হইতে আমি তোমার সন্ধ্যোপাসনা রহিত করিব, তোমায় তেজহীন করিয়া চন্দ্রতুল্য করিব, আর অদ্য হইতে তোমার উপাসক জগতে কেহ থাকিবেক না।

সূর্য্যদেব। উন্মাদিনি! চিন্তামনি এলো বলে, আর বেশী দেরী নাই। দেখ না, একপাশে ত্রয়োত্রিংশৎ কোটি দেবতা, অপরপাশে সমস্ত সন্ধ্যাবলি; মধ্যে সন্ধ্যানাটী ও সন্ধ্যানাটিনী, সকলেই তোমার সন্ধি অপেক্ষা করিতেছেন। বিশেষতঃ হরগৌরী তোমার সন্ধি অপেক্ষা করিতেছেন।

উন্মাদিনী। গুরুদেব, মার সহিত আসিয়াছেন?

সূর্য্যদেব। ঐ দেখ না, মা ও বাবা মধ্যে কনকাসনে বসিয়াছেন।

উন্মাদিনী দেখিয়া মূর্চ্ছিতা হইল।

পশ্চিমকাননে অপরদিক দিয়া চিন্তামনি উন্মত্ত হইয়া পেমী পেমী বলিয়া আসিতেছে—সম্মুখে ত্রয়োত্রিংশৎকোটি দেবতাকে দেখিয়া আজ্ঞা করিল,—তোমরা পেমীকে দেখিয়াছ? শীঘ্র বল—কৈ, আমার পেমী কৈ? এই বলিয়া মূর্চ্ছা।

মূর্চ্ছাভঙ্গে পেমী,—পেমী,—পেমী,—বলিয়া তাধৈ, তাধৈ করিয়া নাচিতে লাগিল। ওদিগে পেমী চিন্তামনি—চিন্তামনি বলিয়া,—ধৈতা,—ধৈতা,—করিয়া আলুথালুবেশে নাচিতে লাগিল। চিন্তামনি ও পেমীর মধ্যে সূর্য্যদেব রহিল, যেমনি সূর্য্যদেব ঐ বলিল,—অমনি ইলেক্‌ট্রিসিটীর গতির মতন উভয়ে

বাহু প্রসারণ করিয়া বুকে বুক দিয়া জড়াইয়া ধরিল, সন্ধ্যা ও সন্ধি একত্রে হইল।

কেহ কিছুই জানিতে পারিল না, দেখিতে পাইল না, কেবল চির-সংজ্ঞাবিহীনা পেমীর দেহ ও চির-সংজ্ঞাবিহীন চিন্তামণির দেহ দেখিল, কিন্তু সকলকার পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত চুল খাঁড়া রহিল। অপ্সরী, কিন্নরী ও বিদ্যাধরী চারিদিগে নৃত্য গীত করিতে লাগিল, এবং আকাশ হইতে পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল। এই প্রেম-রহস্যটি কি খালি হর জানিলেন।

প্রেম-রহস্যটি ফুরাল, নটেগাছটি মুড়াল।